পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com —কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 358 Sunday, 23 November, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩৫৮ সংখ্যা ✱ ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, রবিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এস আই আর-এর চাপেই বিএলওদের মৃত্যুর মিছিল

নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি প্রশ্ন মমতার

অনিকেত নস্কার, কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ এসআইআরের কাজ নিয়ে জটিলতা, অব্যবস্থা এবং লাগাতার চাপ যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই কাজ শেষের জন্য নির্বাচন কমিশনের তরফে যে চাপ দেওয়া হচ্ছে, তা মাটির কাছাকাছি থাকা কর্মীদের পক্ষে সামলানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। পরিকাঠামোয় অজস্র ত্রুটি, সার্ভারের সমস্যায় বারবার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া, ডেটা আপলোডে জটিলতা-সব মিলিয়ে এসআইআর অনেকের কাছেই পরিণত হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণার কারণ হিসেবে। আর সেই অতিরিক্ত চাপই একের পর এক বিএলও-র জীবনে নেমে আসছে অন্ধকারের ছায়া। ইতিমধ্যেই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে একাধিক। কাউকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে, আবার কেউ রেখে গিয়েছেন হৃদয়বিদারক সুইসাইড নোট-যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে এসআইআরের চাপে ভেঙে পড়ার কথা। এই পরিস্থিতিতেই ফের এক বিএলও-র আত্মহত্যার ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। কৃষ্ণনগরের চাপড়া বিধানসভা এলাকার ২০১ নম্বর বুথের পার্শ্বশিক্ষিকা ও কর্তব্যরত বিএলও রিঙ্কু তরফদারের মৃত্যু আরও একবার সামনে এনে দিল সেই যন্ত্রণা, সেই অব্যবস্থা ও চাপের বাস্তব চিত্র। শনিবার সকালে নিজের বাড়ি থেকে বছর চুয়ান্নর রিঙ্কু দেবীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, কোনও পারিবারিক অশান্তি বা আর্থিক সমস্যার ছাপ ছিল না তাঁর জীবনে। তিনি চাপা বাঙালঝি স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের পার্শ্বশিক্ষিকা হিসেবে কাজ করতেন। নিয়মিত চাকরি, সংসারে অভাব বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু সামান্য এই অতিরিক্ত দায়িত্ব-এসআইআরের কাজ-তাঁকে এনে ফেলল মৃত্যুর দিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি দীর্ঘ সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। সেই নোটে রিঙ্কুদেবী

বিএলও মৃত্যু নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শাসক দল। - নিজস্ব চিত্র

অকপটভাবে লিখে গিয়েছেন তাঁর মনের কথা- আমি বাঁচতে চাই। আমার সংসারে কোনও অভাব নেই। কিন্তু এই সামান্য চাকরির জন্য এরা আমাকে এভাবে ভরাডুবির মাধ্যমে মরতে বাধ্য করল। সুইসাইড নোটে শুধু চরম মানসিক চাপের কথাই নয়, লিখেছেন এসআইআরের কাজ কীভাবে করতে হয় তাও-যেন মৃত্যুর আগে শেষবার দায়িত্ববোধ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে কাজের কথা জানিয়ে যেতে। নোটের পরতে পরতে স্পষ্ট হয়েছে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সেই কর্তব্য পালনের সময় গায়ে পড়া অমানবিক চাপের চিত্র। রিঙ্কু তরফদারের মৃত্যুর খবর খবর ছড়াতেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন। শনিবার এক্স-এ করা তাঁর পোস্টে তিনি লিখেছেন, এসআইআরের চাপে এভাবে আর কত জীবন নষ্ট হবে? আর কত মৃতদেহ গুনতে হবে? এটা এবার অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে তিনি রিঙ্কু তরফদারের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেন। মমতা লেখেন, কৃষ্ণনগরের চাপড়ার ২০১ নং বুথের বিএলও, পার্শ্বশিক্ষিকা রিঙ্কু তরফদারের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। এসআইআরের কাজে চাপের কথা তিনি লিখে গিয়েছেন সুইসাইড নোটে। এভাবে টানা মৃত্যুর পরও নির্বাচন কমিশন যে বাস্তব সমস্যাগুলোর দিকে নজর দিচ্ছে না, সে অভিযোগ তুলছে বিভিন্ন মহল। অভিযোগ, এসআইআরের কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ডেটা মিলিয়ে আপলোড না হলে তিরস্কার, হুমকি এমনকি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হচ্ছে অনেক জায়গায়। অথচ যন্ত্রপাতির অভাব, নেটওয়ার্কের সমস্যা, সার্ভারের ক্রমাগত ডাউন হয়ে যাওয়া-এসবের কারণে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। কাজের বোঝা সামলাতে না পেরে ইতিমধ্যেই একাধিক বিএলও অসুস্থ হয়েছেন, অনেকে মানসিক চাপের জেরে ভেঙে পড়ছেন। রিঙ্কুর নোটে যেমন লেখা রয়েছে- ভরাডুবির মাধ্যমে মরতে বাধ্য করল- তেমন অনুভূতি অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ। শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি, প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ অপর্যাপ্ত হওয়ায় অনেকেই এসআইআর ব্যবস্থাটি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছেন না। তার মধ্যে সময়সীমা অত্যন্ত কম হওয়ায় মানসিক চাপ আচমকাই বেড়ে যাচ্ছিল। তার ওপর কমিশনের তরফে বারবার দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ সব মিলিয়ে এক অনিশ্চয়তা এবং ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে অনেকের মনে। রিঙ্কু তরফদারের মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠছে- এসআইআরের চাপে আর কত মৃত্যু হলে নির্বাচন কমিশন নড়েচড়ে বসবে? কাজের চাপ কমানো, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নতি, সার্ভার সমস্যার সমাধান এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি-এসব এখন জরুরি দাবি হিসেবে সামনে আসছে। মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নও সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে-মানুষের জীবন কি কোনও প্রশাসনিক কাজের চেয়েও তুচ্ছ। রিঙ্কুর লেখা সুইসাইড নোট যেন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার কথাই নয়, বরং হাজারো মাঠকর্মীর হৃদয়ের চাপা কান্না। তাঁর মৃত্যু এখন নিছক একটি ঘটনা নয়-বরং একটি বড় সতর্কবার্তা। আর সেই কারণেই প্রশ্নটা আরও জোরালো- এসআইআরের অতিরিক্ত চাপের কাছে আর কত জীবন হারাতে হবে?

মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দু, মোদী-শাহ-আরএসএসকে কড়া বার্তা তথাগত-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ফের উত্তপ্ত আলোচনা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে দ্রুত ঘোষণা করার দাবি তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। তাঁর সোজাসাপ্টা বক্তব্যে রাজ্য বিজেপির অন্তর্দ্বঃদ্ব, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং দলের ভবিষ্য কৌশলকে কেন্দ্র করে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। শনিবার এক্স-এ (টুইটার) একটি দীর্ঘ পোস্টে তথাগত রায় স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, আর দেরি করা চলবে না। শুভেন্দুকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করাটাই এখন সবচেয়ে জরুরি। বিজেপি যদি বাংলায় সরকার গঠন করে বা শুভেন্দুকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করে, সেটাই আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে বড় অর্জন হবে। তিনি আরও লেখেন, তৃণমূল কংগ্রেস কোনও রাজনৈতিক দল নয়, বরং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে থাকা একটি গোষ্ঠী, যার চারপাশে শকুনের মতো কিছু লোক অর্থ উপার্জনের জন্য ভিড় জমিয়েছে। তৃণমূলের নেই কোনও সুস্পষ্ট নীতি বা আদর্শ- এমনই অভিযোগ তাঁর। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত দৃঢ় অবস্থান নেওয়া যে জরুরি, তা উল্লেখ করেন তিনি। তথাগত রায়ের মতে, শুভেন্দু অধিকারী বর্তমানে রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে শহর- সকল জায়গায় সঠিক কথাই বলছেন এবং তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরছেন। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে দক্ষিণের পুরুলিয়া-সর্বত্র শুভেন্দুর গ্রহণযোগ্যতা ও উপস্থিতির কথা

তুলে ধরেন তিনি। তবে এখানেই শেষ নয়। তীক্ষ্ণ আক্রমণ শানিয়ে তিনি রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতার কথাও তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য বিজেপির সংগঠন এতটাই দুর্বল যে এতদিনেও তারা পদাধিকারী নির্বাচন করতে সক্ষম হয়নি! এই মন্তব্যেই স্পষ্ট, তিনি বিজেপির বর্তমান নেতৃত্বের উপর ক্ষুব্ধ। তাঁর মতে, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, এখনই সিদ্ধান্ত না নিলে ক্ষতির মুখে পড়তে পারে দল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-তথাগত রায় এই বার্তাটি কেবল পোস্ট করেননি, সরাসরি ট্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং আরএসএস-এর অফিসিয়াল প্রোফাইলকে। অর্থা তাঁর বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছেই পৌঁছেছে। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে-এ কি তাহলে বিজেপির ভেতরে শুভেং দুকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার জন্য চাপ বাড়ানোর কৌশল? নাকি রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ? একই সঙ্গে শাসক শিবিরেও নয়া আলোচনার ঝড় উঠেছে। একদিকে শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যজুড়ে দলের মুখ হিসেবে ক্রমশই প্রাসঙ্গিক হচ্ছেন, অন্যদিকে বিজেপি সংগঠনের শীর্ষ মহলের নীরবতা আরও বাড়াচ্ছে রাজনৈতিক কৌতূহল। তথাগত রায়ের সরাসরি বার্তা-সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে-এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংকেত। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গন আরও উত্তপ্ত হওয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ধনখড়ের 'চক্রব্যূহ' মন্তব্যে ইস্তফার চার মাস পর ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা

চলতি বছরের জুলাই মাসে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের আকস্মিক ইস্তফা নিয়ে দেশজুড়ে যে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছিল, তা এখনও পুরোপুরি স্তিমিত হয়নি। ২১ জুলাই রাতেই যখন তাঁর পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতি ভবনে জমা পড়ে, তখনই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্নের ঝড় ওঠে-কেন কার্যকালের তিন বছর আগেই এমন সিদ্ধান্ত? এরপর প্রায় চার মাস ধনখড় প্রকাশ্যে বিশেষ কোনও মন্তব্য করেননি, রাজনৈতিক পরিসর থেকেও কার্যত অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শুক্রবার ভোপালে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে তাঁর করা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ফের জাগিয়ে তুলেছে পুরনো জল্পনাই। বই প্রকাশের মঞ্চে ধনখড় বলেন, ভগবান করুন কেউ যেন ভ্রান্ত ধারণার চক্রব্যূহে না পড়ে যান। ন্যারেটিভের এই চক্রব্যূহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। বক্তব্যের এই অংশ যতটা রহস্যময়, ততটাই তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও তিনি তৎক্ষণা স্পষ্ট করেন যে নিজের উদাহরণ তিনি দিচ্ছেন না, তবুও ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে-ইঙ্গিতটি এড়ানো গেল না। কারণ ইস্তফার পর থেকে তাঁর নির্বাক অবস্থান, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ঘুরপাক খাওয়া ব্যাখ্যা এবং কেন্দ্র-ধনখড় সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক-সব মিলিয়ে তাঁর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই নতুন মাত্রা দিয়েছে আলোচনাকে। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে জগদীপ ধনখড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৭ সালের অগস্ট মাসে। কিন্তু ততদিনও তিনি অপেক্ষা করেননি। তাঁর পদত্যাগপত্রে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে লেখা চিঠিতে ধনখড় জানিয়ে দিয়েছিলেন-চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং নিজের শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারি ব্যাখ্যা যতই পরিষ্কার হোক, রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল কিন্তু কমেনি তখনও। কারণ ইস্তফার আগে মাস কয়েক ধরেই নানা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ধনখড়। ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোয় উপরাষ্ট্রপতির ভূমিকা সাধারণত নিরপেক্ষ, সংযত এবং সর্বোচ্চ বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সুসমন্বিত। কিন্তু ধনখড় বারবার শীর্ষ আদালতের ভূমিকা, বিচারপতির নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং বিচারালয়ের ক্ষমতার পরিধি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সংসদে এবং বিভিন্ন মঞ্চে তাঁর মন্তব্য ক্ষোভ তৈরি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে-এমনটাই দাবি ছিল রাজনৈতিক মহলের একাংশের। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল, তাঁর এই মন্তব্যে অসন্তুষ্ট ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যদিও কখনও প্রকাশ্যে এ নিয়ে কিছু বলেননি কেউই। ধনখড় নিজেও কোনও মন্তব্য করেননি সে সময়ে। ইস্তফার কারণ হিসেবে তিনি শুধু শারীরিক পরিস্থিতির কথাই বলেছেন। কিন্তু তাঁর অবস্থান, কথাবার্তা এবং পদত্যাগের তারিখ মিলিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছিলেন- ধনখড়ের বক্তব্যের ধরন, বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সরাসরি মন্তব্য এবং সাংবিধানিক ভারসাম্য নিয়ে তাঁর মতামত সম্ভবত কেন্দ্রের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই কারণেই তাঁর ইস্তফাকে অনেকেই 'মধ্যে নেওয়া সিদ্ধান্ত' বলেও ব্যাখ্যা করেছিলেন। এতদিন নীরব থাকলেও শুক্রবারের বক্তব্যে যেন ইঙ্গিতপূর্ণ এক রেখা টেনে দিলেন ধনখড়। ন্যারেটিভের চক্রব্যূহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর-এই লাইনটি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিশ্লেষণ। অনেকেই মনে করছেন, তিনি নিজের ইস্তফাকে ঘিরে তৈরি হওয়া গল্প-গাঁথাকেই হয়তো ' বলে ইঙ্গিত করলেন। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, এটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা ক্ষমতার কাঠামোর অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের রূপক। যদিও তিনি নিজেকে সংশ্লিষ্ট নন বলেই দাবি করেছেন, তবুও তাঁর অবস্থান, ইস্তফার ইতিহাস এবং বিতর্ক সব মিলিয়ে মন্তব্যটিকে নির্দোষ বলা কঠিন। ধনখড়ের ইস্তফা ভারতের রাজনীতিতে বিরল ঘটনা। উপরাষ্ট্রপতির পদ সাংবিধানিকভাবে অত্যন্ত সম্মানজনক এবং স্থিতিশীল। তাই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এমন পদ থেকে সরে দাঁড়ানো নজিরবিহীন। সেই কারণেই তাঁর পদত্যাগের পেছনের কারণ নিয়ে গত চার মাস ধরে দেশের রাজনৈতিক অন্দরে নীরব আলোচনা চলছিল। আর ধনখড়ের সাম্প্রতিক বক্তৃতা যেন সেই আলোচনাকে নতুন করে উসকে দিল। ভোপালের মঞ্চে তাঁর মন্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে আগ্রহ-তিনি কি আগামী দিনে আরও কিছু বলবেন? নাকি এই মন্তব্যই রেখে গেল আরও এক রহস্য? আপাতত রাজনৈতিক মহলের নজর ধনখড়ের পরবর্তী বক্তব্য ও অবস্থানের দিকেই।

মৌসম ভবনের নজরদারি

সংবাদ সংস্থা, ২২ নভেম্বর ঃ বঙ্গোপসাগরের আবহাওয়া নিয়ে নতুন উদ্বেগের ইঙ্গিত দিয়েছে মৌসম ভবন। পূর্বাভাস অনুসারে, আগামী সপ্তাহেই সেখানে তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও মলাক্কা প্রণালী সংলগ্ন এলাকায় একটি নিম্নচাপ অঞ্চলের উদ্ভব হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, এই নিম্নচাপটি শনিবার থেকেই শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করবে এবং ধীরে ধীরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিম্নচাপটি ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যার মধ্যে আরও ঘনিয়ে নিম্নচাপের ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হতে পারে। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় সেটি আরও শক্তিশালী হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। সব কিছু অনুকূলে থাকলে এই নিম্নচাপই পরবর্তীতে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়টির নাম হতে পারে 'যার অর্থ' এই নামটি প্রস্তাব করেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ইনস্যাট-৩ডিএস উপগ্রহচিত্রে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের উপর মেঘের ঘন উপস্থিতি ধরা পড়েছে। তবে আবহাওয়া দপ্তর পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, পরিস্থিতি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের পথে বিশ্বকে এগোনোর বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

সংবাদ সংস্থা, জোহানেসবার্গ, ২২ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে আয়োজিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য রাখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আফ্রিকার মাটিতে প্রথমবারের মতো জি-২০ সম্মেলন হওয়াকে তিনি ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে অভিহিত করেন। সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন-এখনই সময় বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের মানদণ্ড নতুন করে নির্ধারণ করার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুস্থায়ী বিকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার। মোদীর বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের ধারণা। তিনি বলেন, ভারতের প্রাচীন সভ্যতাগত মূল্যবোধ এবং বিশেষ করে 'হিউম্যানিজম'-এর মতো নীতি আজকের বিশ্বকে নতুন দিশা দিতে পারে। তাঁর মতে, উন্নয়নের পথে এমন এক মডেল প্রয়োজন, যা কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেই নয়, মানুষের জীবনমান, সমাজের প্রকৃত চাহিদা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দিকগুলোকেও সমানভাবে গুরুত্ব দেবে। স্বাস্থ্যখাতকে শক্তিশালী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারির পর গোটা বিশ্বেরই বোঝা উচিত যে স্বাস্থ্যসংকট কোনও দেশ বা সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই বৈশ্বিক স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় দেশগুলির সম্মিলিত সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জি-২০ গ্লোবাল হেলথকেয়ার রেসপন্স টিম গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর বক্তব্য, জি-২০-ভুক্ত দেশগুলির দক্ষ ও প্রশিক্ষিত চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এমন একটি দল গঠন করা উচিত, যারা যেকোনও আন্তর্জাতিক সংকটে দ্রুত মোতায়েন হতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা স্বাস্থ্য-জরুরি পরিস্থিতিতে এই ধরনের দল বিশ্বকে আরও শক্তিশালী, সহনশীল ও প্রস্তুত করে তুলবে বলেও তিনি মনে করিয়ে দেন। এদিন তাঁর বক্তৃতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে ছিল আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট সতর্কবার্তা দেন-মাদক-সন্ত্রাস আজকের বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিগুলির একটি। বিশেষ করে ফেন্টানাইলের মতো প্রাণঘাতী ও অত্যন্ত শক্তিশালী মাদকদ্রব্যের বিস্তার বিশ্বের বহু সমাজকে বিপন্ন করে তুলছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তিনি জি-২০ উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক কাঠামো গঠনের প্রস্তাব করেন, যা মাদক পাচার, মাদক-সন্ত্রাস ও তার আর্থিক নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে কাজ করবে। মোদী বলেন, মাদক-সন্ত্রাস কেবল একটি অপরাধ নয়, এটি রাষ্ট্রের অর্থনীতি, সমাজ ও পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়ার শক্তি নিয়ে আসে। তাই জি-২০-এর সদস্য দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, যাতে বিশ্বব্যাপী মাদক-সন্ত্রাস চক্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে দেওয়া যায়। তিনি জোর

দিয়ে বলেন, যদি সকল দেশ এই বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেয় এবং সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আবারও ফুটে উঠল ভারতের সেই পরিচিত অবস্থান-উন্নয়ন হওয়া উচিত ব্যাপক, মানবিক, বাস্তবসম্মত এবং পরিবেশ-সহায়ক। বিশ্বের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে মহামারি পরবর্তী সময়ে, জি-২০ মঞ্চে তাঁর এই বক্তব্য বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন দৃষ্টিকোণ যোগ করেছে বলেই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল মনে করছে। আফ্রিকার ভূমিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা মূলত সেই বাস্তবতাকেই সামনে তুলে ধরল-বিশ্বকে যদি আরও শক্তিশালী, বৈষম্যহীন এবং ভবিষ্যত-উন্মুখ হতে হয়, তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন পথই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর পথ।

স্বরাষ্ট্র বিজেপির দখলে, নতুন রাজনৈতিক উত্তেজনা

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ২২ নভেম্বর ঃ বিহারের রাজনীতিতে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই একমাত্র টানা দশমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেও প্রশাসন ও দফতর বণ্টনের ক্ষেত্রে নীতীশ কুমারের দাপট হয়তো আগের মতো থাকার কথা। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। এবার মন্ত্রিসভা গঠনের পরই স্পষ্ট হয়েছে-নীতীশের হাতে নেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর, অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ। ফলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, তিনি এখন কার্যত 'সর্দার'-নামে মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু হাতে ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি নেই। বিহারের রাজনীতিতে স্বরাষ্ট্র দফতর বরাবরই মুখ্যমন্ত্রীর অধীনেই থেকেছে। এটা শুধু বিহার নয়-দেশের প্রায় সব রাজ্যেই একই রীতি। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ, কেরলে পিনারাই বিজয়ন, তেলঙ্গানায় রেবন্ত রেড্ডি কিংবা অসমে হিমন্ত বিশ্বশর্মা-সবার হাতেই থাকে প্রশাসনের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ দফতরটি। বিহারেও দীর্ঘদিন এই দফতর ছিল নীতীশের হাতে। বিশেষত, পুলিশ প্রশাসনকে করে তিনি নিজের ভাবমূর্তি অনেকটাই ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরিচয়। কিন্তু এবার চিত্র বদলে গেছে। মন্ত্রিসভায় দুই উপমুখ্যমন্ত্রীই বিজেপির এবং তাঁদের একজন-সম্রাট চৌধুরি-পেয়েছেন স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়ভার। সম্রাট, যিনি সমতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শকুনি চৌধুরির পুত্র, তাঁর হাতে এই দফতর যাওয়াকে অনেকেই ভবিষ্যতের অর্থাৎ সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তুতির প্রথম ধাপ বলে মনে করছেন। বিজেপির বহু নেতা খোলাখুলিই বলছেন-এটি কেবল দফতর বণ্টন নয়, বরং রাজনীতির কৌশলগত পদক্ষেপ। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রচারের দায়িত্বে থাকা মধ্যপ্রদেশের উমা ভারতীর ঘনিষ্ঠ এক বিজেপি নেতা মন্তব্য করেছেন, নীতীশের হাতে পুলিশ দফতর না থাকা অস্বাভাবিক নয়। বরং তাঁর শারীরিক অবস্থাকে বিবেচনায় রাখলে এটা প্রত্যাশিত। কারণ গত কয়েক মাস ধরে একাধিকবার প্রকাশ্যে নীতীশের স্মৃতিভ্রমের প্রমাণ মিলেছে। জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেই বলে বসেছিলেন তিনি। রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত অসুস্থতা গোপন রাখেন, কারণ তা জনমানসে তাঁদের ভাবমূর্তি দুর্বল করে। কিন্তু নীতীশের ক্ষেত্রে বিষয়টি গোপন রাখাও সম্ভব হয়নি। বিহারের ২৪৩ আসনের বিধানসভায় বিজেপি ও জেডিইউ, দু'দলই ১০১টি করে আসনে লড়াই করেছিল। বিজেপি জেতে ৮৯টি, জেডিইউ ৮৫টি। সংখ্যার বিচারে বিজেপিই বড় শরিক। তাই মুখ্যমন্ত্রী হলেও নীতীশকে বিজেপির প্রভাবের মধ্যেই চলতে হচ্ছে। ২৭ সদস্যের মন্ত্রিসভায় বিজেপির মন্ত্রী ১৪ জন, জেডিইউ-এর ৯ জন। বাকিরা ছোট শরিক, যেমন চিরাগ পাসোয়ানের দল বা জিতনরাম মাঝিঁর দল থেকে। আগের মন্ত্রিসভার তুলনায় এবার জেডিইউ ও বিজেপি উভয়েরই মন্ত্রীসংখ্যা কিছুটা কমেছে, কারণ জোট রক্ষার প্রয়োজনেই ছোট দলগুলিকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছিল, ৬ঃ১ সূত্রে দফতর বণ্টন করা হবে-অর্থাৎ প্রতি ছয়জন বিধায়কের জন্য এক জন মন্ত্রী। যদিও বাস্তবে সেই সূত্র পুরোপুরি মানা হয়নি। তবে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে বিজেপি সেই সূত্রেই এগোতে পারে বলে অনুমান করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে, নীতীশ শিবিরের দাবি-শুধু স্বরাষ্ট্র নয়, অর্থ দফতর এবার এসে গেছে জেডিইউয়ের হাতে। ফলে তাঁকে বলা ঠিক নয়। কিন্তু বিজেপির পাল্টা যুক্তি-অর্থ দফতর জেডিইউকে দেওয়া হলেও তা নীতীশের সরাসরি হাতে নেই। বরং জমি-রাজস্ব, স্বাস্থ্য, খনি-এমন গুরুত্বপূর্ণ দফতর রয়েছে বিজেপির দখলে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসে থেকেও কার্যত নিয়ন্ত্রণ বিজেপিরই বেশি। নীতীশের শারীরিক অবস্থা এবং বয়স নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে, তা যে বাস্তব, তা স্বীকার করছেন অনেকেই। যে রাজনীতিক দীর্ঘদিন নিজের দাপট বজায় রেখে মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলেছেন, তাঁর পক্ষে ক্রমশ দায়িত্ব পালনে শারীরিক সীমাবদ্ধতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। বিজেপির বহু নেতাই মনে করছেন, স্বরাষ্ট্র দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর হাতে দিলে প্রশাসনিক স্থবিরতা তৈরি হতে পারত। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে-নীতীশের পরে জেডিইউ-তে কে? শীর্ষ নেতৃত্বের এমন সংকটই বর্তমানে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নীতীশ শিবিরের। তাঁর অনুপস্থিতিতে বা ভবিষ্যতে দায়িত্ব ছাড়লে রাজ্যকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গ্রহণযোগ্য কোনও মুখ নেই দলে। এই শূন্যতাই বিজেপিকে আরও বেশি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিচ্ছে। যদিও অনেকেই মনে করছেন, অন্তত এখনই বিজেপি কোনও বড় রাজনৈতিক রদবদল করবে না। কারণ কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নীতীশের সমর্থন এখনও গুরুত্বপূর্ণ। তবুও এই দফতর বণ্টন স্পষ্ট করে দিয়েছে-ভবিষ্যতের বিহার রাজনীতিতে বিজেপি নিজের পথ প্রস্তুত করতে শুরু করেছে।

যোগীর 'উত্তরপ্রদেশ' ঃ দাদরিতে গড়ে উঠছে দেশের বৃহত্তম লজিস্টিক শক্তিকেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, প্রয়াগরাজ, ২২ নভেম্বর ঃ উত্তরপ্রদেশের শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ যে বৃহ রূপরেখা তৈরি করেছেন, তার বাস্তব রূপ আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভারতের প্রধান লজিস্টিক হাব হিসেবে উত্তরপ্রদেশকে গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, তা পূরণে একের পর এক বিশ্বমানের পরিকাঠামো উঠে আসছে রাজ্যে। এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ থেকে শুরু করে আধুনিকতম বিমানবন্দর, মাল্টি-মোডাল লজিস্টিকস পার্ক-সব মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশ দ্রুতগতিতে নিজেকে দেশের অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। এই অগ্রগতির মূল কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠছে দাদরি। জেওয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দররের নিকটে নির্মীয়মাণ দাদরি মাল্টি- মোডাল লজিস্টিকস পার্ক ইতিমধ্যেই বিদেশি বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতিদের নজর কেড়েছে। 'মাল্টি-মোডাল লজিস্টিকস পার্ক পলিসি ২০২৪'-এর আওতায় গড়ে ওঠা এই প্রকল্প উত্তরপ্রদেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অবস্থানের দিক থেকেও প্রকল্পটি অনন্য-একদিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, অন্যদিকে ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর, ফলে সড়ক, রেল ও আকাশপথ- তিন ক্ষেত্রেই পরিবহনে মিলবে সর্বোচ্চ সুবিধা। এতে পরিবহণ খরচ কমবে, সময় বাঁচবে এবং শিল্পকারখানার পণ্য সরবরাহে তৈরি হবে এক নতুন গতি। রাজ্যের উন্নয়ন মানচিত্রে দাদরিকে কেন্দ্র করে যে বিশাল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, তা শুধু পরিবহণ ব্যবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকল্পটি চালু হলে তৈরি হবে হাজার হাজার কর্মসংস্থান। যুব সমাজের জন্যও এতে খুলে যাচ্ছে নতুন সুযোগের দুয়ার। ডিজিটাল কার্গো হ্যান্ডলিং, ওয়্যারহাউস অটোমেশন, লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট-এই সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষেত্রগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে রাজ্যের তরুণদের। ফলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে উঠবে উত্তরপ্রদেশে। এছাড়া এই লজিস্টিকস পার্ককে ঘিরে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে রিয়েল এস্টেট, হোটেল, খাদ্য-পর্যটন ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামো। দাদরি হয়ে উঠছে নতুন ব্যবসায়িক কেন্দ্র, যেখানে একদিকে যেমন শিল্পবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে ছোট-বড় ব্যবসা, পরিষেবা খাত ও আবাসন শিল্পের সম্ভাবনাও। বিশেষজ্ঞদের মতে, পার্কটি চালু হলে রপ্তানি ব্যবস্থাও অনেক সহজ হবে, যার প্রভাবে দেশজ অর্থনীতিতে আসবে উল্লেখযোগ্য গতি।

ভোটার তালিকার দ্রুত সংশোধন করা উচিত, মন্তব্য শেখাওয়াতের

যোধপুর, ২২ নভেম্বরঃ ভোটার তালিকার দ্রুত সংশোধন করা উচিত, এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। শনিবার রাজস্থানের যোধপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শেখাওয়াত বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও সততার সঙ্গে সম্পন্ন করা উচিত এবং ভোটার তালিকার দ্রুত সংশোধন করা উচিত। সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার অধীনে এটি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর সম্পর্কে শেখাওয়াত বলেন, এই দেশে বহুবার এসআইআর পরিচালিত হয়েছে। কংগ্রেস ও তাঁদের নেতারা মহারাষ্ট্র নির্বাচনের পরে একই রকম অভিযোগ করছিল, ভোটার তালিকায় অসঙ্গতির অভিযোগ তুলেছিল। এখন যখন এসআইআর শুরু হয়েছে, তারা এটিকে রাজনীতিকরণ করছে। বিহার নির্বাচনের পর, জনগণ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে দেশে বিভাজনের রাজনীতি, অসদাচরণের রাজনীতি বা পারিবারিক রাজনীতি কোনটাই টিকে থাকবে না।

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক অস্ত্র চক্রের পর্দাফাঁস, বিদেশি পিস্তল-সহ ধৃত ৪

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃ দিল্লিতে আন্তর্জাতিক অস্ত্র চক্রের পর্দাফাঁস করলো অপরাধ দমন শাখা। অনেকগুলি বিদেশি পিস্তল ও কার্তুজ-সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম - অজয, মনদীপ, দলবিন্দর এবং রোহান। এই চক্রটি তুরস্ক এবং চীনে তৈরি উচ্চমানের পিস্তল পাকিস্তান হয়ে ভারতে সরবরাহ করত। পাকিস্তান থেকে ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্রগুলি পঞ্জাবে ফেলে দেওয়া হত এবং তারপর পুনরায় বিক্রি করা হত।পুলিশ ১০টি দামি বিদেশি পিস্তল এবং ৯২টি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে। ধৃতরা দিল্লি এবং আশেপাশের রাজ্যগুলিতে অপরাধী এবং গ্যাংস্টারদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। ধৃতদের মধ্যে দু'জন পাঞ্জাবের বাসিন্দা।ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানিয়েছে, এই পুরো নেটওয়ার্কটি পাকিস্তানি আইএসআই-এর সঙ্গে যুক্তদের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছিল। অস্ত্রগুলি প্রথমে পাকিস্তানে আনা হত এবং তারপর সেখান থেকে ভারতে পাচার করা হত। পুলিশ এখন তদন্ত করছে, ধৃতরা এখনও পর্যন্ত ভারতে কতগুলি অস্ত্র বিক্রি করেছে এবং কোন দল বা ব্যক্তিরা সেগুলি পেয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি অস্ত্রগুলি শনাক্ত করতে মোবাইল ফোন, ব্যাঙ্কের বিবরণ এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছে।

গোপালনগর ও বামনগাছি স্টেশনে দুটি লোকালের অতিরিক্ত অস্থায়ী স্টপেজ

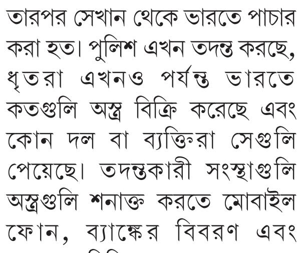

কলকাতা, ২১ নভেম্বর, ঃ যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগ ৩৩৭৬২ রানাঘাট - বনগাঁ - শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকাল, ৩৩৭৬১ শিয়ালদা - বনগাঁ - রানাঘাট এসি ইএমইউ লোকাল উভয়েরই অতিরিক্ত অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ২২ নভেম্বর থেকে ৩১ নভেম্বর পর্যন্ত গোপালনগর স্টেশনে (রানাঘাট - বনগাঁ শাখায়) এবং বামনগাছি স্টেশনে (বনগাঁ - বারাসাত শাখায়) এই বাড়তি পরিষেবা কার্যকর হবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

এনডিএ-র সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস, ঐতিহাসিক জয়ের পর বিহারের জনতাকে নিত্যানন্দ রায়ের বার্তা

পাটনা, ২২ নভেম্বর ঃবিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র ঐতিহাসিক জয়ের পর রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে নতুন উত্তেজনা। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক টানাপোড়েন, জোট পরিবর্তনের নানা অঙ্ক এবং নির্বাচনী প্রচারের নানা উত্তাপের মধ্যেই বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ ফিরল রেকর্ড জয়ে। আর এই বিজয়ের পর বিহারের মানুষের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ রাই। তিনি শুধু জয়ের উচ্ছ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং আশ্বাস দিয়েছেন, এনডিএ-র দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই পূরণ করে দেখাবে রাজ্যবাসীর প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা।নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই বিহারের রাজনৈতিক মহলে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, বৃহস্পতিবার তারই মধ্যখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানঃদ রাই বলেন, বিহারের মানুষ নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে আবার আস্থা রেখেছেন। এনডিএ-কে যে ঐতিহাসিক জয় দিয়েছেন তাঁরা, তার প্রতি সম্মান জানিয়েই আমরা প্রতিটি প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। বিহারের উন্নয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাঁর বক্তব্যে ছিল আত্মবিশ্বাস, ছিল কৃতজ্ঞতা, ছিল ভবিষ্য উন্নয়ন নিয়ে রূপরেখার ইঙ্গিত।তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বিহার সফর আমাদের কাছে এক গর্বের বিষয়। প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদী বারবার বিহারের উন্নয়নের কথা বলেছেন, এবং এবার বিজেপি প্রথম দল হিসেবে উঠে আসায় সেই উন্নয়ন আরও গতিময় হবে। প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে এনডিএ-র সমন্বয় এবং বিহারের উন্নয়নকে কেন্দ্র করে তাঁদের অভিন্ন ভাবনা।বিহারের রাজনীতিতে নীতীশ কুমারের অধ্যায় দীর্ঘ। কখনও জেডিইউ-র একক নেতৃত্বে, কখনও মিত্রজোটের ভরসায়, আবার কখনও রাজনৈতিক সমীকরণ বদল করে তিনি নিজের অবস্থানকে স্থায়ী করেছেন রাজ্যের শাসনে। আর সেই ইতিহাসেই নতুন সংযোজন-দশমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন তিনি। নিত্যানন্দ রাই এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, এটা বিহারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। দশমবারের মতো নীতীশজির মুখ্যমন্ত্রী হওয়া রাজ্যের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। এই জয় আসলে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পক্ষে বিহারের জনগণের ভোট।বিহারের মানুষ বহু বছর ধরেই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা-এই সমস্ত বিষয়ে প্রত্যাশা রেখেছেন সরকারের কাছে। নির্বাচনী প্রচারপর্বে এনডিএ ঠিক এই সমস্ত বিষয়ই নিজেদের মুখ্য প্রতিশ্রুতি হিসেবে তুলে ধরেছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে নিত্যানন্দ রাই নিজেও বারবার বলেছেন, বিজেপি এবং এনডিএ উন্নয়নকে কেন্দ্র করে তাঁদের রোডম্যাপ সাজিয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁর বক্তব্যেও সেই সুরই ধরা পড়ল। তিনি বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম-বিহারের নতুন প্রজন্মের জন্য সুযোগ তৈরি হবে। উন্নত রাস্তা, উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কর্মসংস্থান-সব ক্ষেত্রেই আমাদের লক্ষ্য পূরণে আমরা কাজ শুরু করেছি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি শুধু কাগজে-কলমে থাকবে না, বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনে তার প্রমাণ দেখা যাবে।বিহারের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিঃসন্দেহে এক বিশেষ অধ্যায় হয়ে থাকবে। বিজেপির প্রথম দল হিসেবে উঠে আসা যেমন এক নজির, তেমনই এনডিএ-র এই বিপুল সাফল্য আগামী দিনের রাজনীতির দিশাও ঠিক করে দেবে। বিশেষ করে বিহারের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল রাজ্যে কোনও জোটের পক্ষে এত বড় ব্যবধানে জয় পাওয়া সহজ নয়। নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচনোত্তর আলোচনায় বারবার উঠে এসেছে ভোটারদের মনোভাবের পরিবর্তন, উন্নয়নমুখী রাজনীতি এবং স্থিতিশীলতার প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষার মতো বিষয়গুলোই মূল চালিকাশক্তি। নিত্যানন্দ রাইয়ের বক্তব্যে তাই শুধু রাজনৈতিক জয়জয়কারের সুর নেই, বরং ছিল দায়িত্ববোধের ছাপ। তিনি বলেছেন, বিহারের জনগণ শুধু ভোট দিয়ে আমাদের জেতাননি, তাঁরা আমাদের ওপর দায়িত্বও দিয়েছেন। এই দায়িত্ব আমরা পালন করব উন্নয়ন দিয়ে, মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনে।বিহারের রাজনীতিতে যে এনডিএ একটি স্থায়ী শক্তি হয়ে উঠেছে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে তা আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। নীতীশ কুমারের দশমবারের মুখ্যমন্ত্রীত্বও প্রমাণ করছে-বিহারের মানুষ তাঁর নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয়ে যে উন্নয়ন দেখতে চান, তার প্রতি আস্থাশীল। নিত্যানন্দ রাইয়ের বিবৃতির মধ্য দিয়েই সেই ভবিষ্য পরিকল্পনার দিকনির্দেশ কার্যত শুরু হয়ে গেল। ভবিষ্যতে বিহারে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন-সব ক্ষেত্রেই ব। পরিবর্তনের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন।এখন নজর থাকবে এনডিএ সরকারের বাস্তব পদক্ষেপে। প্রতিশ্রুতি পূরণ কতটা সফল হবে, তা জানা যাবে আগামী দিনেই। তবে আপাতত বিহারের মানুষ জয়ের আনন্দে মশগুল, আর রাজনৈতিক মহল তাকিয়ে আছে এনডিএ-র শাসনের আসন্ন অধ্যায়ের দিকে। নিত্যানন্দ রাই যেমন বলেছেন, এটা বিহারের গর্বের জয়, আর সেই গর্বকে আরও দৃঢ় করাই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে রাবার শিল্পই হবে মুখ্য চালিকা শক্তি

ত্রিপুরা,২২নভেম্বরঃত্রিপুরার অর্থনীতি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং শিল্পোন্নয়নের ভবিষ্য যে রাবার শিল্পের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত-এমনই স্পষ্ট বার্তা দিলেন ত্রিপুরার শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। বুধবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে রাবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি, উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের সামনে তিনি বলেন, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে রাবার শিল্প হবে রাজ্যের অন্যতম প্রধান শক্তি। ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে এই শিল্পকে তিনি ' শক্তি' বলে বর্ণনা করেন।অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। উপস্থিত ছিলেন দফতরের সচিব কিরণ গিত্তে, রাবার উপাদন কমিশনার এন. সালি, রাবার বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক এম. বসন্তগেসান এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। তাঁদের উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা ভবনের পরিবেশ যেন আরও উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। আয়োজনের প্রতিটি ধাপে প্রতিফলিত হয় রাজ্যের তরুণ উদ্যোক্তাদের আগ্রহ, কৃষকদের প্রত্যাশা এবং সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি।উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী জানান, রাবার উপাদনে ত্রিপুরা বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। দক্ষিণ ভারতের বাইরে এই ধরনের উপাদন ক্ষমতা ত্রিপুরাকে এক বিশেষ জায়গায় এনে দিয়েছে। তিনি বলেন, রাবার শিল্প শুধু রাজ্যের অর্থনীতি নয়, হাজার হাজার কৃষক পরিবারের জীবিকা ও ভবিষ্যকে নতুন দিশা দিচ্ছে। এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ভবিষ্য সম্ভাবনার কথাও-নতুন প্ল্যান্টেশন, আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, বাজার সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে রাবার শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনার ইঙ্গিত।মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমার মতে, রাবার শিল্পের বিস্তার ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনবে। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, অদূর ভবিষ্যতে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে রাবার শিল্প মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। কৃষক, শ্রমিক, উদ্যোক্তা-সবাই এতে উপকৃত হবেন। রাজ্যের অর্থনীতি আরও সজীব হবে। তাঁর মতে, রাবার শুধু একটি বাণিজ্যিক ফসল নয়, এটি ভবিষ্যতের শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা বহন করছে।এই অনুষ্ঠানে রাবার বোর্ডের অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ' সর্বাধিক লেনদেনের ভিত্তিতে দেওয়া হয় এমরুব বেস্ট পারফর্মার অ্যাওয়ার্ড। পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা ও প্রশংসাপত্র। অনলাইন লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাকৃতিক রাবারের বাজারকে ডিজিটাল এবং স্বচ্ছ করার প্রয়াসকে আরও উসাহিত করতেই এই পুরস্কার প্রদান বলে জানানো হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও উপাদকদের মত, ত্রিপুরার রাবার শিল্প আজ নতুন পথে হাঁটছে। শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক মানের প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন এবং উপাদকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ-সব মিলিয়ে এই খাতের উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সরকার যে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, তা এদিনের আয়োজন থেকেই স্পষ্ট হয়েছে।আলোচনা পর্বে বিশেষজ্ঞরা জানান, রাবারের মূল্য

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত এক দশকের শাসনকালে দেশজ প্রযুক্তি উন্নয়নে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং আধুনিক যুদ্ধে তার প্রভাবের উপর।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পৃথ্বী বিজ্ঞানের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, পারমাণবিক শক্তি দপ্তর, মহাকাশ দপ্তর এবং কর্মীবর্গ, গণঅভিযোগ ও অবসরভাতা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জোর দিয়ে. বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তি নির্ভর এবং গত চার দিন আবার প্রমাণ করেছে ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তিকে। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত সাফল্যের সঙ্গে দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ ঘটিয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন বর্তমানে প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রযুক্তিই দেশে তৈরি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীই সেই ব্যক্তি যিনি আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন আমাদের মধ্যে।জাতীয় প্রযুক্তি দিবসের সূত্র স্মরণ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই দিনটি প্রথম পালিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভাবনা অনুযায়ী সফল পোখরান পরমাণু পরীক্ষার উদযাপনের লক্ষ্যে। তিনি আরও বলেন, ১৯৯৮ সালে যে ভাবনা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আরও পরিণত হয়েছে, ভারতকে পরিণত করেছে বিশ্বপ্রযুক্তি নেতাতে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে ২০১৪ থেকে অভ্যন্তরীণ নির্মাণের উপর সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিরন্তর আত্মনির্ভরতা অর্জনে জোর দেওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত আর বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের আধুনিক যুদ্ধের সাফল্য Viksit Bharat ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রতিফলন।বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন টেকনোলজি ডেভলপমেন্ট বোর্ড (টিডিবি)-এর প্রশংসা করেন বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানে ১০০০ ড্রোন প্রদর্শনী সহ প্রথম শ্রেণীর উদ্যোগকে সাহায্য করার জন্য। তিনি বলেন ড্রোন, যা একদা ছিল প্রতীকী, তা এখন ভারতের বিবর্তিত প্রতিরক্ষা পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে।টিডিবি-র প্রতি বছর নতুন থিম স্থির করার ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং তুলে ধরেন এ বছরের থিম ' যা অত্যাধুনিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।তিনি গর্বের সঙ্গে জানান, ভারত গত এক দশকে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বৃদ্ধির উপযোগী পরিমণ্ডলের জন্য কৃতিত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। তিনি বলেন, ভারতে কখনও প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের নেতৃত্ব আছে, যা উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষকতা করে।বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে ভারতের চমকপ্রদ অগ্রগতিকে তুলে ধরে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রতিফলন বেশ কয়েকটি সাফল্য। এই সূত্রে তিনি আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারতে ৮১তম স্থান থেকে ৩৯তম স্থানে উঠে আসার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, পেটেন্টের ৫৬ শতাংশই নথিভুক্ত করছে এদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রাই - এটি দেশজ উদ্ভাবনের অগ্রগতির লক্ষণ। ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল হয়ে উঠেছে, উদ্যোগ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিকে উসাহ দিয়ে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, ২,০০০ কোটি থেকে পৌঁছেছে ১৬,০০০ কোটি টাকাতে, দেশজ সক্ষমতার শক্তিকে তুলে ধরেছে। তিনি আরও বলেন, যে গ্রস এক্সপেনডিচার অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (জিইআরডি)-র জন্য বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, ৬০,০০০ কোটি থেকে ১,২৭,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএসটি এবং ডিবিটি-র বাজেট ১০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য মহাকাশ ক্ষেত্রের বাজেট প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এই ক্ষেত্রটিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় যা ভারতকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং 'ওয়ান নেশন, ওয়ান সাবস্ক্রিপশন'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেরও উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে ফেলোশিপের জন্য একটিমাত্র পোর্টালেরও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে ভারতে গবেষণা করা সহজ হয়ে উঠেছে।অনুষ্ঠানে গত পাঁচ বছর টিডিবি-র সাহায্যপ্রাপ্ত সুপার ৩০ স্টার্টআপস-এর কমপেনডিয়াম প্রকাশ করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশনের অধীনে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দুটি নতুন উদ্যোগের সূচনা করেন। কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (সিসিইউএস)-এর জন্য পাইলট প্রকল্প নিয়ে কাজ করা, শিল্প-শিক্ষা সংগঠনকে প্রকল্প অনুদান তুলে দেন তিনি।ভাষণের শেষে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, ২৭তম জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি উদযাপন করা হচ্ছে, যা India ২০৪৭-এর জন্য সুর বেঁধে দিয়েছে।অনুষ্ঠানে যোগ দেন পদ্মভূষণ অজয় চৌধুরী, যিনি বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমাতে দেশজুড়ে উদ্যোগের উপর জোর দেন এবং প্রকৃত আত্মনির্ভরতা অর্জনে অনুসন্ধান এনআরএফ-এর মতো উদ্যোগের পক্ষে সরব হন।অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএসটি-র সচিব ডঃ অভয় কারান্ডিকর, ডিবিটি-র সচিব ডঃ রাজেশ গোখলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের বৈজ্ঞানিক ও বিশিষ্ট জন ছাড়াও শীর্ষ আধিকারিকেরা।

সর্দার প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিল্লিতে ' ঐক্য মার্চ'-এর সূচনা, নেতৃত্বে নাড্ডা ও মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃদেশের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত হল এক বিশেষ ' এক্য মার্চ'। শনিবার সকালে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। জাতীয় পতাকা নেড়ে তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ঐতিহাসিক কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।সতীর্থ নেতা, কর্মী ও বহু আগত জনতার উপস্থিতিতে দিল্লির বুকে এক প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি হয়। সর্দার প্যাটেলের আদর্শ, তাঁর রাষ্ট্রনির্মাণের অবদান এবং দেশের নানা প্রান্তকে সংযুক্ত করে এক সুসংহত জাতীয় পরিচয় গড়ে তুলতে তাঁর নেতৃত্ব-এই সবই এদিনের অনুষ্ঠানে বারবার উঠে আসে।ঐক্য মার্চের সূচনা-ক্ষণের বক্তৃতায় নাড্ডা বলেন, আমরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে ' সর্দার ১৫০' উদযাপন করছি। তাঁর স্মরণে দেশজুড়ে নানা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। একই কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় আজ ' প্রবাহ যাত্রা'-র পতাকা উত্তোলনও রয়েছে।তিনি আরও বলেন, সর্দার প্যাটেলের কথা বলতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে-যুবসমাজকে যদি আমরা ' ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত, বিকশিত ভারত, আত্মনির্ভর ভারত'-এর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হবে। তিনি যে ঐক্য, দৃঢ় সংকল্প এবং একত্রিত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ আমাদের লক্ষ্য সেই স্বপ্নকে পূরণের দিকে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়াও এদিন সর্দারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভারতের স্বাধীনতার পর দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির রূপ দিতে সর্দার প্যাটেলের অবদানকে তিনি ' ও ' বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, আধুনিক ভারতের ভিত্তি আজও সর্দারের ঐক্যের নীতি এবং দৃঢ় সিদ্ধান্তের উপর দাঁ।য়ে আছে।দিল্লির রাস্তায় এদিনের ঐক্য মার্চ ছিল দেশাত্মবোধ ও একতার এক রঙিন মেলবন্ধন। বহু স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, সমাজকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাধারণ মানুষ এতে যোগ দেন। হাতে জাতীয় পতাকা, মুখে দেশাত্মবোধের স্লোগান-সব মিলিয়ে এই মার্চ যেন আবারও স্মরণ করিয়ে দিল সর্দার প্যাটেলের আদর্শ ' শক্তি।' ১৫০' উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে আগামী কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী শুধু স্মৃতিচারণ নয়, তাঁর আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও শক্তভাবে তুলে ধরাই এ বছরের উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য।রাজধানীর আকাশে তখনও ভাসছিল দেশাত্মবোধের সুর। আর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সর্দার প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত এই ঐক্য মার্চের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেন আবারও সংকল্প ঘোষণা করল-ভারত ঐক্যের বন্ধনে শক্তিশালী, অগ্রগতির পথে অদম্য এবং স্বপ্নপূরণের যাত্রায় অপ্রতিরোধ্য।

ভোটব্যাঙ্কের জন্য তাঁরা যে কোনও পর্যায়ে যেতে পারে, হুমায়ুনকে তোপ পুনাওয়ালার

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃতৃণমূল কংগ্রেস নেতা হুমায়ুন কবিরের সাম্প্রতিক বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তাঁর কথায়, ভোটব্যাঙ্কের জন্য তাঁরা যে কোনও পর্যায়ে যেতে পারে। শনিবার শেহজাদ বলেন, এটাই তৃণমূলের সর্বোচ্চ তোষণের রাজনীতি। তৃণমূল কংগ্রেসের এখন অর্থ 'তুষ্টি করণ মুঝে চাহিয়ে'। এই বিতর্কিত হুমায়ুন কবির, যিনি বলছেন তিনি হিন্দুদের কেটে ভাগীরথের জলে ফেলে দেবেন, এখন তিনি আরও একটি বিতর্কিত মন্তব্য করছেন, কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, 'হিন্দুদের গালি দাও আর ভোট ব্যাঙ্ক কি তালি নাও।' তারাই সেইসব লোক যারা 'জয় শ্রী রাম', রাম মন্দিরের বিরোধিতা করে, যারা 'মা সীতা', 'মা দুর্গা', 'মা কালী'-এর অপমান করেছে এবং বলে যে সনাতনকে নির্মূল করা উচিত। এরা সেইসব লোক যারা ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য যে কোনও সীমা পর্যন্ত যেতে পারে, তা সে ওয়াকফ, সিএএ, এসআইআর, অথবা এই ধরণের কাজ করা হোক না কেন।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ঢাকায়, উষ্ণ অভ্যর্থনা ইউনূসের

ঢাকা, ২২ নভেম্বর ঃ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে শনিবার সকালে তিন দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন। সে দেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে তাঁর এই ঢাকা সফর। শনিবার সকালে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানান প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস। বিমানবন্দরে তাঁকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দর থেকে সাভার স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে সফরের প্রথম দিন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হবেন। এছাড়া একই দিনে প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, যোগাযোগ, শিক্ষা, পর্যটন, সাংস্কৃতিক ও ক্রী।া-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয় আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরকালে দুই দেশের মধ্যে তিনটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে।

শপিং কমপ্লেক্সের নবম তলা থেকে ঝাঁপ দিল ডাক্তার তরুণীর

সুরাট , ২২ নভেম্বর ঃসুরাটের সার্থনা এলাকায় বহুতল শপিং কমপ্লেক্সের নবম তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন ২৮ বছরের ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক রাধিকা কোঠিডিয়া। শুক্রবার রাতে সার্থনা জকাতনাকা সংলগ্ন একটি ক্যাফের সামনে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহাংশ উদ্ধার করে পরিস্থিতি সামাল দেয়।শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , গুজরাটের জামনগরের কালাবরড তালুকার বডি ভেগাদি গ্রামের বাসিন্দা রাধিকা পরিবারসহ থাকতেন সরথানার ' বিশ্ব রেসিডেন্সি'-তে। কাছেই ভিকাস শপার্স কমপ্লেক্সের প্রথম তলায় তিনি চালাতেন নিজের ' ফিজিও ক্লিনিক'। রাধিকার পরিবারে রয়েছেন বাবা-মা ও এক ভাই। প্রায় ছ'মাস আগে রাধিকার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ হতে চলেছিল তাঁর বিয়ে।এক পুলিশ আধিকারিক জানান , রাধিকা তাঁর বাগদত্তার সঙ্গে প্রায়ই যেতেন ওই ক্যাফেতে। সেই পরিচিত জায়গা থেকেই তিনি ঝাঁপ দেন বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার ঘটনার দিন সকালে ক্লিনিক গিয়ে দুপুরে ফেরেন বাড়ি। কিছুক্ষণ পর আবার ক্লিনিক।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ এবং ইতিবাচক দিন হবে। আপনি আপনার চারপাশে আনন্দ এবং ভালবাসা অনুভব করবেন।

বৃষঃ আপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। খুব একটা লাভদায়ক দিন নয়-কাজেই আপনার টাকাকড়ির অবস্থা দেখে নিয়ে আপনার খরচ সীমিত করুন। স্নেহময় মমতা আপনাকে উৎসাহিত করবে। বিবাহের যোগ।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনি আপনার চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা অনিরাপদ বোধ করতে পারেন। আপনার চিন্তাভাবনা একটু চঞ্চল এবং অস্থির হতে পারে, যার ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। শুভ দিন হবে।

কর্কট রাশি ঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আজ, এই রাশিচক্রের ব্যবসায়ীদের তাদের পরিবারের সদস্যদের থেকে দূরে থাকা উচিত যারা আপনার আর্থিক সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করে এবং পরে এটি ফেরত দেয় না। কাজের সুযোগ আছে আজ।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। এটি আপনার পুরো জীবনকে সুখ এবং আনন্দে ভরে দেবে।

কন্যা ঃ এমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি সামলাতে আপনার অসুবিধা হতে পারে। এই সময়টি মানসিক চাপ এবং অসন্তুষ্টিতে ভরা থাকতে পারে। বিবাহের যোগ হবে

বৃশ্চিকঃআপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে। শুভদিন

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছু উত্থান-পতন নিয়ে আসবে এই দিনটি। আপনার চারপাশের পরিবেশ কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে, যা আপনাকে উদ্বিগ্ন বোধ করাবে।

মকরঃআপনার উচ্চ উদ্দীপনা সত্ত্বেও আপনি এমন কারোর অভাব অনুভব করবেন যিনি আজ আপনার সাথে থাকতে পারছেন না।

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ বয়ে আনতে পারে। আপনার মনে হতে পারে আপনার চারপাশের শক্তি হতাশাজনক এবং এটি আপনার মনোবলকে হ্রাস করতে পারে।

মীনঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। আজ আপনি ধর্মীয় কর্মে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন, এবং সম্ভবত

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া আপাতত শুষ্কই রয়েছে। নূন্যতম তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফেরও হচ্ছে না। খুব বেশি তাপমাত্রা না নামলেও, রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে। শনিবার সকালেও শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে। রাতের তাপমাত্রা অধিকাংশ জেলায় স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে। তবে রাজ্যের পশ্চিমের কয়েকটি জেলায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ১-২ ডিগ্রি কম রয়েছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযাযী, আগামী কয়েকদিন রাতের তাপমাত্রায় বড় কোনও তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আকাশ মূলত পরিস্কারই থাকবে। শহরে ন্যূনতম তাপমাত্রা ১৯ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে, যা স্বাভাবিক। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য (০.৫ ডিগ্রি) বেশি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৪মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৩মিনিটে হতে পারে।

সকাল দু'ঘণ্টা রাস্তায় গাড়ি রাখা নিষেধ ঘোষণা মেয়রের

কলকাতাকে আরও পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম শুক্রবার ঘোষণা করেন, সকাল সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত শহরের কোনও পার্কিং জোনে অথবা রাস্তার ধারে ব্যক্তিগত গাড়ি, বাস বা গুমটির যানবাহন রাখা যাবে না। এই নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করতে পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তাকে বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় পরিত্যক্ত হয়ে থাকা যানবাহন সরানোর বিষয়ে পুলিশ কমিশনারকে

চিঠি দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মেয়র। ' টু মেয়র'-এ হালতু কায়স্থপাড়ার এক বাসিঃদার অভিযোগ থেকেই এই সিদ্ধান্তের সূত্রপাত। তিনি জানান, তাঁর বাড়ির সামনে অনুমতিহীনভাবে তৈরি হয়েছে পার্কিং জোন। সেখানকার সারি সারি গাড়ির আড়ালে প্রতিদিন জঞ্জাল ফেলে রেখে যাচ্ছে কেউ। ফলে দুই গাড়ির ফাঁকে থাকা বর্জ্য সাফাই কর্মীরা তুলতে পারছেন না, তৈরি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। অভিযোগ শোনার পরই মেয়র কড়া ভাষায় জানান, শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে সাফাই কর্মীরা দিনভর পরিশ্রম করেন। কিন্তু রাস্তার ধারে সার দিয়ে রাখা গাড়ি থাকলে তাঁদের কাজ ব্যাহত হয়। তাই সকাল দু'ঘণ্টা কোনও যানবাহন সড়কের ধারে রাখা যাবে না। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে যেসব রাস্তায় বাস বা মিনিবাস দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, সেগুলিও সকাল সাতটার আগেই ফাঁকা করতে হবে। ধর্মতলার বেসরকারি বাস গুমটির থেকেও এই দুই ঘন্টার জন্য যান সরাতে হবে। জঞ্জাল সাফাই বিভাগের এক কর্তা জানান, দিনের পর দিন বর্জ্য জমে থাকলে নর্দমার গালিপিট আটকে যায়। বর্ষায় জল বেরোতে না পারায় জলজট তৈরি হয়। তাই মেয়রের এই নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মেয়র আরও জানান, অনেকের ব্যক্তিগত গাড়ি থাকলেও পার্কিংয়ের জায়গা নেই। তবুও শহরের পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে সকালের ওই দু'ঘণ্টা গাড়ি সরিয়ে রাখতে হবে। রাস্তায় বহু মালিকহীন বা আইনি জটিলতায় আটকে থাকা গাড়ি পড়ে থাকে। এগুলি ধাপার নির্দিষ্ট জায়গায় সরিয়ে রাখলে শহরের রাস্তাও ফাঁকা থাকবে, যান চলাচলও স্বাভাবিক হবে। শহরবাসীকে সচেতন করতে মেয়র এদিন একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেন। যেখানে ডাস্টবিনে ময়লা ফেলার আবেদন জানানো হয়েছে। ভিডিওটি কলকাতার বিভিন্ন চত্বরে প্রদর্শিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কলকাতার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এই নতুন উদ্যোগকে বহু নাগরিক ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, এতে শহর আরও বাসযোগ্য ও সুসংগঠিত হয়ে উঠবে।

মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো স্টেশনে ফের ঝাঁপ

অনিকেত নস্কর,কলকাতাঃকলকাতা মেট্রোয় ফের আত্মহত্যার চেষ্টা। শনিবার বিকেলেই ব্যাহত হল ব্লু লাইনের স্বাভাবিক পরিষেবা। মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো স্টেশনে এক যাত্রীর ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনার পর দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং ময়দান থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত আংশিকভাবে মেট্রো চলাচল বজায় থাকলেও দু'স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটি ঘটে দুপুর ৩টে ৩১ মিনিট নাগাদ, যখন ডাউন লাইনে একটি চলন্ত রেকের সামনে ঝাঁপ দেন ওই যাত্রী। তাঁর মৃত্যু হয়েছে কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে উদ্ধার কাজের স্বার্থে সঙ্গে সঙ্গেই ' ব্লক' নেওয়া হয়, যার ফলে রেল চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। মেট্রোয় আত্মহত্যা বা তার চেষ্টার ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ তৈরি করেছে। সচেতনতা প্রচার, ভি। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নতুন লাইনে গেট বসানো-সব সত্ত্বেও এই দু ঃখজনক প্রবণতা রোখা যাচ্ছে না।

'আতঙ্কে মৃত্যু মিছিল'ঃনির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তৃণমূলের তীব্র অভিযোগে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি

কলকাতাঃরাজ্যের রাজনীতিতে ফের তীব্র উত্তেজনা। এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে ইতিমধ্যেই জনমানসে আতঙ্ক ছা।য়েছে। অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত চাপের ফলে প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা কর্মীরাও। শনিবার সেই অভিযোগ আরও জোরালোভাবে সামনে নিয়ে এল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেই সরাসরি আঙুল তুলল তৃণমূল নেতৃত্ব। অভিযোগ, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে খুশি করতেই যেন কাজ করছে কমিশন। একইসঙ্গে দাবি- এসআইআর প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। শনিবার দুপুরে তৃণমূলের হালফিলে নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তরে গিয়ে জমা দেয় একটি বিস্তৃত স্মারকলিপি। দলে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ পার্থ ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতারা। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা কমিশনের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, দুই বছরের কাজ মাত্র দুই মাসে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা কি সাধারণ প্রশাসনিক ভুল, নাকি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ? ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া থেকে ভুল ছবি এপি-তে আপলোড- সবটাই যেন নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁ।য়েছে। এর মধ্যেই এদিন সকালে আবারও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর খবর সামনে আসে কৃষ্ণনগর থেকে। আত্মহত্যা করেছেন ৫৪ বছরের বিএলও রিঙ্কু তরফদার। পেশায় তিনি ছিলেন চাঁপা বাঙালঝি স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের পার্শ্বশিক্ষক। পাশাপাশি চাপা।া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ২০১ নম্বর বুথের বিএলও ছিলেন তিনি। বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া তাঁর সুইসাইড নোটে স্পষ্ট উল্লেখ- ' মানসিক চাপ সামলাতে পারছি না, এর দায় কমিশনের।' এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আরও একবার তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয় রাজ্যে। অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত তিন জন বিএলও এবং মোট ৩৪ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এসআইআর-জনিত মানসিক চাপের কারণে। তৃণমূলের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে মানুষের উপর ' মানসিক চাপ' তৈরি করছে কমিশন। অরূপ বিশ্বাস বলেন, প্রতিটি বুথে ১৫০ থেকে ২০০ জন করে ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের ওয়েবসাইট ভুলেভরা। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়ো ছবি দেওয়া হচ্ছে। বিএলওদের ঠিকমতো প্রশিক্ষণই দেওয়া হয়নি। অথচ তাঁদের দিয়ে রাতদিন খাটানো হচ্ছে। এতে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। আর সেই ভুলের দায় নিচ্ছেন কারা? সাধারণ মানুষ আর বিএলওরা। প্রাণ চলে যাচ্ছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মন্তব্যে উদ্বেগ আরও স্পষ্ট- এই চাপ নিয়ে কারও পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। বিএলওদের উপর অন্যায়ভাবে দায় চাপানো হচ্ছে। তাঁদের মানসিক অবস্থা একেবারে ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এর আগেই এই বিষয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি চিঠি লিখে তিনি জানান, এই প্রক্রিয়া যে সময়সীমার মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা ' এবং ' তাঁর দাবি, এভাবে কাজ চালালে ব্যাপক ভুলভ্রান্তি হবে, যার ফল ভুগতে হবে সাধারণ মানুষকেই। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এসআইআর বন্ধ না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এসআইআর বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন শাসক দলের নেতা-কর্মীরা। কলকাতার রাজপথেও হয়েছে ব। মিছিল, যেখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়েছেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের অভিযোগ- কেন্দ্রীয় চাপেই নির্বাচন কমিশন অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখাচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা আরও চ।তে চলেছে। মানুষের মৃত্যু, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অভিযোগের মাঝেই আগামী দিনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক আরও গভীর হবে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। রাজ্যজুড়ে শাসক দলের অভিযোগে ইতিমধ্যেই আলোচনায় এসেছে কমিশনের কার্যকলাপ। তবে কমিশনের তরফে এখনও কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া না আসায়

ব্রিগেডে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন-প্রচারে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভিডিও ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্য

কলকাতাঃবিধানসভা ভোটের মুখে ফের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এল কলকাতার ব্রিগেড ময়দান। আগামী ৭ ডিসেম্বর সেখানে পাঁচ লক্ষ মানুষের সমবেত গীতাপাঠ কর্মসূচির আয়োজন করেছে সংঘ-ঘনিষ্ঠ সংগঠন ' সংস্কৃতি সংসদ'। তবে কর্মসূচির প্রচারে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভিডিও ব্যবহারকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তীব্র আলো।ন তৈরি হয়েছে রাজনীতির মহলে। প্রচারের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, প্রণব মুখোপাধ্যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংক্রান্ত মহাভারতের পংক্তি আবৃত্তি করছেন। স্পষ্ট শোনা যায় তাঁর গলায় উচ্চারিত-কুরুক্ষেত্র চিরস্তব্ধ ভীষণ সমর মন্দ্র অন্তিমে নতি লহ ভীষ্মের অস্তোন্মুখ চন্দ্র। এই দৃশ্য সামনে আসতেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন-রাষ্ট্রপতি-পদ অলংকৃত এক নেতার ভিডিও কি নির্বাচনের মুখে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে? নাকি সত্যিই শুধুই ' সংস্কৃতি'র প্রচার? আরএসএসের ক্ষেত্রীয় প্রচার প্রমুখ জিষ্ণু বসু অবশ্য এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, প্রণববাবু তো

দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক পরিচয় কোনওদিনই প্রধান বিষয় নয়। তিনি নিজে নাগপুরে সংঘের কর্মসূচিতেও উপস্থিত ছিলেন। তা হলে তাঁর ভিডিও ব্যবহারে আপত্তির কারণ কী? তাছাড়া এটি আরএসএসের কর্মসূচিও নয়-উদ্যোক্তারা সম্ভবত প্রাসঙ্গিকতার জায়গা থেকেই প্রণববাবুর সেই বক্তব্যকে রেখেছেন। একই সুরে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়ের মন্তব্য-প্রণব মুখোপাধ্যায় এই বাংলার তথা ভারতের অন্যতম সম্মাননীয় নাগরিক। তাঁর মতো বিদ্বজ্জনীয় মানুষ যখন গীতা বা মহাভারতের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন, তা স্বাভাবিকভাবেই সবার কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠে। গত দুই বছর ধরেই ডিসেম্বর মাসে ব্রিগেড ময়দানে এই গীতাপাঠের আয়োজন করে ' সংস্কৃতি সংসদ'। প্রতি বছর ব। জমায়েত হলেও এবারের কর্মসূচিটি যে রাজনৈতিক আবহে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, একদিকে গেরুয়া শিবিরের সাংস্কৃতিক প্রচারের সঙ্গে সংঘের জ।তি থাকা নিয়ে বহুদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে, অন্যদিকে নির্বাচনের মুখে পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন পর্যবেক্ষণ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই প্রচারে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি আলাদা করে দৃষ্টি কাড়ছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, প্রণববাবুর কংগ্রেস-পরিচয় ও তাঁর দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তাঁকে সর্বদল গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল ঠিকই, তবে নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর ভিডিও ব্যবহার জনমনে বিভ্রান্তি বা ইচ্ছাকৃত রাজনৈতিক বার্তা তৈরির চেষ্টা হতে পারে। অপরদিকে সংঘ-ঘনিষ্ঠ মহল জোর দিচ্ছে ঠিক তার বিপরীতে-প্রণব মুখোপাধ্যায়কে তাঁরা কেবলই জ্ঞানতরঙ্গের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছেন, যার সঙ্গে দলীয় রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। ব্রিগেডের পাঁচ লক্ষ কণ্ঠের গীতাপাঠের আগে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভিডিওই যেন হয়ে উঠেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আগামী ৭ ডিসেম্বরের জমায়েত কতটা সফল হয় এবং এই বিতর্ক তার উপর কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই।

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প-মামদানি সৌজন্য বৈঠকঃ নিউইয়র্ককে 'সশক্ত' করার আশ্বাস প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে শুক্রবার (ভারতীয় সময় অনুযায়ী শনিবার ভোরে) মুখোমুখি বসলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধের ঝড় বইছিল দুই নেতাকে ঘিরে। ভোটের আগের দিন ট্রাম্প প্রকাশ্যে মামদানির জয়কে ট্যাগ করেছিলেন ' বিপর্যয়' বলে। মামদানিও পিছিয়ে যাননি, পাল্টা আক্রমণে ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিকে ' বলে অভিহিত করে তাঁকে নিজের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যেই হোয়াইট হাউসে নির্ধারিত ছিল তাঁদের প্রথম সৌজন্য সাক্ষাৎ। স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছিল জল্পনার ঘনঘটা-বৈঠকের পরিবেশ কতটা উত্তপ্ত হবে, নাকি আরও একটি বাকযুদ্ধের সাক্ষী হতে চলেছে ওয়াশিংটন? কিন্তু সব আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে আলোচনার পরিবেশ প্রায় সম্পূর্ণই ছিল শান্ত, সৌজন্যপূর্ণ এবং প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি ইতিবাচক। বৈঠক শেষে প্রেসিডেঃট ট্রাম্প জানালেন, নিউইয়র্ককে নিরাপদ ও শক্তিশালী করে তোলাই তাঁর অগ্রাধিকার, এবং সেই কাজের প্রয়াসে তিনি সদ্য নির্বাচিত মেয়রের পাশে থেকেই কাজ করতে ইচ্ছুক। নিউইয়র্কের অপরাধচক্র, বাসস্থান সংকট, শহরের অর্থনৈতিক সঙ্কোচন-এই গুরুতর সমস্যাগুলির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং শহর প্রশাসন যে সহযোগিতার পথে হাঁটতে চায়, ট্রাম্পের মন্তব্যে তার

ইঙ্গিত পরিষ্কার হয়েছে। অন্যদিকে, মেয়র জোহরান মামদানি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের জানান, আলোচনা একেবারেই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে যায়নি। বরং নিউইয়র্কবাসীর প্রতিদিনের বাস্তব সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে কথা হয়েছে মূলত। পরে তিনি ' একটি পোস্ট করে মন্তব্য করেন, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী শহরে আজও প্রতি ৫ জনে ১ জন ২.৯০ ডলারের ভাড়া দিতে সক্ষম নয়। এই বৈষম্য অগ্রহণযোগ্য। আমি প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছি, সেই মানুষগুলিকে ফের আলোচনার কেঃদ্রে আনার সময় এসেছে। তাঁর এই মন্তব্য শহরের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য এবং বসতভিটার সংকটের বিষয়টি আবারও সামনে এনে দিল। ট্রাম্প-মামদানি আলোচনার আরেকটি দিক ছিল অভিবাসন নীতি। নির্বাচনী প্রচারে মামদানি যেখানে ট্রাম্পের নীতিকে তুলোধোনা করেছিলেন, সেখানে শুক্রবারের বৈঠকে ছিলেন অনেক বেশি মিতভাষী। জানা গিয়েছে, নিউইয়র্কে বসবাসকারী অভিবাসীদের সুবিধাবঞ্চনা এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলির অবস্থা নিয়ে তথ্য তুলে ধরেন তিনি। শহরের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে অভিবাসী সম্প্রদায়ের গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তাদের অধিকার রক্ষায় সহযোগিতা চান প্রেসিডেন্টের কাছে। যদিও ট্রাম্প এ বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেননি, তবে তিনি শহরের নিরাপত্তা এবং স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজকর্মের স্বার্থে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বৈঠককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহল এবং মিডিয়ার প্রত্যাশা ছিল বেশ তুঙ্গে। দু'জনই যে অত্যন্ত ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, সেটি তাঁদের নির্বাচনী প্রচারের বক্তব্যেই বহুবার স্পষ্ট হয়েছে। তাই অনেকেই মনে করেছিলেন, প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই আলোচনার সুর আরও চড়তে পারে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক বিপরীত। আলোচনার পরিবেশ যেমন ছিল স্বস্তিদায়ক, তেমনি স্পষ্টতই বোঝা গেছে যে ক্ষমতার উচ্চপর্যায়ে গিয়ে দু'জনেই দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে রাজনৈতিক মন্তব্যকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখেছেন। হোয়াইট হাউসের দফতর সূত্রে জানা যায়, বৈঠকটি খুব দীর্ঘ হলেও কোনও জটিল চাপানউতোর হয়নি। বরং নিউইয়র্কের গণপরিবহন, কর্মসংস্থান, অপরাধ দমন এবং শহরের জরুরি সেবার প্রশাসনিক ত্রুটি-এই সব বাস্তব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ট্রাম্প ও মামদানি।

নিউটাউনে ভোরের দৌরাত্ম্য! বেপরোয়া গা।রি তাণ্ডবে আহত ৭, আতঙ্কে ইকোপার্ক চত্বর

কলকাতাঃশনিবারের শান্ত সকাল ভেঙে গিয়েছিল মুহূর্তে। বিধাননগরের নিউটাউনে ইকোপার্কের চার নম্বর গেটের সামনে ঘটে গেল ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। সকালবেলার নির্মল পরিবেশকে ছাপিয়ে এক বেপরোয়া গতির গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে গেলেন বাইকআরোহী সহ একাধিক পথচারী। আচমকা এই দুর্ঘটনায় আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়ে চারদিক। বাসস্টপে অপেক্ষারত সাধারণ মানুষও নিরাপদ ছিলেন না সেই মুহূর্তে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিশ্ব বাংলা গেটের দিক থেকে আকাঙ্ক্ষা মোড়ের দিকে দ্রুতগতিতে আসছিল একটি সাদা রঙের গাড়ি। অভিযোগ, শুরু থেকেই গতি ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গাড়িটি বাঁক নিতে গিয়েই চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। প্রথম ধাক্কা লাগে রাস্তার মাঝখানের ডিভাইডারে। কিন্তু সেই ধাক্কাও গাড়িটিকে থামাতে পারেনি। ডিভাইডার টপকে পাশের অ্যাপ্রোচ রোডে উঠে আসে ছুটন্ত গাড়িটি। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে পরিস্থিতি এমন রূপ নেয় যে, কেউ বুঝে ওঠার সময়ও পাননি। অ্যাপ্রোচ রোডের কাছেই একটি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিলেন কয়েকজন পথচারী। গাড়িটি প্রথমে ভয়ঙ্কর গতিতে একটি বাইকে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে বাইকআরোহী রাস্তার মাঝখানে ছিটকে পড়েন। তাঁর চিৎকারে চারদিকে হাহাকার শুরু হয়। এর পরেই গা।টি পথচারীদের দিকে ধেয়ে এসে এক মহিলা-সহ আরও ছ'জনকে সজোরে আঘাত করে। ঘটনাস্থল তখন একেবারে বিশৃঙ্খল, কেউ আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন, কেউ ছুটে আসছেন তাঁদের দিকে সাহায্য করতে। স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং পথচারীরা দ্রুত ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে কেউ কেউ আবার পুলিশ ও অ্যাম্বুল্যান্সে খবর পাঠান। একে একে আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ধাক্কার পর গাড়িটি সামনের দিকে গিয়ে থেমে যায়। চালকও জখম হন এবং গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাতের পাশে বসে পড়েন। ওই মুহূর্তে তাঁর শরীরেও আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট ছিল বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র নিউটাউন থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। আহত চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একই সঙ্গে ঘাতক গাড়িটিকেও পুলিশি জিম্মায় নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গাড়িতে চালক ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। গাড়িটি কী অত্যধিক গতিতে চালানোর কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, নাকি যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে ব্রেক ফেল হয়ে গিয়েছিল - সেই বিষয়টি এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গাড়িটির ব্রেক সিস্টেম, স্টিয়ারিং এবং গতি-সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ফরেনসিক দলকে ডাকা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালের এই ভয়াবহ ঘটনায় ইকোপার্ক সংলগ্ন এলাকা উত্তেজনায় ফুটে ওঠে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন এই রাস্তাটি দিয়ে। অনেকেই বলছেন, ছুটন্ত গা।টির গতিবেগ এতটাই বেশি ছিল যে, ডিভাইডার পার হয়ে আবার পথচারীদের দিকে ছুটে আসা ছিল যে কোনো সময় ব। বিপর্যয়ের বার্তা। স্থানীয়দের দাবি, ওই এলাকায় নিয়মিতভাবে গাড়ি দ্রুত গতিতে ছুটে বেড়ায়। পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো উচিত বলেও তাঁদের অভিমত। দুর্ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বাইক, গা।ি এবং ভাঙা ডিভাইডারের অংশ সরিয়ে রাস্তাটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর চেষ্টা করে। তবে আতঙ্কের রেশ কাটতে সময় লাগবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি আবারও মনে করিয়ে দিল- বেপরোয়া গতি এবং অসচেতন চালনার মাশুল যে কত ভয়াবহ হতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে থাকল নিউটাউনের এই সকালবেলার দুর্ঘটনা। আহতদের চিকিৎসা চলছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। আর পুরো ঘটনায় পুলিশের নজর এখন চালকের উপর ও গাড়ির প্রযুক্তিগত ত্রুটির সম্ভাবনায়, যার রহস্য উন্মোচিত হলেই

তিন মাসের লড়াইয়ের জয়- উৎসবের আবহে বামনগাছিতে থামল এসি বনগাঁ লোকাল

বামনগাছিঃতিন মাসের টানটান প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বামনগাছি স্টেশনে থামল এসি বনগাঁ লোকাল। শনিবার সকাল থেকেই স্টেশন চত্বরে যেন ছিল উৎসবের সাজ। বহু দিনের দাবি শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হওয়ায় স্থানীয় যাত্রীদের উচ্ছ্বাসও ছিল তুঙ্গে। প্রথমবার ট্রেনটি স্টেশনে ঢোকার মুহূর্তটি ক্যামেরাবঃদি করতে ভিড় জমিয়ে দেন যাত্রীরা। কেউ সেলফি তুলতে ব্যস্ত, কেউ আবার লাইভ ভিডিও করে মুহূর্তটিকে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছিলেন। শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় দীর্ঘদিন ধরেই এসি লোকাল পরিষেবা চালু হলেও সব স্টেশনে এই ট্রেন থামছিল না। সেই তালিকায় ছিল বামনগাছি স্টেশনও। প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ বামনগাছি থেকে বনগাঁ, দমদম ও শিয়ালদহের উদ্দেশে যাতায়াত করেন। ফলে এসি লোকাল থামানো নিয়ে যাত্রীদের দাবি ক্রমশ জোরাল হচ্ছিল। তিন মাস ধরে রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছিল এলাকার যাত্রীদের মনে। এই ক্ষোভই শেষপর্যন্ত এক বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ নেয়। যাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শুরু হয় গণসাক্ষর অভিযান। প্যাসেঞ্জার কমিটি নিয়মিত রেল কর্তৃপক্ষের দফতরে দরবার করে দাবি জানাতে থাকেন। অবশেষে সেই আঃদোলনই ফল দিল। রেল সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ সার্কুলার জারি করে ঘোষণা করা হয়-শনিবার থেকেই বামনগাছিতে থামবে রানাঘাট ভায়া শিয়ালদহগামী এসি লোকাল। খবরটি ছড়াতেই আনন্দে মেতে ওঠে বামনগাছি অঞ্চল। যাত্রীদের মুখে তখন একটাই কথা-অবশেষে ন্যায্য অধিকার ফিরে পেলাম। শনিবার সকাল। সময় মতো বামনগাছির প্ল্যাটফর্মে হাজির হন বহু যাত্রী ও প্যাসেঞ্জার কমিটির সদস্যরা। উৎসবের আবহে সাজানো হয় গোটা স্টেশন চত্বর। বেলুন, ফুল আর রঙিন ফেস্টুনে প্ল্যাটফর্ম যেন অন্য রূপে সেজে ওঠে। যাত্রীদের কেউ হাতে গাঁদা ফুলের মালা, কেউ আবার নারকেল আর ধূপ-ধুনো নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য। অবশেষে যখন এসি বনগাঁ লোকালের হেডলাইট সামনে দেখা যায়, তখনই ভিড়ের মধ্যে আনন্দধ্বনি ওঠে। ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই মুহূর্তের মধ্যেই করতালিতে মুখরিত হয় গোটা স্টেশন। যাত্রীরা মালা পরিয়ে স্বাগত জানান ট্রেনটিকে। নারকেল ফাটিয়ে, পূজো দিয়ে যেন ট্রেনকে আশীর্বাদ জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। চালককেও ফুল ও মিষ্টি দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। এমন দৃশ্য দেখে অনেক প্রবীণ যাত্রী জানান, তাঁদের জীবনে এই প্রথম এমনভাবে কোনও ট্রেনকে স্বাগত জানাতে দেখলেন। সেলফি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন অনেকে। কেউ বলেন, এতদিন ধরে আমরা যে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলাম, তা ফিরে পাওয়ার আনন্দই আলাদা। কেউ আবার জানান, এসি লোকাল থামায় প্রতিদিনের যাতায়াত আরও আরামদায়ক হবে। বয়স্ক মানুষ, অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী-সবারই সুবিধা হবে। যাত্রী কমিটির সদস্যদের দাবি, শুরু থেকেই তাঁরা নিয়মিতভাবে রেলের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন। রেলের বারবার নিশ্চুপ অবস্থান তাদের আরও ক্ষুব্ধ করেছিল।

সুন্দরবনে ফের বাঘের হানা

সুন্দরবনঃসুন্দরবনের গভীর অরণ্যে আবারও আচমকা বাঘের হামলায় নিখোঁজ এক মৎস্যজীবী। কুলতলির মৈপীঠ উপকূল থানার নগেনাবাদ গ্রামের বাসিন্দা তাপস হালদারকে (৪৫) শুক্রবার দুপুরে নৌকা থেকে টেনে নিয়ে যায় একটি পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বনদপ্তরের উদ্ধারকারী দল ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে, কিন্তু এখনও তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি। ঘটনার খবর ছা।য়ে পা।তেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামটিতে। মঙ্গলবার সকালে তাপস হালদার তাঁর দুটি সঙ্গী-গোপাল পাইক ও নেপাল পাইককে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় কাঁকড়া ধরতে বেরিয়েছিলেন। সুন্দরবনের বনি ক্যাম্পের লাগোয়া সিঁদুরকাটি জঙ্গল এলাকা তাঁদের নিয়মিত কর্মক্ষেত্র। এ দিনও প্রতিদিনের মতো নৌকা নোঙর করে দুই সঙ্গী নেমে যান জলে কাঁকড়া ধরতে। তাপস নৌকায় বসে জাল ও সরঞ্জাম দেখছিলেন। পিছন দিকেই ছিল ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্য। কিন্তু প্রকৃতির ঘন অন্ধকারের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিপদ সম্পর্কে তিনি কিংবা তাঁর সঙ্গীরা কেউই বুঝতে পারেননি। ঠিক সেই সময়ই জঙ্গল থেকে হঠাই বেরিয়ে আসে এক বাঘ। মুহূর্তে তাপসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শক্ত থাবায় চেপে ধরে টেনে নিয়ে যায় অরণ্যের গভীরে। এত দ্রুত সব কিছু ঘটে যে গোপাল ও নেপাল প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। তারপর তাঁরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার শুরু করেন। তাঁদের

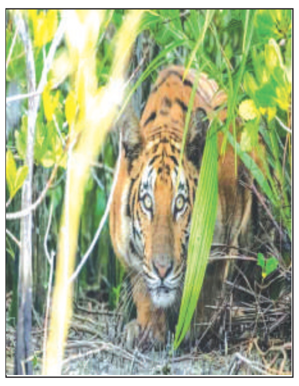

আওয়াজে আশপাশে থাকা অন্যান্য মৎস্যজীবীরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। কয়েকজন জঙ্গলের ভেতর ঢুকে তাপসের খোঁজও চালান, কিন্তু কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। বাঘের কাম। অপহৃত মানুষকে খুঁজে পাওয়া কঠিন-এই বাস্তবতা তাঁদের উদ্বেগ আরও বা।য়ে দেয়। অবশেষে হতাশ হয়ে সন্ধ্যার পর তাপসের দুই সঙ্গী গ্রামে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। রাত্রে বাড়ি ফিরে তাঁরা ঘটনা জানান পরিবার ও গ্রামবাসীদের। মুহূর্তে শোকের ছায়ায় ঢেকে যায় হালদার পরিবার। তাপসের আত্মীয়রা কান্নায় ভেঙে পড়েন। গ্রামের বহু মানুষ ভি। করেন তাঁদের বাড়িতে। পরে খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে। বনকর্মীরা রাতেই ঘটনাস্থলে যান এবং আজ সকাল থেকে তল্লাশি শুরু করেছেন। প্রসঙ্গত, এর মাত্র কয়েক দিন আগে একইভাবে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে সুন্দরবনের চামটা জঙ্গলে বাঘের হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন শম্ভু সরদার নামে এক যুবক। সু ন্দরবনে বাঘের হানার পরিমাণ সাম্প্রতিক সময়ে যে বেড়ে চলেছে, তাতে আতঙ্ক বাড়ছে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের

নিম্নচাপের দাপটে শীতের পথে বাধা কলকাতায়

কলকাতাঃকলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য নেমে এলেও জাঁকিয়ে শীত নামার পথে নতুন বাধা দেখা দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল সক্রিয় হয়েছে, যা আগত শীতের গতি মন্থর করে দিতে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের ইঙ্গিত, আগামী কয়েক দিনে শহরের তাপমাত্রা খানিকটা বাড়তে পারে। শনিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৮ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতা একদিকে দুপুরে ৪২ শতাংশে নামলেও সকালের দিকে তা ৯০ শতাংশ ছুঁয়েছে। ফলে সকাল বেলায় কুয়াশার দাপট দেখা গেলেও দুপুরের দিকে আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে রোদের দেখা মিলেছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় আপাতত বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পার্বত্য জেলাগুলিতে শীতের দাপট বরাবরের মতোই রয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গে শীত ঢুকতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত ও পূবালী হাওয়া।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৫৯, সংখ্যা, রবিবার ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

উদয়শঙ্কর- অমলাশঙ্কর

উদয়শঙ্কর- অমলাশঙ্করের সুযোগ্য পুত্র আনন্দশঙ্কর যদি হন সুরের জাদুকর তবে সহধর্মিণী তনুশ্রীশঙ্কর নিঃসন্দেহে বহুমুখী প্রতিভার এক নারী। একজন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী, একজন সুঅভিনেত্রী। ভালবেসে পরস্পরকে বিয়ে করেছিলেন, আক্ষরিক অর্থেই তারা ছিলেন মেড ফর ইচ আদার। পৃথিবী বিখ্যাত এই বাঙালি পরিবারে গুণী মানুষের সংখ্যা কম নয়। আনন্দ শঙ্করের পিতা উদয়শঙ্কর বিশ্ববিশ্রুত নৃত্যশিল্পী,কাকা পণ্ডিত রবিশঙ্করও একজন বিশ্ববরেণ্য সেতারশিল্পী। মা জননী অমলাশঙ্করের নৃত্যের ভক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু,রবীন্দ্রনাথ । ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বড় হওয়া আনন্দশঙ্কর নিজেকে প্রথিতযশা সুরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীর্ঘদিন বিদেশে থেকেছেন। পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সুরে আকৃষ্ট হয়েছেন। দেশে ফিরে দুই সুরের সমন্বয়ে এক নতুন সুরের সৃষ্টি করলেন যাকে বলা যায় থার্ড মিউজিক। সহধর্মিণী তনুশ্রীর অবশ্যই প্রথম প্রেম নাচ। যখন আনন্দশঙ্কর বেঁচে ছিলেন স্বামী মিউজিক কম্পোজ করেছেন,তনুশ্রী নৃত্য পরিকল্পনা করতেন। স্বামী- স্ত্রী গড়ে তুলেছিলেন নাচের দল। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে পৃথিবীর নানা শহরে তাদের ট্রুপ নিয়ে যেতেন। সেই সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকরা চিত্তে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতেন। তনুশ্রী - আনন্দ পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছেন। উদয়শঙ্করের ইন্ডিয়া কালচার সেন্টারে অমলাশঙ্করের কাছে নাচ শিখতেন তনুশ্রী। আনন্দ তখন আমেরিকায় নিজের মিউজিকের ক্যাসেট করছেন। এরপর ১৯৭০সালে দেশে ফিরে গুণ্ডুপের সেরা নৃত্যশিল্পী তনুশ্রীর সাথে পরিচয়। প্রচুর গুণ,বিন্দুমাত্র অহংকার নেই,সহজ সরল একটি মেয়ে। সেই ভাললাগা থেকে কবে দুজন দুজনকে মন দিয়েছেন বুঝতে পারেন নি। কিন্তু বিপত্তি একটা ছিল ।আনন্দশঙ্কর, তনুশ্রীর থেকে সাড়ে তেরো বছরের বড়। তনুশ্রীর পিতা একজন আর্মি অফিসার। মধ্যবিত্ত পরিবার। পাত্রের বয়স বেশি, পরিবার থেকে আপত্তি ওঠে। অবশ্য আনন্দ -তনুশ্রী নিজেদের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন তারা বিয়ে করবেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি দুজনের বিয়ে হল। বিয়ের পরে শিল্পী দম্পতির কাজের গতি যেন আরও বেড়ে গেল। দিল্লি ও কলকাতায় নাচের স্কুল খুললেন। বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করে তনুশ্রীশঙ্কর 'বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। অভিনয় করেছেন ' স্বাতী ' , 'দুই পৃথিবী' এর মত সিনেমায়। পরে দ্য নেমসেক, দ্য ওয়েটিং সিটি'মত বিখ্যাত ছবিতে কাজ করেছেন। ওদিকে আনন্দ ১৯৮৫ সালে মালয়ালম ছবি ' পুররাভাস' ছবিতে সুর দিয়ে কেরল সরকারের থেকে সেরা মিউজিক ডিরেক্টরের পুরস্কার পান। এছাড়াও আরও অনেক পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। আনন্দ বলতেন তনুশ্রী তো অসম্ভব ভাল নাচে ও যা কোরিওগ্রাফি করে আমার বউ বলে বলছিনা ভারতে এই মানের কেউ নেই। তনুশ্রী ও সর্বদা স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলেছেন আনন্দশঙ্কর তাঁর সবচেয়ে বড় বন্ধু। বিয়ের পর থেকে আনন্দ তাঁর জীবনে সব। তনুশ্রীশঙ্করের মত মানুষ আনন্দ আপেক্ষিক ভাবে উদাসীন মনে হলেও বিরাট বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। পরের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতেন। তাঁর মিউজিক মানুষের মনে ঝংকার তোলে। সুরে জাদু আছে, মানুষ মোহিত হয়। সত্যি তো আনন্দ মানে ড্রামের সঙ্গে মৃদঙ্গ,তবলা সহযোগে নতুন এক সুরের স্রষ্টা। শিল্পী দম্পতির মধ্যে মানসিক বন্ধন এত দৃঢ় সাধারণত তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হত না। যতদিন আনন্দশঙ্কর বেঁচে ছিলেন চিরসবুজ এই দম্পতির মধ্যে টেনশন বলে কোনও বস্তু ছিল না।২৬ মার্চ; ১৯৯৯,বিশ্বের মুগ্ধ শ্রোতাদের বিষণ্ণ করে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন আনন্দশঙ্কর। কন্যা অসাধারণ নৃত্য পরিবেশন করেন।

শিশু সাহিত্যিক হরেন ঘটক

বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক ও ছড়াকার হরেন ঘটক। হরেন ঘটক ছিলেন বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক ও ছড়াকার। বাংলায় সার্থক কমিক স্ট্রিপের খ্যাতনামা রচয়িতা তিনি। হরেন ঘটকের জন্ম ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর বৃটিশ শাসনামলের দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরায়। বিলোনিয়ার এক দরিদ্র পরিবারে। পিতা যোড়শীকান্ত ঘটক এবং মাতা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী। পাঁচ ভাই ও এক বোনের অভাবের সংসারে পিতামাতাকে সাহায্য করতে নিজে প্রথাগত শিক্ষায় ইতি টেনে দিনে ফেরি করে বেড়িয়েছেন। চরম অভাবের সংসারে সারাদিন ঘুরেফিরে এসে সন্ধ্যায় নিজে বসতেন পড়াশোনায়। এভাবেই স্বশিক্ষিত হন তিনি। কবিতা ও গল্প ইত্যাদি বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন। আঠারো বৎসর বয়সে তার লেখা বড়োদের ছোটগল্প 'পঁচিশ বছর আগে' ঢাকার শিখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একসময় কাজের সন্ধানে চলে আসেন কলকাতায়। অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'ছোটদের পাততাড়ি' বিভাগে স্বপনবুড়ো তথা অখিল নিয়োগীর সহযোগী হিসাবে যোগ দেন। তিনি ধারাবাহিক ভাবে ছোটদের জন্য যুগান্তরে লিখতেন ছড়া ছবির কমিকস শেয়াল পণ্ডিত। তার ছড়ার সঙ্গে ছবি আঁকতেন কাফি খাঁ ছদ্মনামে পরিচিত প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী ।তার ছড়ার সঙ্গে ছবির যুগলমিলন ছিল উপভোগের বিষয়। তার প্রথম লেখা বই হল- ছড়া ও ছবিতে এবিসিডি। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা হতে অবসরের পর তিনি যোগ দেন 'সত্যযুগ' পত্রিকায়। ছোটদের জন্য নব পাঠশালা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। মাস্টারদা ছদ্মনামে কাজ করেন। এখানে তিনি সম্ভবনাময় অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের লেখকদের উৎসাহ দিতেন। প্রয়োজনবোধে তাদের লেখাকে নিজে উপযুক্ত মানের করে ছাপার অক্ষরে নব পাঠশালা পাতায় প্রকাশ করার সুযোগও করে দিতেন। বাংলার বহু শিশু সাহিত্যিক ও ছড়াকার তার সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের অন্যতম হলেন - সুখেন্দু মজুমদার, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সুদেব বক্সী প্রমুখেরা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

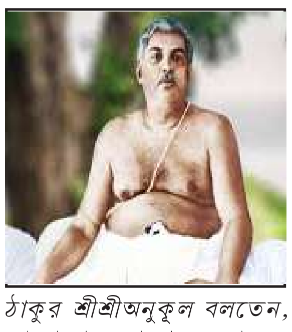

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, সকলের জন্য কাজ করতে হবে। মানুষের জন্য কাজ চাই। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছেন একটি শক্তি। ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ। উনার যা শক্তি রয়েছে তা আর কারোর নেই। স্বামী বিবেকানন্দকে শক্তি দিয়েছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। এই শক্তি দিয়ে গুরু স্বামীজি বিশ্ব জয় করেছেন। জীবন সত্য থাকলে জীবনে কোনও দিন ঠকবেন না। জয় করার মতো আনন্দ আর জগতে নেই। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে।

যুগান্তর বিপ্লবী দলের বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ইংরেজের বিরুদ্ধে দ্রুত সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার বিপ্লবীদের ফুলার সাহেব হত্যার চক্রান্ত ঃ কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছেন অরবিন্দ। গাইকোয়াড থেকে সোজা কলকাতায় এসে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখান থেকেই তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজা সুবোধ মল্লিক তাঁকে সহযোগিতার আশ্বাস

দিয়েছেন। ফলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অবস্থিত রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি হয়ে উঠেছিল যুগান্তর বিপ্লবীদের সদর দফতর। সেখানে বাংলার বিপ্লবী দলের নেতারা উপস্থিত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে গুপ্ত আলোচনা করতো। বহু বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে এখনই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার কোনও প্রয়োজন নেই। আগে গুপ্ত সমিতি শক্তিশালী হোক। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করুক। তারপরে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় সশস্ত্র সংগ্রাম করা যাবে। কিন্তু বারীন্দ্র কুমার ঘোষের তর সইছিল না। তিনি তখনই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার পক্ষে ছিলেন। ফলে ইংরেজ শাসকদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দ্বিধাবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলের লাট ছিলেন তখন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। তাঁর আদেশে পূর্ববঙ্গে 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ নিষিদ্ধ হল। বিশেষভাবে বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলন ভঙ্গের পর সমগ্র বাংলার কাছে তিনি অবাঞ্ছিত হয়ে পড়লেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী নেতাদের একটি গোপন বৈঠক ডাকলেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক ও সিভিলিয়ন চারু দত্ত। বারীন্দ্র কুমারেরও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে পূর্ববঙ্গের লাটই হবেন বিপ্লবীদের প্রথম শিকার। এই কাজের জন্য অনুশীলন সমিতির কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমেই এক হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কাজ সমাপ্ত হলে পর আরও টাটা দেবেন বলেন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্র কুমারের হাতে এই কাজের দায়িত্বভার দিয়েছিলেন। লাট সাহেব সেই সময়ে শিলংয়ে থাকতেন। রোজ সকাল বেলায় শিলং-এর সার্কুলার রোড ধরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতেন। স্থির হল সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হবে। বারীন্দ্র কুমারের সঙ্গে গেলেন মনি লাহিড়ী। ব্যবস্থা হল, কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা টাঙ্গা করে গৌহাটির পথে সরে পড়বেন। বিপ্লবীর হুকুমনামা নিয়ে বারীন্দ্রকুমার ও মনি নির্দিষ্ট দিনে শিলং-এর পথে রওনা দিলেন। শ্রীঅরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল বসু তখন শিলং-এর কৃষি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। অরবিন্দ নির্দেশ দিলেন বিপ্লবীরা ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের আছিলায় তাঁর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কথামত এক হাজার টাকা দিয়ে দেন। শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রের হাতে একটি চিঠি দিলেন শ্বশুর মশাইকে উদ্দেশ্য করে। তাতে ইংরেজিতে লেখা ছিল-"বারীন ও মনি যাচ্ছে আপনার নিকট। তারা ওখান থেকে স্বাস্থ্যোদ্ধার করে ফিরে আসবে। বারীন বড় চঞ্চল, সর্বদা মাঠে-ঘাটে, পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াতেই বেশ ভালোবাসে। আমি তার এই ভবঘুরে বনচারী প্রকৃতির বিরোধিতা না করাই ভালো মনে করে এসেছি। 'I have learnt not to interfere with his wandering habits '

চিঠি নিয়ে বারীন্দ্রকুমার এবং মনি ভূপাল বোসের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গৃহকর্তা কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এই ব্যবস্থার অন্তরালে জামাতা লাট সাহেব বধে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা তিনি ঘুনাক্ষরে বুঝতে পর্যন্ত পারেননি। শিলং-এর এসে লাটের সন্ধান করতে শুরু করলেন বারীন্দ্রকুমার। অরবিন্দ ঠিকই সন্ধান দিয়েছিলেন যে লাট সাহেব প্রতিদিন সকাল বেলায় শিলং রোড ধরে যাতায়াত করতেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন লোকজন থাকতো। বিপ্লবীরা গুলি করার স্থান খুঁজে বের করতে লাগলো। গুলি করে কোন জায়গায় দিয়ে টাঙ্গা নিয়ে গৌহাটির দিকে পাড়ি দেওয়া সুবিধা হবে তার সন্ধানও করতে থাকলেন। এর মধ্যে হঠাৎ করে একটি ঘটনা ঘটে গেল। মনি লাহিড়ী একদিন রিভালবার পরিস্কার করতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলল। ফলে তাঁর হাত গুরুতর জখম হয়। সেখান চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হল। এরপরে আর বিপ্লবীদের সেখানে থাকা সম্ভব নয় বলে তারা শিলং ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু হঠাৎ করে একটি অপ্রত্যাশিত সরকারি আদেশ জারি হল। সরকারি আদেশটা ছিল যে কোনও টাঙ্গা বা ঘোড়া শিলং থেকে গৌহাটির দিকে যেতে পারবে না। ফলে বিপ্লবীদের পালানো পরিকল্পনা একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থায় গিয়ে পৌছাল। তাঁরা তখন নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ঠিক সেই সময় লাট সাহেব শিলং ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের সদরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ফলে শিলং থেকে গৌহাটি যাওয়ার পথ খুলে দেওয়া হল। বিপ্লবীরা সেই সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে ফুলারকে গৌহাটিতে ধরবেন। তাঁরা শুনে ছিলেন যে লাট সাহেব কয়েকদিন গৌহাটিতে থাকবেন। শিলং ছেড়ে আসতেই সেখানে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হেমচন্দ্র কানুগোর। বারীন্দ্রকুমারের বিলম্ব দেখে অরবিন্দ হেমচন্দ্রকে গৌহাটি পাঠিয়েছিলেন ফুলারকে হত্যা করার জন্য। তাঁর নির্দেশ অনুসারে হেমচন্দ্রে গৌহাটি আগমন।

বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে হেমচন্দ্র ছিলেন বয়স্ক। তিনি বিবাহিত ছিলেন। সংসারী মানুষ। মেদিনীপুরে চাকরি করতেন। অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করার জন্য এসেছিলেন কলকাতায় কয়েকদিনের জন্য সপরিবারে। এই সময়ে ফুলার হত্যার ছক কষ ছিলেন অরবিন্দ। বারীন্দ্র এদিকে বিলম্ব করছে। ফলে সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকে। ঠিক সেই সময়ে হেমচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হলেন। বৈঠকে ফুলার হত্যার জন্য আগে ক্ষুদিরামের নাম উঠেছিল। তারপরে মেদিনীপুরের জ্ঞান বসুর নাম করা হয়। হেমচন্দ্রকে হঠাৎ সামনে দেখে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হল ফুলার হত্যার উপযুক্ত কর্মী। তাঁর পুত্র তখন চিকিৎসার ফলে খানিকটা সুস্থ হয়েছে। তাই শিলং রওনা হওয়ার আগে স্ত্রী পুত্রকে মেদিনীপুরে রেখে দেওয়ার আদেশ হল।

"চার পাঁচ দিন পরে হেমচন্দ্র শিলং রওনা হলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি গোয়ালন্দ স্টেশনে টিকিট কিনে বসলেন। এটা ছিল ১৯০৬ সালের মে মাস। হেমচন্দ্রের সঙ্গে দেওয়া হল দুটি রিভালবার, একসুট সাহেবী পোষাক এবং আরও দু-একটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। যাত্রাপথে দিন কাটিয়ে হেমচন্দ্র ষ্টীমার যোগে গৌহাটি গিয়ে নামলেন। সেখানে এক হোটেলে স্নান করে আহারাদি সমাধা করলেন তারপর টাঙ্গা করে শিলং-এর দিকে রওনা হলেন। এইপথেই বারীন্দ্রকুমার ও মনির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ।'' (বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৮)

বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে তার দেখা হলে তিনি সব কথা খুলে বললেন। হেমচন্দ্রকে আপাতত শিলং যেতেই পরামর্শ দেওয়া হল। তবে ভূপাল বোসের বাড়িতে না উঠে অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হল। এর মধ্যে গৌহাটির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে তিনি যেন গৌহাটিতে এসে মিলত হন সে কথা বলা হল।

হেমবাবু শিলং-এ কাটিয়ে তারপরে পরদিন গৌহাটিতে সন্ধ্যার সময়ে এসে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে মিলিত হলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের দুর্ভাগ্য গৌহাটিতে লাট সাহেবকে ধরা গেল না। আসলে লাট সাহেবের ভ্রমণ তালিকা বাইরে যেটা প্রকাশ করা হতো সেই অনুসারে কাজ হতো না। বিপ্লবীরা লাট সাহেবের প্রকৃত ভ্রমণ সূচি সংগ্রহ করে বুঝিতে পারলেন যে বরিশালে গিয়ে লাট সাহবকে ধরতে হবে। সেইদিনই তারা ষ্টীমারে করে বরিশালের দিকে রওনা দিলেন। "নির্দিষ্ট দিন সকালবেলা ঘাট থেকে কিছু দূরে তাদের ষ্টীমার এসে দাঁড়াল। তাঁরা দেখলেন, লাট সাহেবের স্পেশাল ষ্টীমার 'ব্রহ্মকুণ্ড' কিছু দূরে জেটিতে ভিড়ানো রয়েছে। ঘাটের উপর রাস্তার দু-ধারে কাতারে কাতারে লাল পাগড়ী পুলিশ শিকারীর সতৃষ্ণ নয়ন নিয়ে। বিপ্লবীরা দেখলেন, 'ব্রহ্মকুণ্ড' থেকে নেমে লাট সাহেব সহরে প্রবেশ করলেন। সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা লাট সাহেবকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন।'' (বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৯) লাট সাহেবের শহরে প্রবেশ সমাপ্ত হতেই বিপ্লবীদের স্টিমার এসে জেটিতে লাগল। তারা নেমে অশ্বিনী দত্তের বাড়িতে গেলেন। অশ্বিনী কুমারের নেতৃত্বে বরিশালে তখন দুর্ভিক্ষত্রাণ এর কাজ চলছিল। অশ্বিনী দত্ত আগেই বারীন্দ্রকুমারকে চিনতেন।

(ক্রমশ)

রামদুলাল সরকার ছিলেন সফল বাঙালি ব্যবসায়ী

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রথম কোটিপতি বাঙালির আখ্যান তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙালি কোটিপতি যাঁর জাহাজ সাত সমুদ্র পেরিয়ে প্রথম পৌঁছেছিল আমেরিকায়। আমেরিকার ব্যবসাতেও বিনিয়োগের কারণে সেই আমলে বঙ্গোপসাগরের বুকে চলা প্রতিটি আমেরিকান জাহাজের তরফ থেকে ব্যবসার লভ্যাংশ অর্জন করতেন রামদুলাল।

সত্যি বলতে যে কাজে হাত দিতেন তাতেই সোনা ফলত। নিজের বাড়ির পুজোয় পশুবলি বন্ধ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন তিনি। আজও উত্তর কলকাতায় তার নামে রয়েছে এক প্রশস্ত পথ। তিনি রামদুলাল সরকার। অষ্টাদশ শতকের নবজাগ্রত বাংলার অন্যতম বাঙালি উদ্যোক্তা। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় অকাতরে অর্থসাহায্য করেন।

পারিবারিক পদবী ছিল দে, উপাধি সরকার। শৈশবে দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী, সঙ্গে ভাগ্য বিরূপ। কৈশোরে পা দেওয়ার আগেই পিতৃমাতৃহীন রামদুলালকে কলকাতায় নিয়ে আসেন মামাতো দাদু রামসুন্দর বিশ্বাস। দারিদ্র্য ছিল তাঁরও নিত্যসঙ্গী। রামসুন্দর এর স্ত্রী হাটখোলার দত্তবাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতেন। তারই সূত্রে মদনমোহন দত্তের কাছেই প্রতিপালিত হন রামদুলাল। লেখা পড়াও শেখেন তাঁর বদান্যতায়। হয়ে ওঠেন দক্ষ লিপিকর। এরপর পাঁচ টাকা বেতনের বিনিময়ে মদনমোহন দত্তের কাছারিতে হিসাবরক্ষক পদে নিযুক্ত হন।

সেই সামান্য বেতনের টাকা জমিয়ে দাদুকে সাহায্য করতেন। তাঁর দক্ষতা ও অধ্যবসায়ে ধীরে ধীরে উন্নীত হন মুহুরী পদে। কিছুদিনের মধ্যেই মদনমোহন দত্ত তাঁকে চোদ্দো হাজার টাকা দিয়ে 'তুলোহ্ অ্যাণ্ড কোং' কোম্পানিতে একটি নিলামে পাঠান কিছু কিনে আনার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে দেরি হয়ে যাওয়ায় সঠিক সময়ে নিলামে উপস্থিত হতে পারেননি তিনি। মনমরা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার মোহনায় তিনি লক্ষ্য করেন একটি পণ্যবাহী জাহাজ ঘাটের কাছেই নিলাম হচ্ছে। সেই নিলামে যোগ দিয়ে একলক্ষ চোদ্দো হাজার টাকায় সেই জাহাজ তিনি বিক্রি করে দেন এক ইংরেজ সাহেবকে। ফিরে গিয়ে সম্পূর্ণ টাকাটাই মদনমোহনকে ফেরত দিয়ে দেন রামদুলাল। তাঁর এই সততা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মদনমোহন পুরো এক লক্ষ টাকাই রামদুলালের হাতে দিয়ে নিজস্ব ব্যবসা চালু করার পরামর্শ দেন।

স্বাধীন ব্যবসার দুনিয়ায় পদার্পণ করে রামদুলাল প্রথম ক্যাপ্টেন হ্যানা নামের এক পর্তুগিজ সাহেবের সঙ্গে বাণিজ্য করে লাভবান হন। শোনা যায়, তিনি যে কাজে হাত দিতেন তাতেই ফলত সোনা। তীক্ষ্ণ ব্যবসায়ী বুদ্ধি, মেধা আর দর কষার দক্ষতার কারণে ক্রমেই ব্যবসার বাজারে তাঁর প্রভাব বাড়ছিল। ইংরেজ বণিকদের বদলে তিনি আমেরিকান বণিকদের সঙ্গেই ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমেরিকান বণিকরা বঙ্গোপসাগরের পথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন শুরু করে। এই সকল আমেরিকান বাণিজ্যতরীর ব্যবসা সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিলেন রামদুলাল দে সরকার। আমেরিকার ব্যবসাতেও বিনিয়োগের কারণে বঙ্গোপসাগরের বুকে চলা প্রতিটি আমেরিকান জাহাজের তরফ থেকে ব্যবসার লভ্যাংশ অর্জন করতেন রামদুলাল।

১৮০০ সাল পর্যন্ত কলকাতা বন্দরে আসা সকল জাহাজই রামদুলালকে তাদের মুৎসুদ্দি বা স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করে। ১৮০০ সালে তিনি কলকাতায় নিজস্ব ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্সিও প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার বন্দর থেকে মার্কিন মুলুকে রামদুলালের চারটি জাহাজ চলাচল করত। সেই জাহাজগুলির নাম ছিল কমলা, বিমলা, ডেভিড ক্লার্ক আর রাম দুলাল।

মার্কিন বাণিজ্য সম্প্রসারণে রামদুলালের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ মার্কিন বণিকরা শিল্পী স্টুয়ার্ট গিলবার্টকে দিয়ে জর্জ ওয়াশিংটনের প্রথম একটি তৈলচিত্র আঁকিয়ে উপহারস্বরূপ রামদুলালকে পাঠান। বাঙালিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নিজের জাহাজ নিয়ে পশ্চিম গোলার্ধ বা আমেরিকায় নৌবাণিজ্য পরিচালনা করেছেন এবং তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি কলকাতায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক হিসাব এবং ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন।

কেবল ব্যবসা নয়, বিবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন রামদুলাল সরকার। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় অকাতরে অর্থসাহায্য করেন। সুদূর আয়ারল্যাণ্ডে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে প্রভূত অর্থ পাঠান। মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের সময়েও তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বেলগাছিয়ায় দুঃস্থদের জন্য একটি অতিথিশালা নির্মাণ করেন এবং বারাণসীতে তাঁর উদ্যোগেই তেরোটি শিব মন্দির স্থাপন করা হয়। শোনা যায়, বিডন স্ট্রিটের কাছে তাঁর নিজের বাড়ির দুর্গাপুজোয় রামদুলাল বলিপ্রথা বন্ধ করে দেন। তাঁর বসতবাড়ির অতিথিশালায় প্রত্যহ দুঃস্থদের চাল, ডাল, আলু, ঘি, কাঠ ও মাটির হাঁড়ি বিতরণ করা হত। অষ্টাদশ শতকের বাংলায় তিনি কোটিপতি ছিলেন। ১৮২৫ সালে তিয়াত্তর বছর বয়সে রামদুলাল সরকার এর মৃত্যু হয়। তাঁর দুই পুত্র আশুতোষ ও প্রমথনাথ তথা ছাতুবাবু ও লাটুবাবু।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ঘা দেন প্যারীচাঁদ মিত্র

সুদীপ চন্দ্র হালদার

প্যারীচাঁদ মিত্রঃবাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের বাঙালি রচিত প্রথম উপন্যাস। তৎকালীন সময়ে সাহিত্যের বিষয় ছিল সংস্কৃত এবং কিয়দাংশে ইংরেজীর ছায়া মাত্র। ঘিকে 'আজ্য', কলাকে 'রম্ভা' না বললে-লিখলে আদর্শ সাহিত্যগুণ বর্জিত বলে পরিগনিত হতো। আর, মধ্যযুগীয় সাহিত্য ছিল 'আলালী ভাষা' বলে প্রচার পায়। বাবু রামবাবু টাকার পিছনে নিরন্তর ছুটে চলেছেন, তার বকে যাওয়া ছেলে মতিলাল, স্ত্রৈণতা আর মদ্যপান যার নেশা। বাবার অঢেল টাকায় রাখা দুজন শিক্ষকও 'নায়ক' মতিলালের মতিভ্রষ্ট চেতনায় সুমতি আনতে পারেনি।

অতঃপর কাহিনীর গতিশীলতায় কাশীতে গিয়ে মতি ফেরে মতিলালের।

এই মূল উপজীব্য বিষয় তখনকার

অনেকাংশেই ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ; অল্পকিছু রোমান্টিক, সেখানেও ধর্মীয় চেতনা-নির্ভর কিছু কল্পবিলাসী ভাবনারই পরিস্ফুটন ছিল।

ঠিক সেই সময়েই নবনির্মানের চিন্তা নিয়ে, সমাজ জীবনের বাস্তব ভিত্তিক জীবনাচরনের ওপর ভিত্তি করে প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) রচনা করেন 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮ সাল); যে সময়ের সাহিত্য ছিল চরণে চরণে ছন্দবদ্ধ কিছু কাহিনী এবং, মজার ব্যাপার এই ধরনের সাহিত্য কর্মের বাংলা পারিভাষিক শব্দ যে 'উপন্যাস' সেটাই এক আশ্চর্য বিষয় ছিল। এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও শুরুতে এই শব্দের প্রয়োগ করতে দেখা যায়নি, বরং নভেল বলা হয়েছিল! তিনি এই উপন্যাসে কথ্য চলিত ভাষা গদ্য রীতিতে ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তাঁর এই ভাষা বুনিয়াদি পরিবারে প্রায়শই দেখা যেত, প্যারীচাঁদ নিজেই ধনাঢ্য বুনিয়াদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সুস্থিত অদ্রোহী। প্রবাদে বলা হয়েছে উত্তম অধমের সাথে নিশ্চিন্ত চিত্তে চলতে পারেন। প্যারীচাঁদ 'ইয়াং বেঙ্গল' এর সদস্যের সাথেও মিশেছেন, ডিরোজিওর ভাবশিষ্য ছিলেন, কিন্তু নিজস্বতা পরিত্যাগ করেননি। নিজেও হতে পারতেন মতিভ্রষ্ট মতিলাল, কিন্তু উল্টো অঙ্কন করেছেন সমাজের মতিলালদের চিত্র।

এই উপন্যাসের পূর্বেই মিসেস ক্যাথরিন মুলেন্স বাংলায় 'ফুলমনি ও করুনার বিবরন'(১৮৫২ সাল) নামে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এই উপন্যাসটি The last day of the week এর কাহিনীর ছায়া ঘটনা নিয়েই রচিত হয়েছিল। মিসেস মুলেন্স খুব সুন্দরভাবে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু কাহিনীর উৎকর্ষতার এটি ছিল নীরস এবং এই সমাজের মানুষের আনন্দ-বেদনার চিত্রবিহীন।

'আলালের ঘরের দুলাল' এর সমসাময়িক সময়ে ভবানীচরনের 'নব বাবু বিলাস' রচিত হয়েছিল। সেখানেও বড় লোকের ছেলের বকে যাওয়া কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছিল, কিন্তু দর্শক প্রিয়তা পায়নি একতরফা নেতিবাচক দৃশ্যাবলীর কারনে।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে সমাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খুব সুন্দর ভাবে চিত্রায়ণ করেছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপর কেহ প্রনিত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যত কেহ করিতে পারিবেন কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' দ্বারা বাংলা সাহিত্যের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা আর কোন বাংলা গ্রন্থে সেইরুপ হয় নাই।'

'আলালের ঘরের দুলাল' এর কিছুদিন পরেই রচিত হয় কালী প্রসন্ন সিংয়ের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'(১৮৬২ সাল)।

যদিও বাংলা সাহিত্যের প্রথম আদর্শ-সার্থক উপন্যাস হিসেবে আমরা 'দুর্গেশনন্দিনী' কেই জানি, কিন্তু এই উপন্যাসের বীজ রোপিত হয়েছিল 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকেই।

আজকের এই দিনেই চিরবিদায় নিয়েছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, বাংলা সাহিত্যের প্রথম দর্শক নন্দিত ঔপন্যাসিক প্যাঁরীচাদ মিত্র। সমাজ সংস্কারক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি বাংলার তরুণদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে ছিলেন। সেই কারণে তিনি ইংরেজি বই লেখেনউনিশ শতকের বাংলার হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), সেই ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি তাঁর ছাত্রজীবনে সেকালের বিখ্যাত অধ্যাপক ডিরোজিওর কাছে পাঠ নিয়েছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সময়কার সামাজিক জীবনের বহু জনকল্যাণ সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। সুতরাং এককথায় তাঁকে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের দিনের অতি-বিশিষ্ট একজন প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া নিজের ব্যক্তিজীবনে তিনি যে অসামান্য সাফল্য ও সাহিত্যিক জীবনে যে-সুযশের অধিকারী হয়েছিলেন;সেসব আজও যে কারো রীতিমতো ঈর্ষার বস্তু হতে বাধ্য। প্যারীচাঁদের উদ্দামতামুক্ত প্রগতিশীল মনোভঙ্গিও উদার কণ্ঠে প্রশংসনীয়। রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য মানসিকতাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে নিজের সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা না নিলেও ব্রাহ্মভাবধারায় যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর রচনারাজিতেই একথার নির্ভুল প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। আর উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে ও গদ্যসাহিত্যে তাঁর প্রভাব যে কতটা ব্যাপক ছিল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সাথে পরিচিত প্রায় সকলেরই এখন একথা জানা রয়েছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা প্যারীচাঁদকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যদিও প্যারীচাঁদের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের এই প্রশংসা আতিশয্যস্পৃষ্ট বলেই বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা মনে করে থাকেন।

লেখক পরিচিতি ঃ কবি এবং গবেষক।

পাঠকদের দরবার

মহিলা জাদুকর উমা দাশগুপ্ত

শঙ্করলাল কর্মকার

বাংলায় ঠিক কতজন মহিলা, জাদু খেলা দেখান আমার জানা নেই, উমা দাশগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং সাংবিদকতায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত মহিলা যিনি ১৯৬৮ সালে All India Magic Institute থেকে জাদু সম্রাজ্ঞী উপাধি পান।

আজ থেকে বছর ১৫ আগের কথা, থাকতাম ঢাকুরিয়ার মহারাজা ঠাকুর রোডে, আমার প্রতিবেশী ছিলেন পিঙ্কুদিদি, আমি তার মুখেই প্রথম শুনি তার পিসির কথা, পিঙ্কুদির বাবা ডাক্তার শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত ছিলেন উমা দেবীর দাদা,শৈশবে বাবা মা গত হলে দুই দাদাই ভাই বোনদের মানুষ করেন। এই দাদাই উমা দেবীর জাদুর Inspiration. তিনি ছিলেন শৌখিন জাদুকর, বিভিন্ন হিতকারী কাজের জন্য জাদু প্রদর্শনী করতেন, কাজের সূত্রে বাইরের দেশে গিয়ে যেসব অনান্য জাদু শিখে আসতেন বোনকে শেখাতেন। ১৯৬৫ সাল থেকে শুরু হয় উমা দেবীর জাদুর যাত্রা, সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা পুরো পরিবার, দাদা, বউদিদি, তাদের সন্তানেরা সবাই তাকে প্রোগ্রামে নানা ভাবে সাহায্য করতেন, আর উমা দেবী সেই যে শুরু করেছিলেন, কলকাতা থেকে জেলার নানান প্রান্ত হয়ে বাইরের রাজ্য গুলোতেও ডাক পেতেন জাদু দেখাতে।এমনকি নেপাল, ভুটানে ও গেছেন নিজের টিম নিয়ে, সেখানে মানুষ ওনাকে সমাদরে গ্রহণ করেছেন। উমা দেবীর একটা বিখ্যাত খেলা ছিলো ইন্দ্রজাল, দর্শকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই জনপ্রিয় খেলাটি উনি দেখাতেন। কত অভিজ্ঞতার কথা উনি বলেছেন, ভালোমন্দ মিশিয়ে, একটা বাচ্চার কথা বলেছেন, দিল্লিতে সম্মেলনে ম্যাজিক দেখাতে এসেছেন সেই সময়, বাচ্চাটি তাকে অনুরোধ করেছিলো ট্রেনের নীচে দু খন্ড হয়ে যাওয়া তার মৃত মাকে জাদুর মাধ্যমে জোড়া লাগিয়ে দিতে, আবার আসাম থেকে এক মেয়ে চিঠি পাঠায় তাকে, জাদু করে তাকে সুন্দর করে দিতে অনুরোধ ছিলো, যাতে কেউ তাকে বোঝা না ভাবে। কত অভিজ্ঞতা তার, লিখে শেষ করা যাবেনা।

পিঙ্কুদিদির মা বেঁচে থাকাকালীন আমি গিয়ে বসলে আমায় শোনাতেন অনেক গল্প, সে সময় সেসব কথা শুনে রূপকথার মতো লাগতো। এই বইটা আমায় ওরাই উপহার দিয়েছিলেন,এখন বোধহয় আর প্রিন্ট হয়না। আজ বহু বছর পরে বইয়ের আলমারি থেকে বইটা পেয়ে কথা গুলো লিখলাম, কেউ যদি আরো কিছু জানেন বলবেন।

পথেই সঙ্গীত

টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে কোনও একটা গানের রেকর্ডিং করে মান্না দে এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ট্যাক্সিতে উঠেছেন,কারণ সেদিন তাদের সঙ্গে গাড়ি নেই। একবার দেখলে অনুরাগীদের এক লহমায় প্রিয় শিল্পীকে চিনতে পারা অথবা পছন্দের গায়ককে ঘিরে মুহূর্তে ভিড় করা এমন ঘটনা তখন একটু কমই হত বোধহয়! সম্ভবত সেই কারণে গুনীজনদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরটা বেশ স্বাচ্ছন্দের ছিল, তাঁরা নিজেদের মত করে রাস্তা ঘাটে চলতে পারতেন। ইচ্ছা মতো ঘুরতেও পারতেন! যাই হোক সেদিন মান্না দে ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনে বেশ খুশি মনেই বাড়ি ফিরছিলেন ,মনের আনন্দে মান্না দে গুনগুন করে ট্যাক্সির মধ্যে গান ধরেছেন,ট্যাক্সি চলছে। চলেছেন এবং সঙ্গীত তৈরি হচ্ছে চলার সঙ্গে সঙ্গে।

সিফরির উদ্যোগে মহিলা মৎস্যজীবী সম্মেলন সুন্দরবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ২২ নভেম্বর ঃ আইসিএআর- সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ICAR-CIFRI), ব্যারাকপুর, কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির সহযোগিতায় সুন্দরবনের কুলতলীতে মহিলা মৎস্যজীবী সম্মেলন ৩.০ এর আয়োজন করে। জলবায়ু- সংবেদনশীল সুন্দরবন অঞ্চলে জীবিকা সুরক্ষায় নারীদের ভূমিকা ও অবদানকে উদ্‌যাপন ও তুলে ধরাই ছিল এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিএআর-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (মৎস্য বিজ্ঞান) ড. জয়কৃষ্ণ জেনা। তিনি

বলেন, মহিলা মৎস্যজীবীদের নিষ্ঠা প্রমাণ করে যে সুন্দরবনের জীবিকায় মাছ ও মৎস্যচাষ কতটা গভীরভাবে জড়িত। আইসিএআর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেন মাছ ও মস্যবিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে টেকসই ও সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তিনি আরও জানান, এই অঞ্চলে প্রযুক্তি বিস্তারে আইসিএআর-এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কেভিকেগুলি পূর্ণ সহযোগিতা করবে। কর্মসূচিতে উদ্বোধন করেন ICAR -এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (মৎস্য বিজ্ঞান) ড. জয়কৃষ্ণ জেনা এবং ICAR - এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (কৃষি বিস্তার) ড. রাজবীর সিং, যিনি যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ড. রাজবীর সিং, ডিডিজি (কৃষি সম্প্রসারণ) বলেন, মহিলাদের মাছ চাষ, মাছ ধরা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নীল অর্থনীতি সুন্দরবনের মৎস্য খাতে মহিলাদের জন্য নতুন ও টেকসই সুযোগ সৃষ্টি করছে। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণে আইসিএআর- CIFRI-এর পরিচালক ড. বি. কে. দাস গত এক দশকে গোসাবা, হিংলগঞ্জ, নামখানা, কাকদ্বীপ ও কুলতলী এলাকায় বাড়ির পেছনের পুকুরে মাছচাষ, খাল-ভিত্তিক মৎস্যচাষ এবং অলঙ্কারিক মাছ উপাদনের কাজের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য সুন্দরবনের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় এমন বিজ্ঞান দিয়ে মহিলা মৎস্যচাষিসহ সকল কৃষককে ক্ষমতায়িত করা। এই উদ্যোগগুলির ফলে পরিবারের আয় বেড়েছে এবং বিকল্প, টেকসই জীবিকার সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনুষ্ঠান চলাকালীন ৬০০ জন তফসিলি জাতি ও উপজাতি মহিলা মৎস্যচাষিদের মধ্যে মাছের পোনা ও ICAR-CIFRI CageGrow খাদ্য বিতরণ করা হয়। তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ির পুকুরের আয়তন ছিল ০.০২ - ০.০৪ হেক্টর। গোসাবা ও বাসন্তী ব্লকের ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ৩৮টি গ্রামের মহিলা উপকারভোগীরা এই সুবিধা পান। আইসিএআর- CIFRI-এর বিজ্ঞানীরা প্রত্যেকের পুকুর পরিদর্শন করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করেন। ঘূর্ণিঝড় ও জোয়ার- ভাটার প্রভাবে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সুন্দরবনে জীবিকার প্রধান ভরসা হিসেবে মৎস্যচাষই গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩ সাল থেকে SCSP/TSP প্রকল্পের আওতায় ৫,৫০০-এর বেশি মৎস্যজীবীকে ক্ষুদ্র পরিসরে মস্য ও অলঙ্কারিক মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করেছে আইসিএআর- CIFRI, যা এলাকার সহনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৪,০০০-এর বেশি মানুষ, যার মধ্যে সরকারি আধিকারিক, আইসিএআর বিজ্ঞানী, গবেষক, কেভিকে প্রতিনিধি এবং স্থানীয় নেতৃত্বরা ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী ড. প্রদীপ দে (ডিরেক্টর, ATARI, Kolkata) এবং সত্যেন্দ্র কুমার সিং। তাঁরা ভবিষ্যতেও এই ধরনের উদ্যোগে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে মৎস্যখাতে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়, যা জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক জলচাষে এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে। মহিলা মৎস্যজীবীদের ক্ষমতায়ন, টেকসই জলচাষ এবং সুন্দরবনের পরিবেশগত সহনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বস্তাভর্তি বোমা উদ্ধার ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২২ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার নুদিপুর এলাকায় শনিবার দুপুরে বস্তাভর্তি বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠের মধ্যে পরিত্যক্ত একটি চায়ের দোকানের পিছনে সাদা রঙের একটি বস্তা পরে থাকতে দেখেন। সন্দেহ হওয়ায় তারা খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তা খুলে দেখেন, তার ভিতরে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় মাপের বোমা সদৃশ বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বোম্ব স্কোয়াড ডিসপোজাল স্কোয়াডকে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে বস্তার ভিতরে ঠিক কতগুলি বোমা রয়েছে, সেই বিষয়ে পুলিশ এখনও নিশ্চিত সংখ্যা জানায়নি। কারা বা কী উদ্দেশ্যে ওই বিপজ্জনক বস্তুগুলি সেখানে ফেলে গেল, তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। হঠাৎ বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র নুদিপুর এলাকায়।

Notice

In the Court of the District Delegate (Addl. District Judge, 3rd Court) at Jalpaiguri

O.C. 03/2010

Bipul Biswas - Plaintiff

-VS-

Bishnu Biswas and others Defendants

Whereas above named plaintiff has filed an application under Section 276 of Indian Succession Act, 1925 obtaining probate certificate in respect of the last will and testament of Late Banamali Biswas, resident of Naukaghat Colony, Shaktigarh, P.O. Siliguri Bazar, P.S. NJP, Dist. Jalpaiguri before this Court. If Biswajit Biswas, S/o Late Bhaben Biswas, C/o Bishnu Biswas, resident of Ashok Nagar, (Shaktigrah Road No. 8), P.O. Siliguri Bazar, P.S. NJP, Dist. Jalpaiguri, at present resident of Nowkaghat, P.O. Nayabazar, P.S. NJP, Dist. Jalpaiguri (S/o Smt. Parul Biswas) has any objection to granting the probate in respect of the last will of the deceased Banamali Biswas he/she may appear before this Court personally or through Advocate within one month from the date of daily intended paper publication, otherwise the probate case will be heard ex-parte.

Schedule of the property

Total area of land measuring 0.08 acre of land with dwelling house, L.O. Plot No. 136, Hal Plot No. 102, 189 (Part), Khatian No. 1, Mouza -Dabgram, P.S. NJP, Dist. Jalpaiguri

Boundary:

In the North-Road

In the South -River

In the East - L.O. Plot No. 123, 124 and 135

In the West -River

Serestadar
District Delegate
(Addl. District Judge, 3rd Court)
Jalpaiguri
Chief Administrative Officer
District Judge's Office,
Jalpaiguri

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of N.I.e.T No-37/HPS/APAS/2025-26, 38/HPS/APAS/BEHAGP/2025-26, 39/HPS/APAS/CGP/2025-26, 40/HPS/APAS/DGP/2025-26, 41/HPS/APAS/HARIGP/2025-26, 42/HPS/APAS/HUMGP/2025-26, 43/HPS/APAS/KGP/2025-26, 44/HPS/APAS/RUKGP/2025-26, 45/HPS/APAS/2025-26, 46/HPS/APAS/2025-26, 47/HPS/APAS/2025-26, 48/HPS/APAS/2025-26, 49/HPS/APAS/2025-26 & 50/HPS/APAS/2025-26. Documents and other details is available in the website tenders.gov.in. The last date of submission for all the tenders are up to 14.00 hours on dated 16/12/2025 & 17/12/2025 NIeT No-37, 22/12/2025 NIeT No-38-45 & 26/12/2025 NIeT No-46-50 respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quaries in the office hours.

Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samity
Hariharpara, Murshidabad

রাজ্যের শিল্প তালুক গুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ সরকারের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ রাজ্যের শিল্প তালুক গুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে শিল্পপার্কগুলিতে প্রথমবার রিয়্যাল-টাইম পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও দূষণ নিযন্ত্রণ ব্যবস্থা বসানো হচ্ছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে পার্কগুলির ভেতরে বাতাসের মান ও শব্দদূষণ সম্পর্কে মুহূর্তে তথ্য পাওয়া যাবে। জানা গেছে, আপাতত উত্তর ২৪ পরগনার মানিকঞ্চন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কলকাতার পরিচয় পোশাক পার্ক, নৈহাটির ঋষি বঙ্কিম শিল্পউদ্যান এবং পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া শিল্পপার্ক-এই পাঁচটি জায়গায় শুরু হবে পরিষেবা। কর্মতপরতা এবং বিভিন্ন রকমের শিল্প ইউনিট থাকার কারণে এই তালুক গুলোকেই প্রথম ধাপে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে, শিল্পতালুক গুলিতে ক্লাউড-সংযুক্ত মনিটরিং ইউনিট বসানো হবে, যা বাতাসে ক্ষুদ্র কণার পরিমাণ, ধুলিকণা, বিভিন্ন গ্যাস ও শব্দস্তর পরিমাপ করবে। সঙ্গে ধুলো ও ভাসমান কণাকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করার প্রযুক্তিও বসানো হবে। প্রতিটি শিল্প তালুকের প্রধান প্রবেশদ্বারে ব। আকারের স্ক্রিন বসানো হবে, যেখানে রিয়্যাল-টাইম দূষণ মাত্রা প্রকাশ পাবে। এতে শ্রমিক, উদ্যোক্তা ও আগত সাধারণ মানুষ এক নজরে পরিবেশের অবস্থা দেখতে পারবেন।

সিউড়িতে বোমা বিস্ফোরণে আহত ১২ বছরের বালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ বাড়ির সামনে খেলতে বেরিয়েছিল দুই ভাই। সেই সময় একটি বোমা ফেটে মঙ্গলের হাতের একাংশ উড়ে যায়। শনিবার দুপুরে বীরভূমের সিউড়িতে এই ঘটনা ঘটে। পরিবারের অভিযোগ, বোমার বিকট শব্দ শুনে ছেলেরা ঘরের বাইরে আসে। কাটা হাত নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকে মঙ্গল অঙ্কর নামে ওই বালক। ডান হাত কনুইযের নিচের অংশ দেখা যাচ্ছিল না। পরে তাকে সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিউড়ি-২ ব্লকের পুরন্দরপুর। স্থানীয় কালীতলা সংলগ্ন এলাকায় খেলছিল মঙ্গল অঙ্কুর ও তার ভাই। মা কাকলি অঙ্কুরের কথায়, 'ঘরে ছেলেদের জন্য ভাত বাড়ছিলাম। দুই ভাই কখন বেরিয়ে গিয়েছে, দেখিওনি। হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। বেরিয়ে দেখি ছেলে হাত ঝোলাতে ঝোলাতে ছুটে আসছে।' মঙ্গলের ঠাকুমা হাসি অঙ্কুরের দাবি, 'দু'টো খেলছিল। এমন বিপদ যে বসে আছে, আমরা ভাবতেই পারছি না। আঙুল পর্যন্ত খসে গেছে। আমি প্লাস্টিকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি।' তড়িঘড়ি মঙ্গলকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ছেলের চিকিৎসা করিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে যাবে তারা।

একটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২২ নভেম্বর ঃ যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিদ্যমান চলাচলের দিন, সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী একটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৯৩২ /০৫৯৩১ (ডিব্রুগড় - কলকাতা - ডিব্রুগড়)-

এর চলাচলের মেয়াদ এবং পরিষেবা উভয় দিক থেকে ০২টি ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৫৯৩২ (ডিব্রুগড় - কলকাতা) স্পেশাল, যা প্রত্যেক শনিবারে ১৭.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০০.৩০ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছায়, পরিষেবার মেয়াদ ২২ এবং ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে চলাচলের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৯৩১ (কলকাতা - ডিব্রুগড়) স্পেশাল, যা প্রত্যেক সোমবারে ০২.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৬.৩০ ঘন্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছায়, পরিষেবার মেয়াদ ২৪ নভেম্বর এবং ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে চলাচলের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেন পরিষেবাগুলির সম্প্রসারণের ফলে এই দিকগুলিতে চলাচলকারী অন্যান্য ট্রেনের অপেক্ষারত তালিকায় থাকা যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নবদ্বীপে দেশি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার যুবক

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২২ নভেম্বর ঃ নদীয়ায় কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলায় ফের মিললো জোড়া সাফল্য, একটি নবদ্বীপ থানার ও অপরটি নাকাশিপাড়া থানার। জানা যায় ২১ নভেম্বর, রাতে নবদ্বীপ শহরের উত্তরাঞ্চল প্রাচীনমায়াপুর পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এক যুবককে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করার খবর পায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ, খবর মতো অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম রাজা চক্রবর্তী ওরফে অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী (৩২), বাড়ি নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত প্রাচীন মায়াপুর রুদ্রপাড়া এলাকায়। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে রাজা চক্রবর্তীর কাছ থেকে একটি দেশীয় পাইপগান উদ্ধার হয়, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার। অস্ত্রটির সঙ্গে যুক্ত ছিল কাঠের বাট, ট্রিগার, ফায়ারিং পিন ও ব্যারেল। পাশাপাশি উদ্ধার হয় একটি ১২ বোরের লাইভ কার্তুজ। অস্ত্র সমেত অভিযুক্ত ওই যুবককে আটক করার পরই নবদ্বীপ থানায় যুবকের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। ধৃতকে পাঁচ দিনের নিজেদের হেফাজত চেয়ে আদালতে পেশ করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পাশাপাশি অস্ত্রটি কোথা থেকে এল, তার উদ্দেশ্য কী ছিল, এবং কোনও বৃহত্তর চক্রের সঙ্গে তার যোগ আছে কি না সেই দিকগুলি খতিয়ে দেখছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। একই সাথে নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার পুলিশেরও মিলেছে বড়সড় সাফল্য। খুনের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ ও ধারালো অস্ত্র সহ দুই দুস্কৃতিকে গ্রেপ্তার করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাকাশিপাড়ার পুলিশ মুড়াগাছা এলাকায় হানা দেয়। সেখানে হানা দিয়ে সন্দেহভাজন দুই বাইক আরোহীকে আটকায় পুলিশ। পুলিশের ভয়ে বাইক ফেলে এক দুস্কৃতি পালিয়ে গেলেও পুলিশের হাতে আটক হয় অপর দুস্কৃতি। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি নাইন এম এম পিস্তল কার্তুজ ও ধারালো অস্ত্র। পরবর্তীতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাটুলি থেকে আর একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গৌরাঙ্গ সেতুতে ভারি যান চলাচল বন্ধ হওয়ায় মৃতদেহ সহ শ্মশান যাত্রীদের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ২২ নভেম্বর ঃ শনিবার থেকে পুরসভার ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতুর পূর্ব পাড় থেকে মৃতদেহ সহকারে শ্মশান যাত্রীদের নৌকার মাধ্যমে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে নিয়ে আসার কাজ। উল্লেখ থাকে যে জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গৌরাঙ্গ সেতু মেরামতের জন্য গত ১৫ নভেম্বর থেকে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ৪৫ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে ভারী যান চলাচল। অপরদিকে নদীয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেশ কিছু এলাকার মানুষজন মৃতদেহ সকারের জন্য নবদ্বীপ মহাশ্মশানে আসেন। গৌরাঙ্গ সেতু দিয়ে বড় গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সমস্যায় পড়েন মৃতদেহ সকার করতে আসা মানুষজন। গাড়ি সহ সেতু পারাপার করতে নিষেধাজ্ঞা থাকায় বহু মানুষ মৃতদেহ সৎকার করতে নবদ্বীপ শ্মশানে আসতে পারছে না। অবশেষে শ্মশান যাত্রীদের কথা ভেবে পুরসভার পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় বড় গাড়িতে আসা মৃতদেহ সহ শ্মশান যাত্রীরা গৌরাঙ্গ সেতুর নিচে গাড়ি রেখে নৌকায় পৌঁছে যাবেন নবদ্বীপ মহাশ্মশানে। পরবর্তীতে দাহকার্য শেষ হতেই পুনরায় ওই নৌকাতেই শ্মশানযাত্রীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে

গৌরাঙ্গ সেতুর পূর্ব পাড়ে। সেক্ষেত্রে শ্মশান যাত্রীদের আসা এবং যাওয়ার ভাড়া ধার্য করা হয়েছে এক হাজার টাকা। এমনই জানান,পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। তিনি বলেন, পুরসভা ব্যবস্থা করলেও ভাড়ার টাকা নেবে নৌকার মাঝি। সেই মতো এদিন থেকে শুরু হয় মৃতদেহ নিয়ে নৌকায় শ্মশান যাত্রীদের পারাপার। যা অব্যাহত থাকবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

এসআইআর -এর কাজ করতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন মুর্শিদাবাদের বিএলও, এইচডিইউ-তে ভর্তি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২২ নভেম্বর ঃ শনিবার কৃষ্ণনগরের চাপড়ার ২০১ নম্বর বুথের বিএলও রিঙ্কু তরফদারের আত্মহত্যার ঘটনা রেশ কাটার আগেই এবার বিএলও-র কাজ করতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১৩৭ নম্বর বুথের বিএলও কৌশিক ঘোষ (৪৪) নামে এক ব্যক্তি। এসআইআর নিয়ে কাজের জটিলতা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত কাজের চাপে অনেক বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন আবার অনেকে এই কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার মতো চরম পথ বেছে নিচ্ছেন। শনিবার সকালে কৃষ্ণনগরের চাপড়ার ২০১ নম্বর বুথের বিএলও এবং পেশায় পার্শ শিক্ষিকা রিঙ্কু তরফদারের আত্মহত্যার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজের সমাজ মাধ্যমের পাতায় পোস্ট করে লিখেছেন,' এসআইআরের চাপে এভাবে আর কত জীবন নষ্ট হবে? আর কত মৃতদেহ গুনতে হবে? বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর আকার নিচ্ছে।' রিঙ্কু তরফদারের দেহের পাশে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে। সেখানে ওই বিএলও নিজের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনকেই দায়ী করে গেছেন। সুইসাইড নোটে লেখা রয়েছে, 'এই অমানুষিক কাজের (পড়ুন এসআইআর) চাপ আমি নিতে পারছি না। অফলাইনের ৯৫ শতাংশ কাজ সেরে ফেলেছি, কিন্তু অনলাইনের কাজ আমি কিছুই জানি না। সুপারভাইজারকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। 'প্রচন্ড কাজের চাপ নিয়ে শনিবার সকাল থেকে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ শহরের বাসিন্দা কৌশিক ঘোষ জঙ্গিপুর পুরসভার ছ'নম্বর ওয়ার্ডের বরোজ এলাকায় এসআইআর-এর কাজ করছিলেন। সূত্রের খবর সেই কাজ করার সময় কৌশিকবাবু হঠাৎ করেই অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে সেই সময় আশেপাশে থাকা লোকজন দ্রুত তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। জঙ্গিপুর পৌরসভার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুলের কাছে কৌশিক ঘোষের বাড়ি। তিনি জঙ্গিপুর শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করেন। দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ুর অসুখ এবং অন্যান্য কিছু রোগে ভোগার জন্য তাঁর পক্ষে স্কুলের অতিরিক্ত কাজ করাও সম্ভব হয় না। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসআইআর-এর কাজ শেষ করার জন্য প্রচন্ড চাপ দিচ্ছিল বলে তাঁর পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। অসুস্থ ওই বিএলও-র পরিবারের দাবি, 'বিএলও' হিসেবে অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য না করতে পেরেই কৌশিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কৌশিক ঘোষের মা শিবানী ঘোষ বলেন, 'এসআইআর- এর কাজের চাপে কৌশিকের খাওয়া- দাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এত কাজের চাপ নিতে পারছিল না । আজ বরোজ এলাকায় এসআইআর-এর কাজ করার সময় আমার ছেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।' কাজ করতে গিয়ে বিএলও-র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গৌতম ঘোষ অভিযোগ করেন,' বিজেপি দল পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গোটা দেশে একসঙ্গে এসআইআর না করে বেছে বেছে কয়েকটি রাজ্যে ভোটের ঠিক আগে এই কাজ করার কাজে হাত লাগিয়েছে।'

ব্লু লাইনে আরও নয়টি অতিরিক্ত ট্র্যাকশন সাবস্টেশন তৈরি হবে

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে তার পরিষেবা, সুযোগ-সুবিধা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তার বিভিন্ন সিস্টেম আপগ্রেড করছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, ট্র্যাকশন সাবস্টেশন, টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (সাধারণত এয়ার- কন্ডিশনিং সিস্টেম নামে পরিচিত), সিগন্যালিং সিস্টেম, থার্ড রেল সিস্টেম, রেল ট্র্যাক সিস্টেম খুব শীঘ্রই আপগ্রেড করা হবে যাতে ভবিষ্যতের জন্য ব্লু লাইন প্রস্তুত করা যায় যেখানে ট্রেনগুলি কম অগ্রগতিতে পরিচালিত হবে এবং লন্ডন, মস্কো মেট্রো বর্তমানে যে ৯০ সেকেন্ডের সাথে কাজ করছে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা হবে। রেলপথ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য ছাতা কাজ অনুমোদন করেছে। ব্লু লাইনে ট্রেন পরিচালনা উন্নত করার জন্য, যা একটি ৪১ বছরের পুরনো করিডোর এবং দেশের প্রাচীনতম মেট্রো করিডোর, এর অংশে আরও সাতটি ট্র্যাকশন সাবস্টেশন তৈরি করা হবে। অনুমোদিত ছাতা কাজের অধীনে একটি কাজ যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কালীঘাট, নেতাজি ভবন, ময়দান, এসপ্ল্যানেড, এম.জি. রোড, শোভাবাজার-সুতানুটি এবং বেলগাছিয়া ও শ্যামবাজারের মধ্যে সাতটি অতিরিক্ত সাব- স্টেশন তৈরি করা হবে। এর সাথে সাথে ব্লু লাইনের প্রতিটি স্টেশনে পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের মতো ট্র্যাকশন সাবস্টেশন থাকবে। এছাড়াও, অগ্নি নিরাপত্তার সাথে অতিরিক্ত ট্র্যাকশন পাওয়ারের চাহিদা মেটাতে, চাঁদনী চক এবং গীতাঞ্জলিতে দুটি ট্র্যাকশন সাবস্টেশন (টিএসএস) তৈরির আদেশ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। চাঁদনী চক-এ নির্মিত টিএসএস এসপ্ল্যানেড এবং সেন্ট্রাল স্টেশনের মধ্যে রেকের যানজট এড়াতে সাহায্য করবে যেখানে চারটি স্টেশনের জন্য দুটি টিএসএস রয়েছে। এছাড়াও, স্টেশন এবং টানেলের বায়ুচলাচল এবং শীতলকরণ ব্যবস্থাও আপগ্রেড করা হচ্ছে। ৪১ বছরের পুরনো বিদ্যমান সিস্টেমে, রেকগুলি শীতাতাপ নিযন্ত্রিত না হওয়ায় টানেলগুলিও ঠান্ডা করা হয়েছিল। কিন্তু মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা এখন সমস্ত এসি রেক বহর দিয়ে সজ্জিত, সমস্ত নন-এসি রেক বাদ দিয়ে, অত্যাধুনিক টিভিএস (টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম) ব্যবহার করে অত্যাধুনিক ধোঁয়া নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করার সুযোগ করে দেয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায়, চৌদ্দটি মিডপয়েন্টে ১১০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান ব্যবহার করে জোরপূর্বক বায়ুচলাচল ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ফ্যানগুলি ২৪X৭ ঘন্টা ঘুরছে এবং বার্ষিক মোট ৩ কোটি ইউনিট শক্তি খরচ করে যার জন্য বার্ষিক ব্যয় ২১ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ সালে মিডপয়েন্টে ভ্যারিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ ইনস্টল করার মাধ্যমে এই খরচ অর্ধেকে নেমে এসেছে। এই ফ্যানগুলি এক দিকে ঘুরতে পারে এবং এক্সহস্ট ফ্যান হিসেবে কাজ করতে পারে। এই সমস্ত ফ্যান এখন অক্ষীয় ফ্যান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে যা দুই ঘন্টা ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, এমনকি যদি এটি পরিচালনা করে এমন বায়ু তাপমাত্রা ২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। টানেলে আগুনধোঁয়া দেখা দিলে বা টানেলের পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে বা CO_2 - এর ঘনত্ব বা টানেলের অভ্যন্তরে মাটির নীচের তাপমাত্রা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে এই ফ্যানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘোরবে। ব্লু লাইনের স্টেশন এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল সিস্টেম (ECS) আপগ্রেড করার জন্য ইতিমধ্যেই একটি জাপানি কোম্পানির ভারতীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে একটি কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে এবং টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম (TVS) আপগ্রেড করা হয়েছে। এই হোল্ডিং কোম্পানিটি ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুর মেট্রোর একশোটিরও বেশি ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশনে ECS এবং TVS সিস্টেম চালু করেছে। জাপানি প্রকৌশলীদের একটি দল ইতিমধ্যেই যতীন দাস পার্ক স্টেশন এয়ার কন্ডিশনিং প্ল্যান্ট এবং অন্যান্য এলাকা পরিদর্শন করেছে। সম্পন্ন হলে, যাত্রীরা এশিয়ার পঞ্চম মেট্রো নেটওয়ার্ক, কলকাতা মেট্রো রেলওয়েতে আরও আরামদায়ক যাত্রার অভিজ্ঞতা পাবেন। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই আপগ্রেড উন্নত অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং বার্ষিক ১১ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় করবে এবং বার্ষিক ১২,৩০০ মেট্রিক টন কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাবে।

জঙ্গলমহলে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, জঙ্গলমহল, ২২ নভেম্বর ঃ জঙ্গলমহলের গোপীবল্লভপুরে চালু হল ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিট। আর সেখানেই চিকিৎসকের ভূমিকায় ফের দেখা গেল এলাকার বিধায়ক এবং পেশায় চিকিৎসক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতোকে। তাঁকে আগের পরিচিত রূপে পেয়ে উচ্ছ্বসিত গ্রামবাসী। জেলার চারটি বিধানসভা এলাকায় এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু করল ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন। ঝাড়গ্রাম জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তৃতি গত কয়েক বছরে ব্যাপকভাবে বেড়েছে- মেডিকেল কলেজ, তিনটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, নতুন ব্লক হাসপাতাল ও উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র তার প্রমাণ। তবে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষকে আরও সহজে চিকিৎসা পৌঁছে দিতেই শনিবার থেকে শুরু হল ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরিষেবা। সাঁকরাইল ব্লকের ফুলবনী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ফিতা কেটে পরিষেবার উদ্বোধন করেন ডা. মাহাত। এরপর তিনি নিজেই রোগী দেখতে বসেন, শারীরিক পরীক্ষা করেন, প্রেসক্রিপশন লেখেন ও প্রয়োজনীয় ওষুধের পরামর্শ দেন। উপস্থিত ছিলেন বহু গ্রামবাসী, বিশেষত বয়স্ক মানুষ, মহিলা ও শিশুরা। এই মোবাইল ইউনিটে রয়েছে ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট ও ল্যাব টেকনিশিয়ানের দল। হিমোগ্লোবিন, ম্যালেরিয়া, ইসিজি, ব্লাড সুগার-সহ প্রায় ৩৫টি ডায়াগনস্টিক টেস্ট করা যাবে গাড়িতেই। গ্রামবাসীদের আশা-এই উদ্যোগ তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বড় পরিবর্তন আনবে।

জরাজীর্ণ বাড়ির একাংশ ভেঙে দুর্ঘটনা, মৃত ২

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২২ নভেম্বর ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ির একাংশ ভেঙে দুর্ঘটনা, মৃত ২। এলাকায় শোকের ছায়া। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের নিজবালিয়া পালপাড়া এলাকায় শুক্রবার ওই ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতেরা হলেন নিরঞ্জন ঘোষ (৬৫) ও দেবা সাঁতরা (৩৬)। এদিন সন্ধ্যায় গৃহকর্তা নিরঞ্জনবাবু বাড়ির ভিতরেই ছিলেন। তখন পাশের গ্রামের দেবা তাঁর কাছে খড় কিনতে যান। সেই সময় আচমকাই দোতলা ওই বাড়ির ছাদ সহ বারান্দার একাংশ হুমুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এদের। দেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। জানা গেছে, ওই বাড়িটি প্রায় শতাব্দী প্রাচীন। বাড়িটির দীর্ঘদিন কোনও রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। বাড়ির অনেক শরিক থাকলেও তাঁরা অন্যত্র থাকেন। ৬৫ বছরের নিরঞ্জনবাবু স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে ওই বাড়িতে থাকতেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পাশের গ্রাম দক্ষিণ শিয়ালদানদার বাসিন্দা দেবা নিরঞ্জনের বাড়িতে যান খড় কিনতে। ধান চাষের পর প্রচুর খড় রাখা থাকে বাড়িতে। সেগুলি বিক্রি করেন নিরঞ্জন। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে দেবার সঙ্গে দরদাম করছিলেন নিরঞ্জন। তখনই ঘটে যায় মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনা। দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা এদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAWAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 821/PWD/ROAD/BMC, Dated- 23/11/2025 e-Tener has been invited Repairing of road near Water tank no. 13 to Bhartiya Bidya Bhawan within Ward no. 33 under BMC [**Tender ID : 2025_MAD_956683_1] in www.wbtenders.gov.in.** Office Notice Board. **Last date of Bid submission. 18/11/2025 up to 15:00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No-221/SGP/NIT/APAS/2025-26, Date: 19/11/2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for total **9(Nine)Nos.** different works. Last date of Submission of Tender **19.12.2025 at 13.55 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on 22.12.2025 at 12.00 Hrs. For details visit GP office of any working days or visit **website: https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

KHIRPAI MUNICIPALITY
Khirpai : Paschim Medinipur:721232

Sealed tenders are invited from resourceful, bonafied and experienced contractors for Electrical works by the Chairman, Khirpai Municipality

NIT NO- NIT/APAS/ELECTRICAL/01
NIT NO- NIT/APAS/ELECTRICAL/02
NIT NO- NIT/APAS/ELECTRICAL/03
NIT NO- NIT/APAS/ELECTRICAL/04

Last date of receiving application for tender documents- **28/11/2025 4:00PM** Last date & time for issuing tender documents-**29/11/2025 2:00 PM** Last date & time for dropping of tender documents-**29/11/2025 3:00PM**

Chairman
Khirpai Municipality

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata- 700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at different locations in the North 24 Parganas District on 25.11.2025 **(Primary Internet Feed)" [Job No. KIT/RW/098 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-062/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : **24.11.2025 up to 03.00 PM**

2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at different locations in the North 24 Parganas District on 25.11.2025 (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/099 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-063/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : **24.11.2025 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No- (1) 219/SGP/NIT/APAS/2025-26, (2) 220/SGP/NIT/APAS/2025-26 Date: 19/11/2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for total **18(Eighteen)Nos.** different works. Last date of Submission of Tender **18.12.2025 at 10.55 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on **20.12.2025 at 12.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে এসএলআর লিজের জন্য ই-নিলাম চুক্তি

লামডিং ডিভিশন থেকে আসা ট্রেনগুলিতে ০৩ বছরের জন্য এসএলআর লিজের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **বর্ণনা:** এসএলআর কোচে (একক বগি) পার্সেল স্পেস। **একক দর:** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি;

নিলাম ক্যাটালগ নম্বর : লিজ-এলএমজি-৪৯-২৫।

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ০৩-১২-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	১৩২৪৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ -এআরএ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৬২৭
এএ/২	১৯৩০৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ- ডিএডিএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৬৩৪-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-বিকেএন-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৫	২২৪৪৯-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- এনডিএলএস-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৪
এএ/৬	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই- এলইডিও-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৭	১৫৬০২-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই- ডিবিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই- ডিবিআরজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৯	১৫৬০২-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- ডিবিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১০	১৫৬৩২-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-বিএমই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১১	১৫৬৫৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- জেএটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১২	১৫৬৪৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- এলটিটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৩	২২৫১২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ- এলটিটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৪	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৫	১৫৬৬৯-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই- ডিবিআরজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৬	১৫৬০২-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই- ডিবিবি -২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৭	১৫৬৪০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ- পিইউআরআই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৮	১৫৬৬৮-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ- জিআইএমবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৯	১৫৬৬২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ- আরএনসি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২০	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- এমএক্সএন -২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২১	১২৫১৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- কেওএএ -২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২২	১৫৬৪৪-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পিইউআরআই- ২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৩	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই- এপিডিজে- ২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৪	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই- এমএক্সএন-২৫-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৫	১৫৬৬৫-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই- এমএক্সএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৬	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- ডিবিআরজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৭	১৫৬৫১-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- জেএটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৮	১৫৬১৩-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই- এমজেডএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৯	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- এলইডিও-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩০	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই- ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩১	১৫৬২০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ - জিএওয়াইএ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩২	১৫৬৩৬-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- ওকেএইচএ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩৩	১২৫১০-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই- এসএমভিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭১
এএ/৩৪	১৫৭৫৪-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই - এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩৫	১৫৮১৫-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই - ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩৬	১৯৬১৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ -ইউডিজেড-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩৭	১২০৮৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনএইচএলএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৩৮	১৫০৭৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ -জিটিএনআর-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩৯	১২৫৫২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ -এসএমভিবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ০৩-১২-২০২৫ তারিখে **১৬:৫০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধের সময় আইআরইপিএস -এর ই-নিলাম মডিউলে দেখা যাবে।

দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অপারেশন সিঁদুরকে 'পরীক্ষাগার' বানিয়ে চিনের অস্ত্রশক্তি যাচাই-তবু কি সফল বেজিং?

বিশেষ প্রতিনিধিঃ ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ যতই উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতিকে নাড়া দিক না কেন, তার আড়ালে অন্য শক্তিগুলিও নিজেদের হিসেব কষে চলে। সাম্প্রতিক মার্কিন রিপোর্ট তেমনই এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে এনেছে। মার্কিন-চিন অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা কমিশনের দাবি-গত মে মাসে ভারত-পাক মুখোমুখি সংঘর্ষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অত্যাধুনিক অস্ত্রসম্ভার বাস্তবে পরীক্ষা চালায় চিন। যেন যুদ্ধই হয়ে ওঠে বেজিংয়ের 'লাইভ ল্যাবরেটরি'। রিপোর্ট বলছে, পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের কয়েকটি শীর্ষ প্রযুক্তির অস্ত্র প্রথমবার প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করে চিন। এর মধ্যে ছিল জে-১০ ফাইটার জেট, পিএল-১৫ এয়ার-টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র, এইচকিউ-৯ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমসহ একাধিক আধুনিক সরঞ্জাম। এসব সরঞ্জাম আগে পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রদর্শনী বা প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হলেও চলতি বছরের সংঘর্ষে তা নেমে পড়ে বাস্তব লড়াইয়ে-যা বেজিংয়ের পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার স্পষ্ট ইঙ্গিত। তবে প্রশ্ন উঠছে-চিন কি এই ' টেস্টিং'-এ সফল? সেখানেই সন্দেহের সূত্র ছুঁইছে। কারণ পাকিস্তানের পক্ষে ব্যবহৃত বহু চৈনিক অস্ত্রই প্রত্যাশিত ফল দিতে পারেনি। ভারতীয় সেনাকে রুখতে বেজিংয়ের তৈরি পিএল-১৫ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হলেও তা আছড়ে পড়ে ভাঙেনি, বিস্ফোরিতও হয়নি। সীমান্তবর্তী গ্রামের সাধারণ মানুষ ক্ষেপণাস্ত্রটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। যা বেজিংয়ের প্রযুক্তির দক্ষতার ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন তোলে। একইভাবে পাকিস্তানের ভরসা জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানও ভারতীয় হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় বাহিনীর পাল্টা আঘাতে তা গুঁড়িয়ে যায়। তথ্যপ্রমাণ মিলছে যে, পাকিস্তানের ভরসার বহু অস্ত্রই প্রত্যাশার তুলনায় আমকমা 'দুর্বল' প্রমাণিত হয়েছে। এই হতাশাজনক পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে চিনের কাছে উদ্বেগের কারণ। রিপোর্টে উল্লেখ আছে, মে মাসের সংঘর্ষের পরই বেজিং পাকিস্তানের কাছে ৪০টি জে-৩৫ পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান, কেজে-৫০০ নজরদারি বিমান এবং উন্নত ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রির প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু অস্ত্র পরীক্ষা যেমন, তেমনই যুদ্ধক্ষেত্রে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কঠিন চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, তাতে প্রশ্ন উঠছে-পাকিস্তান আদৌ কি চিনের এই নতুন প্রজন্মের সামরিক সরঞ্জামের ওপর আস্থা রাখতে পারবে? অপারেশন সিঁদুরের সূত্রপাত হয় ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি সেদিন নির্মমভাবে হত্যা করেছিল ২৬ নিরস্ত্র মানুষকে। তার উত্তরে ৭ মে নিখুঁতভাবে ভারত চালায় অপারেশন সিঁদুর-ধ্বংস করা হয় পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের নয়টি জঙ্গিঘাঁটি। পাকিস্তান পাল্টা ক্ষেপে ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনবহুল এলাকা, সেনাঘাঁটি ও কৌশলগত কেন্দ্রগুলিকে নিশানা করে হামলার চেষ্টা করে। কিন্তু ভারত শুধু সেই হামলা প্রতিহতই করেনি, বরং ভয়ংকর প্রত্যাঘাত হেনে পাকিস্তানের অন্তত ১১টি এয়ারবেস তছনছ করে দেয়। নিহত হয় ১০০-রও বেশি জঙ্গি এবং পাক সেনার ৩৫-৪০ সদস্য। এমন পরাজয়ের ধাক্কা পাকিস্তান সামাল দিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত ইসলামাবাদের অনুরোধেই সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় নয়াদিল্লি। কিন্তু এর আড়ালে লুকিয়ে ছিল চিনের কৌশলগত ' সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের কাঁধে ভর করে নিজেদের অস্ত্রের কার্যকারিতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেছে বেজিং। তবু সেই বাস্তব পরীক্ষাই বেজিংয়ের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন অস্বস্তি। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিষ্কার জানিয়ে দিল-অস্ত্র প্রদর্শনের বাহাদুরি যতই হোক, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ক্ষমতার মুখোশ খুলে যায়। অপারেশন সিঁদুর তাই শুধু ভারতীয় সামরিক সাফল্যের গল্প নয়, একইসঙ্গে চিনের অস্ত্রশক্তির প্রকৃত সীমাবদ্ধতাকেও সামনে এনে দিল-যা ভবিষ্যতের ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

আফগানিস্তানকে প্রকাশ্য হুমকিতে উত্তাল কাবুল-ইসলামাবাদ সম্পর্ক

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে ধারাবাহিক ভাবে ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হাঁটল পাকিস্তান। সরাসরি তালিবান সরকারকে হুমকি দিয়ে ইসলামাবাদ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে-আফগানিস্তান যদি পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত দাবি না মেনে চলে, তবে কাবুলে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটানোর মতো পদক্ষেপ নিতে তারা পিছপা হবে না। আন্তর্জাতিক কূটনীতি তোলপাড় করা এই বার্তা প্রকাশ্যে আসতেই ফের উত্তেজনা বাড়ছে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কে, আর সামনে এসে পড়ছে অশান্ত সীমান্ত পরিস্থিতি ও সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গ। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, তুরস্কের মধ্যস্থতায় আফগানিস্তান-পাকিস্তানের প্রতিনিধি বৈঠকের মাঝেই ইসলামাবাদ এই কড়া বার্তা দিয়েছে। জানা যাচ্ছে, পাকিস্তান কেবল মৌখিক হুঁশিয়ারিতেই থামেনি- তারা ইতিমধ্যেই কাবুলবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ শুরু করেছে, তালিবান সরকারকে অস্থিতিশীল করার মঞ্চ তৈরি করতে। তাদের অভিযোগ, আফগান মাটিকে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)- পাকিস্তানের শত্রু জঙ্গি সংগঠন। ইসলামাবাদ দীর্ঘদিন ধরে তালিবানের কাছে দাবি করে এসেছে, টিটিপি-কে ঘিরে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং সংগঠনের সদস্যদের পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু আফগানিস্তানের উত্তরে ছিল স্পষ্ট অস্বীকার-টিটিপির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই কাবুলের, এবং তারা কোনওভাবেই দেশের মাটি সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেয় না। তালিবানের এই অবস্থান পাকিস্তানকে আরও ক্ষুব্ধ করেছে, যার ফলেই এই বিস্ফোরক হুমকি। প্রকাশ্যে আসছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। ইসলামাবাদ নাকি আফগানিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ শুরু করেছে। এই তালিকায় রয়েছেন-হামিদ কারজাই,আশরাফ গনি,আহমেদ মাসুদ (মাসুদের ছেলে),শুধু তাই নয়, আফগান ফ্রিডম ফ্রন্ট ও নর্দান অ্যালায়েন্সের নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করছে পাকিস্তানের আইএসআই। বিশেষত উত্তরাঞ্চলের শক্তিশালী নেতা আব্দুল রশিদ দোস্তমকে আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই-পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদের উসকে দিয়ে তালিবানের পতন ঘটানো। তিন দফা বৈঠকেও নিষ্পত্তি হয়নি ডুরান্ড লাইনের প্রশ্ন। পাকিস্তান চায় সীমান্ত বরাবর একটি বাফার জোন তৈরি হোক নিরাপত্তার স্বার্থে। কিন্তু আফগানিস্তানের দাবি, ডুরান্ড লাইন আন্তর্জাতিক সীমান্ত নয় এবং পাকিস্তানের সেই দাবিকে তারা কোনওভাবেই স্বীকার করবে না। এদিকে আবার সীমান্তে টিটিপি হামলার ঘটনা বেড়েছে। পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগানিস্তান কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় ইসলামী জঙ্গিরা আগের থেকে সংগঠিত হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামাবাদের ভাষা ক্রমে কঠোর হয়েছে। তালিবানের পাল্টা হামলায় পাকিস্তানের সেনা ক্ষয়ক্ষতির মুখে প।ছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বহু পাক সেনা নিহত হয়েছে সম্প্রতি সংঘর্ষে। এর জবাবেই পাকিস্তানের নতুন কৌশল- সরকার বদলের হুমকি। অন্যদিকে তালিবানের বক্তব্য-পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস সমস্যার দায় আফগানিস্তানের ওপর চাপানো বন্ধ করা উচিত। টিটিপি একটি আলাদা সংগঠন, তালিবানের সঙ্গে তাদের কোনও আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নেই। এই পরিস্থিতিতে চিন্তিত তুরস্ক ও কাতার, যারা দু'দেশের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে। ইতিমধ্যেই তিন দফা আলোচনায় কোনও ফল হয়নি। ইসলামাবাদ যেভাবে কাবুলবিরোধী গোষ্ঠীকে সক্রিয় করার পথে এগোচ্ছে, তা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে নতুন গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা উসকে দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।আন্তর্জাতিক মহলের মত- যদি পাকিস্তান সত্যি এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে, তবে মধ্য এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। ২০২১ সালের অশান্ত অধ্যায় আবার ফিরে আসার আশঙ্কা উ।য়ে দেওয়া যাচ্ছে না।একদিকে পাকিস্তানের দাবি- তাদের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কঠোর পদক্ষেপ দরকার।অন্যদিকে আফগানিস্তানের যুক্তি- জাতীয় সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ কোনওভাবেই মানবে না তারা। তালিবানের সরকার পরিবর্তনের হুমকি যে পরিস্থিতিকে আরও অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে, তা বলাই বাহুল্য। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে তাই ফের প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে-পাকিস্তান কি সত্যিই তালিবানকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সফল হবে, নাকি এই হুমকি নতুন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জন্ম দেবে? আপাতত এই উত্তরের অপেক্ষায় গোটা অঞ্চল।

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি রোধ সহ ছয় দফা দাবি, টিইসিএল-এর

আগরতলা, ২২ নভেম্বরঃ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থে ছয় দফা দাবি নিয়ে সরব হল ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার এসোসিয়েশন (টিইসিএ)। শুক্রবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান যে, রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষ উচ্চ বিদ্যুৎ বিলের চাপে পর্যুদস্ত-এ অবস্থায় নতুন করে মাশুল বাড়ানো হলে তা জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে বলে জানান প্রতিনিধিরা। টিইসিএ-এর পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, গ্রাহকদের সম্মতি ছাড়া জোরপূর্বক স্মার্ট মিটার বসানো অনৈতিক। তাই অবিলম্বে ওই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যেই বসানো স্মার্ট মিটার বাতিল করার দাবি জানানো হয়। তাদের অভিযোগ, স্মার্ট মিটার নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে বিভ্রান্তি, অতিরিক্ত বিল এবং প্রযুক্তিগত জটিলতা-সব মিলিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। বিদ্যুৎ পরিষেবায় ঘাটতি দূর করতে এবং লোকসান কমাতে সংগঠনটি দুটি সাংগঠনিক দাবি তোলে। তাদের বক্তব্য, বিদ্যু পরিবহণে অপচয়.ও চুরি রুখতে কঠোর নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন। পাশাপাশি, আউটসোর্সিং বন্ধ করে টিএসইসিএল-এ স্থায়ী মিটার রিডার ও স্থায়ী লাইনম্যান দ্রুত নিয়োগ করতে হবে, যাতে পরিষেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতি রোখা যায়। সংগঠনের দাবি, রাজ্য সরকার গ্রাহকদের স্বার্থকে সর্বাগ্রে রেখে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে। দাবিগুলি উপেক্ষা করা হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে টিইসিএ।

অহন-অনীতের সম্পর্ক নিয়ে চলছে জোর তরজা, অভিনেতা অহন

মুম্বই, ২২ নভেম্বরঃ সাইয়ারা সিনেমা খ্যাত অহন পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডা বলিউডের চর্চিত জুটি। অন- স্ক্রিনে তাদের সম্পর্কের রসায়নের পাশাপাশি অফ - স্ক্রিনে তাদের খুনসুটি উস্কে দিয়েছে একটাই প্রশ্ন। তাদের সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয়েছে একাধিক জল্পনা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক করণ জোহারের উঠে আসা বক্তব্যেও রয়েছে এই একই জল্পনার সুর । তবে এই সব জল্পনা কার্যত উড়িয়ে দিয়ে অভিনেতা অহন পান্ডে বলেছেন, তাঁরা শুধুই ভালো বন্ধু। তিনি আরও বলেন , অনীত আমার সবথেকে ভালো বন্ধু। গোটা সমাজ মাধ্যম হয়তো ভাবছে আমরা প্রেমের সম্পর্কে রয়েছি কিন্তু বিষয়টি একেবারেই ভুল। সব সম্পর্ক প্রেমের হয় না, কিছু সম্পর্ক হয় শুধুই বন্ধুত্বের। ভবিষ্যতে তাদের সম্পর্ক পরিণতি পাবে কিনা , সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান , এখনও পর্যন্ত এই ভাবনা নেই , ভবিষ্যতেও তা হবার সম্ভাবনাও নেই। এই প্রসঙ্গে পরিচালক করণ জোহারও সাক্ষাৎকারের শেষে বলেছেন তাদের সম্পর্কটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সুনিশ্চিত করা হয়নি। ভবিষ্যতে তাঁরা কী করবেন সেটাও এখনও পর্যন্ত অধরা।

বিজেপির বাপ আর এস এস ইংরেজদের দালাল ছিলঃ বললেন কীর্তি আজাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২২ নভেম্বর ঃ বিজেপির বাপ আর এস এস দেশদ্রোহী ছিল। ইংরেজদের দালালি করত, ইংরেজদের ইনফর্মার ছিল। বিজেপির অমিত শাহ এখনও পর্যন্ত দেশের সবথেকে দুর্বল স্বরাস্ট্রমন্ত্রী। তার আমলেই লালকেল্লার সামনে জঙ্গিদের বিস্ফোরন হয়েছে, পহেলগাঁও তে পর্যটকদের হত্যা করা হয়েছে। বিজেপির আমলেও পুলওয়ামায় সেনা গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে। শনিবার বর্ধমান শহরের তেজগঞ্জ ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণকাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে সাইট পরিদর্শন করতে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং আর এস এস সম্পর্কে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বর্ধমান- দুর্গাপুর লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ। সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারী মেমারির পাল্লায় এক সভায় এসে রাজ্যের শাসকদল ও শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অভিযোগ এনেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এদিন সাংসদ বলেন, শুভেন্দু যে থালায় খেয়েছেন সেই থালা ফুটো করছেন। তিনি যে টাকা নিয়েছিলেন তা ক্যামেরাতেই দেখা গিয়েছিল। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এদিন সাংসদ এস আই আর সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, রাজ্যের কোন বৈধ ভোটার যাতে বাদ না যায় সে দিকে কড়া নজর রাখছে রাজ্য সরকার। আর এস এসের বিরুদ্ধে সাংসদের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আর এস এসের পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রচারক সঞ্জয় কবিরাজ জানিয়েছেন, ভারতের মূল সংস্কৃতি সম্পর্কে এদের কোন ধারণা নেই। আর এস এস কিভাবে দেশের কাজ করে সেটা তারা জেনেও স্বীকার করতে চায় না। এদের কাছ থেকে ভাল কথা আসা করা যায় না। এরা প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশের কথাই বলবে স্বাভাবিক।

ভোজন

কাটলেট থেকে ঝাল পিঠে, শীতের সন্ধে গরম করবে ফুলকপির দু'টি দুরন্ত স্ন্যাকস

শীত মানেই বাঙালির রান্নাঘরে এক আলাদা আমেজ। বাজারের ঝুড়িতে ঢুকে পড়ে টাটকা সবজি, আর সেই তালিকার শীর্ষেই থাকে ফুলকপি। মাছের ঝোল থেকে শুরু করে সবজির তরকারি-শীতের দিনগুলোতে যেন কোনও রান্নাই ফুলকপিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু মজার ব্যাপার, একই ফুলকপিকে অনেকে খানিকটা দূরত্বে রাখেন পেটের সমস্যার কারণে। শীতের আসল রস তো তখনই, যখন ঝাল-নুন-গরম স্ন্যাকসের সঙ্গে সন্ধে জমে ওঠে। আর যদি সেই স্ন্যাকসের নায়ক হয় ফুলকপি, তবে তো কথাই নেই! ঠিক সেই কারণেই স্বাদ ও আরাম-দুটোই মিলিয়ে এখানে রইল ফুলকপি দিয়ে দুটি দুর্দান্ত শীতকালীন স্ন্যাকসের সহজ রেসিপিঃ ঝাল পিঠে ও ফুলকপির কাটলেট। একবার বানিয়ে দেখুন, নিশ্চয়ই আপনারও সন্ধের আড্ডা জমে উঠবে গরম ধোঁয়া ওঠা এই লোভনীয় খাবারগুলোর সঙ্গে। ফুলকপির ঝাল পিঠেঃ শীতের সন্ধেতে মশলার এক উষ্ণ আলিঙ্গন ফুলকপির ঝাল পিঠে শুনলেই মন যেন একটু অন্যরকম হয়ে যায়। সাধারণ পিঠে যেখানে মিষ্টির ছোয়া থাকে, সেখানে ঝাল মশলার ভিন্নতা এনে এই রেসিপিটি হয়ে ওঠে একদম শীতের সন্ধে-উপযোগী। হাফ সেদ্ধ ফুলকপি ম্যাশ করে তার সঙ্গে সুজি, ময়দা আর নানা রকম মশলার মেলবন্ধন-এই পুরো প্রক্রিয়াটাই যেন এক ধরনের রোমাঞ্চকর রান্নার খেলায় টেনে নিয়ে যায়। হলুদ, লঙ্কা, ধনে, জিরে, গরম মশলা-প্রতিটি মশলাই গরম তেলের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব সুগন্ধ ছড়াতে থাকে। ব্যাটার প্যানে পড়তেই সৃষ্টি হয় সোনালি রঙের ছোট ছোট পিঠের টুকরো। ধীরে ধীরে উলটে-পালটে ভাজা হলে দেখা যায়, বাইরে হালকা ক্রিস্পি আর ভিতরে নরম ফুলকপির মাখনমত স্বাদ। এই ঝাল পিঠে শুধু পেট ভরাতেই নয়-শীতের সন্ধে উষ্ণ করতে একদম উপযুক্ত। কেটে রাখা লেবুর রস বা সামান্য টমেটো সসের সঙ্গেও দারুণ লাগে। ফুলকপির কাটলেটঃ শীতের নস্ট্যালজিয়ায় ভাজা সোনালি সুখ-বাঙালির শীতের সন্ধে মানেই কোথাও না কোথাও কাটলেটের নাম আসবেই। অনেকেই আলুর বা চিকেনের কাটলেট খান, কিন্তু ফুলকপির কাটলেট শীতের তাজা উপহার। ফুলকপি আর আলুর মিশ্রণ যখন আদা, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা আর চাট মশলার সঙ্গে একসাথে মাখানো হয়, তখন এই সহজ সবজিটিই বদলে যায় এক সুস্বাদু, ঝাঝালো স্ন্যাকে। ময়দা আর ব্রেডক্রাম্বের দ্বিস্তর কাভারিং কাটলেটটিকে বাইরে মুচমুচে করে তোলে, আর তেলের গরম স্পর্শেই সোনালি রঙ ফুটে ওঠে। প্রতিটি কাটলেট ভাজার সময় যে হালকা ক্রিস্পের শব্দ ওঠে, সেটাই যেন শীতের সন্ধের সুর। ধোঁয়া ওঠা কাটলেট প্লেটে সাজিয়ে রাখলেই বাড়ির সবাই একবারে টেনে নেবে। কেচাপ, পুদিনা চাটনি বা ধনে-টমেটোর ডিপ-সব কিছুর সঙ্গেই জমে ওঠে এর স্বাদ। শীত ফুলকপি নিখুঁত সন্ধে-শীতের সময় টাটকা ফুলকপি পাওয়া যায় বলে এই সব রেসিপির স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। ভাপিয়ে বা হালকা সেদ্ধ করে নিলে ফুলকপির গ্যাসের সমস্যা অনেকটাই কমে যায়, ফলে যারা এড়িয়ে চলতেন তারাও নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে পারবেন এই স্ন্যাকসগুলি। ঝাল পিঠের রুক্ষ মশলাদার স্বাদ আর কাটলেটের নরম-ক্রিস্পি মেলবন্ধন-দুটোই শীতের ক্লান্ত সন্ধেকে মুহূর্তে প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম। বাড়িতে অতিথি এলে, বা পরিবার নিয়ে দেরি বিকেলের আলো-আঁধারিতে বসে আড্ডা জমাতে চাইলে, এই দুই স্ন্যাকই আপনার রান্নাঘরের বড় সহায়। শীতের হিমেল হাওয়া আর গরম তেলের ঝাঝালো সুগন্ধ যখন মিলেমিশে ঘর ভরাবে, তখন বুঝবেন-এই দু'টি রেসিপিই আপনার রান্নার খাতা থেকে চিরকাল হারিয়ে যাওয়ার নয়। বরং শীতের প্রথম হাওয়া বইতেই এগুলো বানানোর আগ্রহ জন্মাবে প্রতিবারই। এই শীতে ফুলকপি শুধু তরকারির উপকরণ হয়ে নয়-স্ন্যাকসের নায়ক হয়েই জিতে নেবে আপনার মন।

ডিমা হাসাওয়ে শুরু ভোটার তালিকার 'নিবিড় সংশোধন', প্রস্তুতি চূড়ান্ত

হাফলং (অসম), ২২ নভেম্বর (হি.স.)ঃ আজ ২২ নভেম্বর থেকে ডিমা হাসাও জেলায় শুরু হয ভোটার তালিকার 'নিবিড় সংশোধন' (স্পেশাল রিভিশন সংক্ষেপে এসআর)-এর কাজ। সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক মুনীন্দ্রনাথ নাগাতে। বৃহস্পতিবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক মুনীন্দ্রনাথ নাগাতে জানান, আগামী ২২ নভেম্বর শনিবার থেকে ভোটার তালিকার 'নিবিড় সংশোধন'-এর কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে ফেলেছে জেলা নির্বাচন দফতর। তিনি জানান, ২২ নভেম্বর থেকে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-রা নাগরিক তথা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংশ্লিষ্ট ফর্ম দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারির ভিত্তিতে অসমে ভোটার তালিকার ' সংশোধন' করা হবে, জানান জেলাশাসক। তিনি জানান, বিএলওরা ২২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক ভোটারের বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। যদি নতুন নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয় বা কোনও মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে কর্তন করতে হয় বা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নাম সংশোধন করতে হয় কিংবা ফটো পরিচয়পত্রে যদি কোনও অসংগতি থাকে, তা-হলে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে তা সংশোধন করা হবে। জেলাশাসক বলেন, ২৭ ডিসেম্বর ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটাররা খসড়া ভোটার তালিকার ওপর দাবি-আপত্তি জানাতে পারবেন। প্রতি শনি ও রবিবার বিশেষ শিবির করে দাবি-আপত্তির নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানিয়ে মুনীন্দ্রনাথ নাগাতে বলেন, ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ সংক্রান্ত কাজ সম্পূর্ণ করে ৬ ফেব্রুয়ারি চূ।ন্ত তালিকা প্রস্তুত করে ভারতের নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এর ভিত্তিতে ১০ ফেব্রুয়ারি (২০২৬ সাল) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে কোনও বৈধ ভোটার যাতে ভোটার তালিকার বাইরে না থাকেন তা নিশ্চিত করতে জেলার নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন জেলাশাসক নাগাতে। তিনি বলেন, ভোটারের যদি দুই জায়গায় নাম থাকে, তা-হলে তাঁরা যাতে বিএলওকে তথ্য দিয়ে এক জায়গার নাম ভোটার তালিকা থেকে কর্তন করেন। যদি কোনও ভোটারের নাম দুই জায়গায় থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তা-হলে জনপ্রতিনিধি আইনের বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সাংবাদিক সম্মেলনে জানান জেলাশাসক মুনীঃ দ্রনাথ নাগাতে। এদিকে, ভোটার তালিকার 'নিবিড় সংশোধন'-এর জন্য বৃহস্পতিবার জেলার সব বিএলওদের প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এদিন জেলার কংগ্রেস, বিজেপি সহ সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন জেলাশাসক মুনীন্দ্রনাথ নাগাতে। ভোটার তালিকার 'নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়ায় বিএলওদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির নিয়োগকৃত ব্লক লেভেল এজেঃট (বিএলএ)-দের সহযোগিতা করতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন জেলাশাসক নাগাতে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক হীতেশ বড়ো, অতিরিক্ত জেলাশাসক সূর্য শর্মা।

মথুরাপুরে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২২ নভেম্বর ঃ মথুরাপুরে ছাদ থেকে গৃহবধূকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে শনিবার ২ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর থানা এলাকার তেঁতুলবেড়িয়াতে শুক্রবার সকালে গৃহ নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে এক গৃহবধূকে মারতে মারতে ছাদের উপরে টেনে নিয়ে গিয়ে ছাদের ওপর থেকে তাঁকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে শুক্রবার গভীর রাতে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে মথুরাপুর থানার পুলিশ। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তনয় পাইক ও জিত রায়। উভয়কে শেষ পর্যন্ত মথুরাপুর থানার তেঁতুলবেড়িয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শনিবার তাদের ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, জখম গৃহবধূ মঙ্গলা হালদার আপাতত হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর থানার তেঁতুলবেড়িয়া এলাকায় অবশিষ্ট অংশে গৃহনির্মাণ করার কাজ শুরু করে প্রতিবেশীরা। এতেই ক্ষিপ্ত প্রতিবেশীরা। মঙ্গলাকে মারধর করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৌখিক অভিযোগ পাওয়া গেছে তাকে বেধড়ক মারের পর টেনে বাড়িতেই ছাদের উপরে নিয়ে যায়। তারপর সেখান থেকে তাকে নিচে মাটিতে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। মথুরাপুর থানার ওসি সুদীপ মন্ডলের নির্দেশে মথুরাপুরের তেঁতুলবেড়িয়ার এলাকা থেকে তনয় পাইক ও জিত রায়কে গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অনুপ মন্ডল।

ইলিশ-ভেটকির বাইরে স্বাদের নতুন দিগন্ত রইল গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরির লোভনীয় রেসিপি

বাঙালির খাদ্যভাণ্ডারে মাছ মানেই ভালোবাসা, আর সেই প্রেমের সেরা প্রকাশ ঘটে পাতুরির মতো ঐতিহ্যবাহী রান্নায়। পাতুরি মানেই সাধারণত ইলিশ কিংবা ভেটকির কথা মনে পড়ে। কিন্তু একই পথে বারবার হাঁটলে স্বাদের নতুনত্ব হারিয়ে যায়। তাই এইবার একটু ভিন্ন পথে-চলুন তৈরি করা যাক গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরি, যেখানে চিংড়ির কোমলতা আর গন্ধরাজ লেবুর ছোঁয়া মিলিয়ে তৈরি হয় মন ভোলানো স্বাদ। এই পাতুরি শুধু স্বাদের দিক থেকেই নয়, গন্ধরাজ লেবুর সুবাসের জন্যেও এক আলাদা মাত্রা পায়, যা একবার খেলে মনে থাকবে বহুদিন।

চিংড়ি আর গন্ধরাজ-স্বাদের এক অপূর্ব যোগবন্ধন-চিংড়ি যেভাবেই রান্না করা হোক না কেন, তার নিজস্ব সুবাস এবং হালকা মিষ্টি স্বাদ বাঙালির মন জয় করে নিতেই পারে। আর যখন সেই চিংড়ির সঙ্গে যুক্ত হয় গন্ধরাজ লেবুর সতেজ ঘ্রাণ, তখন স্বাদের খেলায় যোগ হয় এক অনন্য মাত্রা। গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরি এমনই একটি রেসিপি, যা উৎসব হোক বা সাধারণ দিন-পাতে পড়লে মুহূর্তে বিশেষ হয়ে ওঠে। কলাপাতায় মুড়িয়ে বাষ্পে বা তেলে ভেজে তৈরি এই পাতুরি বাড়িতে তৈরি করা যেমন সহজ, খেতে তেমনই অপূর্ব। উপকরণের সহজ তাল, স্বাদের গভীর রহস্য-এই পাতুরির জন্য প্রধান উপকরণ চিংড়ি-দুটো রূপেই। বড় চিংড়ি ৫০০ গ্রাম এবং স্বাদ বাড়াতে তার সঙ্গে থাকে ২৫০ গ্রাম কুচো চিংড়ি।

এর সঙ্গে আরও লাগে- গন্ধরাজ লেবুর পাতা ও রস,- কাঁচালঙ্কা বাটা,- পোস্ত ও নারকেল বাটা,- রসুন বাটা,- সাদা তেল,- নুন ও গোলমরিচ,কলাপাতা ছাড়া পাতুরি অসম্পূর্ণ, তাই ৩-৪টি বড় কলাপাতা অবশ্যই প্রস্তুত রাখতে হবে।

রান্নার ধাপে ধাপে জাদু-প্রথমেই বড় চিংড়িগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে গ্রাইন্ডারে পেস্ট বানাতে হবে। সেই পেস্টেই মেশানো হবে কুচো চিংড়ি-যা পাতুরির টেক্সচারে এনে দেবে বাড়তি মাখনমাখা কোমলতা। এরপর একে একে ঢুকে পড়বে পোস্ত বাটা, নারকেল বাটা, রসুন, কাঁচালঙ্কা, গন্ধরাজ লেবুর রস ও পাতা, সঙ্গে নুন-গোলমরিচ। সব মিলিয়ে তৈরি হবে এক সুগন্ধি, স্নিগ্ধ মিশ্রণ। এই মিশ্রণটা চিংড়ির স্বাদকে এমনভাবে মুড়িয়ে রাখে যে প্রতিটি কামড়ে মনে হবে যেন নতুন করে চিংড়ির রূপ আবিষ্কার করছেন। কলাপাতাগুলো আগুনে হালকা সেঁকে নিলে পাতুরি মুড়তে সুবিধে হয়। প্রতিটি পাতা ওপরে চিংড়ির মিশ্রণ রেখে তার ওপর একটি করে গন্ধরাজ লেবুর পাতা। এরপর পাতাটি চার দিক থেকে ভাঁজ করে শক্ত করে মুড়তে হবে। একটি ফ্রাইং প্যানে সামান্য সাদা তেল দিয়ে এই মোড়া পাতাগুলো রেখে মাঝারি আঁচে দুই পিঠ সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। কলাপাতা থেকে বেরোতে থাকা ধোঁয়া আর গন্ধরাজের সুবাস রান্নাঘর ভরিয়ে দেবে মুহূর্তে-এটাই এই রেসিপির সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত। গরম ভাত, এক চামচ ঘি-আর একটি পাতুরি- গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরি পরিবেশনেই রয়েছে এর আসল স্বাদ। গরম ভাতের সঙ্গে, চাইলে এক চামচ ঘি মিশে নিলে স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। চিংড়ির নরম টেক্সচার, পোস্ত-নারকেলের মসৃণতা আর গন্ধরাজের মন মাতানো সুবাস-সব মিলিয়ে যে স্বাদ তৈরি হয়, তা সত্যিই অনন্য। বাঙালি রসনাকে সম্মান জানিয়ে বলা যায়, এই পাতুরি একবার খেলে বারবার তৈরি করতে ইচ্ছা হবে। বিশেষ অতিথিদের জন্য হোক বা পরিবারের সঙ্গে নৈশভোজ-গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরি সবসময়ই বিশেষ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। স্বাদের নতুনত্ব খুঁজছেন? তাহলে ইলিশ-ভেটকির পথ পেরিয়ে একবার গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরি বানিয়ে দেখুন-বুঝবেন, চিংড়ির এই রূপটাই আসলে ছিল অপেক্ষায়।

গোসাবায় এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২২ নভেম্বর ঃ গোসাবার লাহিড়িপুর পঞ্চায়েতের সাধুপুর খাল থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায় শুক্রবার বিকেলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর লোকসভার গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধুপুর গ্রামের খালে স্থানীয় মানুষজন এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির দেহ দেখতে পায় শুক্রবার বিকালে। এলাকার মানুষজন প্রথমে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে খবর দেয়। খবর পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান প্রবীর মন্ডল ঘটনাস্থলে এসে দেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। গ্রামের খালে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখে এলাকার মানুষজনের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত কাজ শুরু করে পুলিস।

LOST & FOUND

I, Shankari Rani Roy, W/o Dulal Roy, Vill Uchu Kayadanga, P.O. Kalyangarh, P.S. Ashoknagar Dist North 24 Pgs. My land deed no.534/06 Khatian 1895. Dag 260 was lost on 15/11/2025 from Kalyangarh bazar. Any kind hearted person if found please return me and oblige.

Sd/-SANKARI RANI ROY
M-8208631864.

Name Change

I,MILAN MALLIK (OLD NAME) S/O BINAY MALLICK ,RESIDING AT, PANCH KAHANIA BARAJAGULI, P.S - HARINGHATA, NADIA - 741221 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MILAN MALLICK (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE NOTARY AT KOLKATA DATE 21/11/25 , MILAN MALLICK (NEW NAME) AND MILAN MALLIK (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,BINOY MALLICK & BINAY MALLIK (OLD NAME) S/O SANTOS MALLICK ,RESIDING AT, PANCH KAHANIA BARAJAGULI, P. S - HARINGHATA,NADIA - 741221 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINAY MALLICK (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE NOTARY AT KOLKATA DATE 21/11/25 , BINAY MALLICK (NEW NAME) AND BINOY MALLICK & BINAY MALLIK (OLD NAME) BOTH ARE SAME

নাম পরিবর্তন

আমি সামাদ ভুলন মল্লিক,(আধার নাম্বার ৬০৪৫ ১৬৮২ ১২৫১) পিতাঃ ভুলন মল্লিক ওরফে আব্দুল খলিল মল্লিক, বাসিন্দাঃ(স্থায়ী) গ্রাম+পোস্টঃ পুরসা, থানাঃ গলসী, জেলা ঃ বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩৪০৬, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার পিতার দুটি নাম রয়েছে ভুলন মল্লিক এবং আব্দুল খলিল মল্লিক। এই দুটি নামেই পরিচিত এবং উভয় নামই একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে অর্থাৎ আমি। এই নাম সংক্রান্ত বিষয়টি আমি আইনত হলফনামা (ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বোলপুর, ২ কোর্ট এর কাছে হলফনামা নম্বর ৭৩৪৭ তারিখ ১৫১১২০২৫) দ্বারা ঘোষণা করেছি, এবং বর্তমানে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করছি যে, ভবিষ্যতে যে কোনো নথিপত্রে এই নামগুলোর ব্যবহার হলে তা একই ব্যক্তির পরিচয় অর্থাৎ আমার পিতার পরিচয় হিসাবে গণ্য হবে।

পোস্ত, তিলের উপর ফুটে উঠছে অনন্য শিল্পের নিদর্শন, ঐতিহ্য গয়না বড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ নভেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ঐতিহ্য শীতের গয়না বড়ি। শীতের দিনে তমলুক, মহিষাদল-সহ পূর্ব মেদিনীপুরের আনাচে

কানাচে, ঘরে ঘরে চলে গয়না বড়ি বানানোর কাজ। বিউলির ডাল জলে ভিজিয়ে, বেটে, পোস্ত বা তিলের ওপর দেওয়া হয় গয়না বড়ি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই বড়ি তৈরিতে মজে তমলুক ও মহিষাদলের মানুষেরা। বঙ্গের ঋতু রঙ্গে সবচেয়ে প্রিয় ঋতু শীত। শীতকাল মানেই নলেন গুড়, পিঠে পুলি, পায়েস-সহ বিভিন্ন খাবার দাবার। সেই খাদ্য তালিকায় বড়ির স্থান উপরের দিকেই। আর তা যদি হয় গয়না বড়ি, তাহলে তো আর কথাই নেই। এই বড়ির সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষের ভালবাসা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নবান্ন, বড়দিন বা পৌষমেলার মতোই বাংলার মেয়েদের কাছে শীত ছিল এক উৎসবের ঋতু। আর সেই উৎসবের পুরোধা হল গহনা বড়ি বা চলতি কথায় গয়না বড়ি। সাধারণত অগ্রহায়ন মাস থেকেই বাড়িতে বাড়িতে লেগে থাকে উৎসব। বিউলির ডাল, পোস্ত, সাদা তিল এবং অন্যান্য মশলার সংমিশ্রনের সঙ্গে মেয়েদের সুদক্ষ হাতের কারুকার্যের নিদর্শন হল এই গহনা বড়ি। বছর পর বছর পেরিয়েও বর্তমান প্রজন্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে সেই কারুকার্যের ছাপ। গয়না বড়ি তৈরির উপকরণ- গয়না বড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজন বিউলির ডাল, পোস্ত, তিল, স্বাদ মতো এলাচ, নুন, কালোজিরে। গত ৩০ বছর ধরে বড়ি তৈরি করে আসছেন এক মহিলা। তিনি জানালেন, 'শীতের নরম রোদে গহনা বড়ি খুব ভাল তৈরি হয়। গহনা বড়ি তৈরির জন্য বিউলির ডাল, পোস্ত, তিল, এলাচ, স্বাদমত নুন ও সামান্য কালজিরে লাগে। **গয়না বড়ি তৈরির পদ্ধতিঃ** আগের দিন বিকেলবেলা বিউলির ডাল জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভেজানো ডাল জল থেকে ভাল করে পরিষ্কার করে ছেঁকে নেওয়া হয়। তারপর মিহি করে বেটে নিতে হয়। বেটে নেওয়া ডালে এলাচ, কালোজিরে, স্বাদমতো নুন মিশিয়ে ফেটিয়ে নেওয়া হয়। অন্যদিকে একটি বড় থালায় পোস্ত বা তিল বিছিয়ে, ফেটিয়ে নেওয়া ডাল কাপড়ের টুকরো ও চোঙের সাহায্যে গয়না বড়ি দেওয়া হয়। বেটে নেওয়া ডালকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফেটাতে হবে, তবেই বড়ি হালকা ও মুচমুচে হয়। **গহনা বড়ির ইতিহাসঃ** ১৯৩০ সালে সেবা মাইতি নামে শান্তিনিকেতনের এক ছাত্রী মা হিরণ্ময়ী দেবী ও ঠাকুমা শরতকুমারী দেবীর তৈরি গহনা বড়ি উপহার দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। রবীন্দ্রনাথ গহনা বড়ির শিল্পকলা দেখে এতটাই আকৃষ্ট হন যে তিনি গহনা বড়িগুলির ছবি শান্তিনিকতনের কলা ভবনে সংরক্ষণ করার অনুমতি চেয়ে হিরণ্ময়ী দেবী ও শরতকুমারী দেবীকে চিঠি লেখেন। এর ফলে গহনা বড়ি চারুকলার নিদর্শন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একদা বলেছিলেন, গহনা বড়ি শুধুমাত্র দেখার জন্য, খাওয়ার জন্য নয়। তিনি গহনা বড়ির শিল্পকর্মের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার খোটানে আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্বের শিল্পকর্মের সাদৃশ্য খুঁজে পান এবং গহনা বড়ির প্রদর্শনীর যথাযথ ব্যবস্থা করেন। নন্দলাল বসু গহনা বড়িকে বাংলা মায়ের গয়নার বাক্সের একটি রত্ন বলে বর্ণনা করেন এবং তিনি গহনা বড়ির উপর একটি বই প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৫৪ সালে কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৯ তম অধিবেশনে গহনা বড়ি প্রদর্শিত হয়। বংশপরম্পরায় আজও তমলুক মহিষাদল-সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে মহিলারা শীতের সকালে গহনা বড়ি তৈরি করেন।

ইসলামপাড়া হল্ট স্টেশনে ২২টি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের সাময়িক স্টপেজ অব্যাহত

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ রেলের হাওড়া বিভাগের ইসলামপাড়া হল্ট স্টেশনে ২২টি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ অস্থায়ীভাবে অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৩.১১.২০২৫ থেকে ২২.০৫.২০২৬ পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে অব্যাহত থাকবে। ট্রেনগুলো হলঃ ৩৭৭৪৩, ৩৭৭৪৯, ৩৭৭৫১, ৩৭৭৫৩, ৩৭৭৫৭ এবং ৩৭৭৪৫ ব্যান্ডেল - কাটোয়া ইএমইউ লোকাল। ৩৭৯২১, ৩৭৯২৭, ৩৭৯১৫ এবং ৩৭৯২৫ হাওড়া - কাটোয়া ইএমইউ লোকাল। ৩৭৯১২, ৩৭৯১৪, ৩৭৯২৮, ৩৭৯২০ এবং ৩৭৯২৪ কাটোয়া - হাওড়া ইএমইউ লোকাল। ৩৭৭৪২, ৩৭৭৪৪, ৩৭৭৪৮, ৩৭৭৫০ এবং ৩৭৭৪৬ কাটোয়া- ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল। ৩১১১২ ৩১১১১ কাটোয়া-শিয়ালদহ - কাটোয়া ইএমইউ লোকাল।

শান্তিপুর বড় বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই একাধিক দোকান, লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

দেবাশিস কংশবণিক, শান্তিপুর, ২২ নভেম্বর ঃ শুক্রবার মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো নদীয়ার শান্তিপুরের বড় বাজারে। বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হবে বলে অনুমান ব্যবসায়ীদের। সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা প্রাথমিক ধারণা দমকল বাহিনী ও স্থানীয়দের। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দমকল বাহিনীর তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। শুক্রবার মধ্যরাতে নদীয়ার শান্তিপুর বড় বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি প্রথমে নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এরপর তড়িঘড়ি ফোন করা হয় দমকল বিভাগে। ইঞ্জিন সহ দমকল বাহিনীর কর্মীদের আসার আগেই আগুনের তীব্রতা ভয়ানক আকার নেয়। ক্রমশ আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে বড় বাজারজুড়ে। এক নিমিষেই পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায় বাজারের বেশ কিছু অংশ। সেখানে আলু-পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন পণ্য পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। অপরদিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন শান্তিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয়দের পাশাপাশি দমকল বাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসতে আসতে রাত গড়িয়ে যায়। শান্তিপুর বড়বাজার নদীয়ার অন্যতম একটি পুরাতন বাজার। যার অলিতে গলিতে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। ঠিক তেমনি বড় বাজারের মাছ বাজার

লাগোয়া রয়েছে বেশ কয়েকটি আলু- পেঁয়াজ সহ সবজি ব্যবসায়ীদের গুদাম। মূলতঃ সেই জায়গাতেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগুন যদি সঠিক সময় নিয়ন্ত্রণে না আসতো তাহলে আরও বেশি ক্ষতি হতে পারতো। যদিও দমকল বাহিনীর কর্মীদের নিরন্তন প্রচেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

সুভাষিনী চা বাগানের হেক্টরের পর হেক্টর জমি গিলে খাচ্ছে তোর্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২২ নভেম্বর ঃ দুর্যোগ কাটলেও বিপদ পিছু ছাড়ছে না সুভাষিনী চা

বাগানের। তোর্ষা নদীর জলস্তর কমলেও, স্রোত কমেনি। সেই স্রোতেই বিলীন হয়ে চলেছে চা বাগানের জমি। বন্যা পরিস্থিতির পর এখনও অবধি প্রায় ৯০ হেক্টরের বেশি জমি বিলীন হয়ে গেছে বলে দাবি বাগান কর্তৃপক্ষের। গত ৫ অক্টোবরে তোর্ষা নদীর প্রবল স্রোতে নদী বাঁধ ভেঙে চা বাগানে জল ও পলিমাটি প্রবেশ করে। পলিমাটির নীচে চাপা পড়ে যায় বাগানের প্রায় ৯০ হেক্টর জমি। সেই পলিমাটিতে গ্রানাইট থাকায় সেখানে আগামীতে আর চা গাছ রোপণ করা যাবে না বলে দাবি বাগান কর্তৃপক্ষের। এই ক্ষতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজার মাঝেই বিলীন হয়ে চলেছে তোর্ষা নদীর ধারে থাকা বাগানের ৮ নম্বর সেকশনের অধিকাংশ জমি। চিন্তায় সুভাষিনী চা বাগান কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনের কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। বাগান কর্তৃপক্ষের কথায়, বন্যার পর নদীর মুখ পুরোপুরি বাগানের দিকে ঘুরে গেছে। বাগান ঘেঁষেই বর্তমানে তোর্ষা নদীর জল বয়ে চলেছে। সম্প্রতি বৃষ্টি না হলেও নদীর জলের স্রোত কমেনি। বাগানের ম্যানেজার শীর্ষেন্দু বিশ্বাস জানান, বন্যার পর অস্থায়ীভাবে সেচ দফতরের তরফে বাঁধ তৈরির কাজ চলছে। বর্তমানে ৮ নম্বর সেকশনে যে দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত, সেখানে কোনও কাজ হয়নি। ফলে ধীরে ধীরে বাগানের জমি গ্রাস করছে নদী। সুভাষিনী চা বাগানের ম্যানেজার শীর্ষেন্দু বিশ্বাস আরও জানান, স্থায়ী পাকাপোক্ত কোনও বাঁধ নির্মাণ ছাড়া নদীর স্রোত আটকানো সম্ভব নয়। এই নিয়ে একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিককেও জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ছন্দে বাগানকে ফিরিয়ে আনাই বর্তমানে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, ইতিমধ্যেই স্থায়ী বাঁধ তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। তার আগে নদীর হাত থেকে বাগানের জমি বাঁচাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হাওড়া বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ হাওড়া বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং, ওভারহেড সরঞ্জাম এবং সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, ২৩.১১.২০২৫ তারিখে ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতএব, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ করা হয়েছেঃ ২৩.১১.২০২৫ তারিখে ট্রেন বাতিলঃ হাওড়া থেকে- ৩৭০৫৫, ৩৭২৪৯, ৩৭৩৬৩, ৩৬৮২৩ ব্যান্ডেল থেকে- ৩৭২৪৬, ৩৭৭৪৯ বর্ধমান থেকে- ৩৬৮৩৪ শেওড়াফুলি থেকে- ৩৭০৫৬ আরামবাগ থেকে- ৩৭৩৬৪, ৩৭৩৯৬ কাটোয়া থেকে- ৩৭৭৪৮ ২৩.১১.২০২৫ তারিখে ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি- ৩৭৩৬৫ হাওড়া - আরামবাগ লোকাল তারকেশ্বরে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি করা হবে। ২৩.১১.২০২৫ তারিখে ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ- ৫৩০০৯ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লোকাল ১২.০০টার পরিবর্তে কাটোয়া থেকে দুপুর ১২.৩০ টায় ছাড়বে।

বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ রুটে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা, সোমবার থেকে বাড়ছে গড়িয়া- বেলেঘাটা মেট্রো

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ রুটে অর্থাৎ অরেঞ্জ লাইনে শুরু হতে চলেছে সিবিটিসি বা কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমে মেট্রো চলাচল। সোমবার থেকেই অরেঞ্জ লাইনে শুরু হবে এই পদ্ধতিতে চলাচল। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সপ্তাহের প্রথমদিন থেকে ৬০টির পরিবর্তে ৬২টি মেট্রো চলবে বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সোমবার থেকে অরেঞ্জ লাইনে পরিবর্তিত মেট্রো পরিষেবা । মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! সোমবার অর্থা ২৪.১১.২০২৫ থেকে অরেঞ্জ লাইনে যোগাযোগ ভিত্তিক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (CBTC) চালু হতে চলেছে। সেই দিন থেকে, অরেঞ্জ লাইনে প্রতিদিন ৬০ টি পরিষেবার পরিবর্তে ৬২টি পরিষেবা (৩১টি আপ এবং ৩১টি ডিএন) পরিচালিত হবে। **প্রথম পরিষেবাঃ** কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা (০৮.০০ টার পরিবর্তে) সকাল ০৭.৪০ টায়। বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ (০৭.৫৫ টার পরিবর্তে) সকাল ০৮.১০ টায়। **শেষ পরিষেবাঃ** কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা (০৭.০৫ টার পরিবর্তে) রাত ২০.২০ টায়। বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ (২০.০৫ টার পরিবর্তে) ২০.৪৫ টায়। কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে (বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ) সোমবার থেকে কমিউনিকেশন - ভিত্তিক ট্রেন কন্ট্রোল (CBTC) সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। এই সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালকবিহীন মেট্রো চালানোর জন্য এবং ট্রেনের ব্যবধান কমাতে সাহায্য করবে, যার ফলে পরিষেবা আরও দ্রুত হবে। **সিবিটিসি সিগন্যাল ব্যবস্থার সুবিধা-চালকবিহীন মেট্রোঃ** এই প্রযুক্তি চালকবিহীন মেট্রো পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। **ট্রেনের ব্যবধান হ্রাসঃ** সিবিটিসি ব্যবস্থার মাধ্যমে মেট্রো ট্রেনগুলি একে অপরের থেকে কম দূরত্বে চলতে পারবে, যার ফলে পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে। **সুরক্ষা বৃদ্ধিঃ** এই ব্যবস্থা উন্নত ট্রেনের অবস্থান নির্ধারণ এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। **যোগাযোগ-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণঃ** এই সিস্টেমে ট্রেনগুলি একটি কেন্দ্রীভূত সিস্টেমের সাথে ওয়্যারলেস সংযোগের মাধ্যমে ক্রমাগত যোগাযোগে থাকে, যা তাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এমনিতেই এই অংশে যাত্রী কম হওয়ার অভিযোগ থাকে। মেট্রো চাইছে পরিষেবা বাড়িয়ে যাত্রী টানতে।

ডাম্পারের ধাক্কায় আহত ছাত্রী, উত্তেজনা দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২২ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হল এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। শনিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের এন এন ব্যানার্জী রোডে। জানা গেছে আহত ছাত্রীর নাম রাজশ্রী বাউড়ি। একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রী সে। এ দিন রাস্তায় সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজশ্রীকে ধাক্কা মারে। শনিবার সকালে স্কুল ছুটির পরে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিল রাজশ্রী। এস এন ব্যানার্জী রোডের উপরে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার এসে ধাক্কা মারে তাকে। সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে রাজশ্রী। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ডাম্পারটিকে আটক করে। খবর দেওয়া হয় রাজশ্রীর বাড়িতেও। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার পরে এলাকায় আসে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ডাম্পারটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে ডাম্পারের চালক ও খালাসি পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গেছে, রাজশ্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতাল থেকে অন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

বিয়ের মরশুমে লাল গোলাপ সহ মরশুমি ফুলের দাম আকাশ ছোঁয়া, আশঙ্কা বিক্রেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ ভিন রাজ্যের গোলাপে ছেঁয়ে গেছে বাজার। পাল্লা দিচ্ছে বাংলার গোলাপও। বিয়ের মরশুম এখন যেন রঙিন শীত জলপাইগুড়িতে। শীতের হাওয়া বইতেই জলপাইগুড়ির ফুলবাজারে ভিড় জমতে শুরু করেছে রঙিন রকমারি ফুলের। চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, শীতের প্রথম সপ্তাহেই একের পর এক ফুল এসে সাজিয়ে তুলছে বাজার। শুরু হয়েছে বিয়ের মরশুম, তাই স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে চাহিদা। তবে এই রঙিন ঋতুর মাঝেই বিক্রেতাদের মুখে খানিক চিন্তার ছাপ রয়েছে। ফুল ব্যবসায়ীদের কথায়, এ বছর বর্ষার শেষ দিকের অতিবৃষ্টিতে বিভিন্ন অঞ্চলের ফুলবাগানের ব্যপক ক্ষতি হয়েছে। বহু জায়গায় জমে থাকা জলে নষ্ট হয়ে গেছে ফুলের চারা। ফলে ফুলের উৎপাদন হয়েছে কমে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে আমদানিতে। কলকাতার আশপাশ থেকে শুরু করে নদীয়া, হুগলি, হাওড়া - সব জায়গা থেকেই এ বছর ফুল আসছে ঠিকই। তবে আগের তুলনায় খানিক কম পরিমাণে। অন্যদিকেই ভিন রাজ্য থেকেও ফুলের রমরমা। বেঙ্গালুরু গোলাপ কিংবা বেঙ্গালুরু জিপসির চাহিদা রয়েছে বাজারে। স্থানীয় এক ফুল ব্যবসায়ীর কথায়, বর্ষার ক্ষতি এখন পুরো বাজারটাই টের পাচ্ছে। দাম বাড়তে পারে বেশিরভাগ শীতকালীন ফুলের। এতে চাপ পড়বে সাধারণ ক্রেতাদের উপরেও। তা সত্ত্বেও রঙিন ফুলে সাজানো বাজারের মধ্যেই উৎসবের আবহ

চন্দ্রমল্লিকার মতো ফুল তো চাহিদা বাড়লেই দাম উর্ধ্বমুখী হয়। এই মরশুমে সেটা আরও বাড়বে। একই সুর অন্য বিক্রেতাদের মুখেও। বিয়ের মরশুমে সাধারণত চাহিদা বাড়ে গোলাপ ও রজনীগন্ধার মতো ফুলেরও। তাই এগুলির দামও যে বাড়বে, তা নিশ্চিত বলেই মনে করছেন তারা। ফুল বিক্রেতাদের অনুমান, মরশুমের চাহিদা পূরণে যদি আমদানি স্থিতিশীল না হয়, তবে ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ফুটে উঠেছে জলপাইগুড়িতে। বিয়ে থেকে পুজো, সব উৎসবেই ফুল অপরিহার্য। আর সেই ফুলের বাজার যদি মরশুমের শুরুতেই দাম বাড়ার বার্তা দেয়, তবে চিন্তা বাড়বেই। ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ সবাই আশঙ্কার মধ্যেই রয়েছেন। তবে আশায় বুক বেঁধেছেন বিক্রেতারা। মরশুমের মধ্যভাগে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে হয়তো বাজার কিছুটা স্বাভাবিক হবে বলেই তাঁরা মনে করছেন।

নির্বাচন কমিশনকে 'দায়ী' করে আত্মঘাতী বিএলও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ২২ নভেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনকে 'দায়ী' করে আত্মঘাতী হলেন এসআইআর-এর দায়িত্বে থাকা এক স্কুল শিক্ষিকা। নাম রিঙ্কু দফাদার (৫৩)। বাড়ি কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলা এলাকায়। শনিবার সকালে নিজের বাড়িতেই তিনি আত্মঘাতী হন। সূত্রের খবর, ঘটনাস্থল থেকে দীর্ঘ একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে। শেষ চিঠিতে সরাসরি কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন রিঙ্কুদেবী। তিনি চিঠিতে লেখেন, 'এই পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। এই মানসিক কাজের চাপ আমি নিতে পারছি না। রিঙ্কু দফাদারের আদি বাড়ি চাপড়ার বাঙালঝি এলাকায়। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর ষষ্ঠীতলা থাকছিলেন। এক ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে। কৃষ্ণনগর থেকে নিয়মিত চাপড়ায় গিয়ে বিএলও-র কাজ করতে হতো। কৃষ্ণনগর থেকে চাপড়ার দূরত্ব অনেকটাই। অফলাইনে কাজ প্রায় শেষ করে ফেললেও অনলাইনে তা আপলোড করতে সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন। কেন তিনি আত্মঘাতী হলেন, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে।

দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তমলুকের কাউন্সিলর সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২২ নভেম্বর ঃ তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে সরাসরি আইপ্যাককে আক্রমণ করে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সমালোচনার মুখে পড়েছেন রাজ্যের যুব তৃণমূলের সহ-সভাপতি এবং কাউন্সিলর পার্থসারথি মাইতি। শুক্রবার বিকেলে তমলুকের নিমতৌড়িতে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে 'বিদ্রোহী' এই নেতাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করার ঘোষণা দেন জেলা সভাপতি সুজিত রায়। এদিনও জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দল ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বিতর্কিত এই কাউন্সিলর। তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজিত রায় বলেন, কয়েকমাস ধরে তমলুকের কাউন্সিলর তথা রাজ্য যুব সহ সভাপতি পার্থসারথি মাইতি সোশাল মিডিয়ায় এবং সাংবাদিকদের সামনে দলবিরোধী কথাবার্তা বলছেন। ওই যুব নেতাকে এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলাম। উনি তমলুকের বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, সুকুমার দে, অখিল গিরি, এমনকি জেলা সভাপতি হিসেবে আমাকেও আক্রমণ করে চলেছেন। বারবার বলা সত্ত্বেও এই ধরনের অবাঞ্ছিত বক্তব্য থেকে আটকানো যায়নি। তাই আজকে রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নির্দেশ মতো পার্থসারথি মাইতিকে দল থেকে সাসপেন্ড ঘোষণা করা হল। ইতিমধ্যেই তাঁকে চিঠি পাঠিয়ে সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। কাউন্সিলরের বাবার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলেও জানান জেলা সভাপতি। তিনি বলেন, আমি ওঁর বাবা বর্ষীয়ান নেতা চিত্তরঞ্জন মাইতির সঙ্গেও আজ একাধিকবার কথা বলেছি। তারপরেও এটা দুর্ভাগ্যের যে, আমি নাকি ওঁর বাবা চিত্তরঞ্জনবাবুকে ফোনে হুমকি দিয়েছি বলে অভিযোগ করেছেন পার্থসারথি। ফেসবুক লাইভ করে পার্থসারথি এমন অভিযোগ করছেন। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। চিত্তবাবু নিজেও তাঁর ছেলেকে এই ধরনের কাজকর্ম না করার জন্য একাধিকবার পরামর্শ দিয়েও কোন সুরাহা করতে পারেননি। বিজেপির তাম্রলিপ্ত পৌরসভার বিরোধী দলনেত্রী জয়া দাস নায়েক কটাক্ষ করে বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াতেই একজন রাজ্যনেতার বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ। তবে এভাবে শাসকদলের অন্দরের দুর্নীতির গন্ধ চাপা দেওয়া সম্ভব হবে না। মানুষ সব দেখছেন। বুঝছেন। সোশাল মিডিয়ায় যার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে।

নয়া উদ্যোগ হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষের!

হলদিয়া, ২২ নভেম্বরঃ লাভের চিন্তা তো দূরের কথা, পর্যাপ্ত আয়ও হচ্ছে না বন্দর কর্তৃপক্ষের। তাই এবার আয় বাড়ানোর উদ্যোগ হিসেবে শুল্ক দপ্তরের অধীনে থাকা জমি (কাস্টমস ল্যান্ড) ভাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে এই জমি ভাড়া দিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি করা হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর লাভ করেছিল প্রায় ৫১৭ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ আর্থিকবর্ষে বন্দরের লাভ প্রায় ৪০ শতাংশ কমে হয়েছিল প্রায় ৩১৭ কোটি টাকা। বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার ড্রেজিং বাবদ কম টাকা দেওয়ায় লাভের পরিমাণ কমেছে। সেই ঘাটতি মেটাতে এ বার একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দর সূত্রে খবর, বন্দর সংলগ্ন যে সব এলাকাগুলি দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে, সেই এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে পাঁচিল দেওয়া হবে। তারপরে সেই জমি ভাড়া দেওয়া হবে বিভিন্ন সংস্থাকে। ইতিমধ্যেই হলদিয়া বন্দরের দুর্গাচক, চিরঞ্জীবপুর, রানিচক সংলগ্ন এলাকায় বন্দর সীমানা নির্ধারণ করে পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১০ কোটি টাকা। বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, বন্দর প্রায় এক লক্ষ ৫০ হাজার বর্গমিটার জমি বন্দরের সঙ্গে যুক্ত একাধিক বেসরকারি সংস্থাকে ভাড়া দেওয়া হবে। বন্দরের নির্ধারিত এসওআর (স্কেল অফ রেটস) ভিত্তিতে জমি বণ্টন করা হবে। বন্দরের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন হলদিয়ার বাসিন্দারা। তাঁদের একাংশের দাবি, বন্দর সংলগ্ন এলাকা জুড়ে ফাঁকা মাঠ পড়েছিল। সমাজবিরোধী এবং দুস্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ছিল সেখানে। বন্দরের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

জামালপুর ব্লকের মাদ্রাসা স্কুল নির্বাচনে আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের আবুজহাটি ২ অঞ্চলের টেরাপুর মাদ্রাসায় শুক্রবার ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে একটিও মনোনয়ন জমা না পড়ায় স্বভাবতই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় নিশ্চিত হয় শাসকদলের ছয়জন প্রার্থীর। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, বিধায়ক অলক কুমার মাঝি ও সহ- সভাপতি ভূতনাথ মালিকের উপস্থিতিতে ছয়জন প্রার্থী-শেখ আনসার আলী, শেখ সামসুল আলম, শেখ মোজাম্মেল, খাদিজা বেগম, মইদুল মণ্ডল ও শেখ মিরাজ আহম্মেদ- মনোনয়ন জমা করেন। উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি তরুণ কান্তি ঘোষ, শ্রমিক সংগঠনের অঞ্চল সভাপতি আজহারউদ্দিন, আবুজহাটি ২ অঞ্চল সভাপতি রমেন্দ্রনাথ কোনার, জৌগ্রাম অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ছয়জনই আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হন। নেতৃত্বরা জয়ী প্রার্থীদের মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানান। মেহেমুদ খাঁন বলেন, আমরা চেয়েছিলাম সকলেই নির্বাচনে অংশ নিন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের ওপর মানুষের আস্থা এতটাই প্রবল যে বিরোধী দলগুলোর কোনো অস্তিত্বই দেখা যাচ্ছে না। বিধায়ক অলক মাঝির কথায়, রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতির জেরে বিরোধীরা মানুষের সামনে কোনো ইস্যুই তুলতে পারছে না। তাই আজ কেউ মনোনয়ন জমা দেয়নি। এই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয় বিধানসভা ভোটের

আগে তৃণমূলকে আরও উৎসাহ দেবে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

অনিশ্চয়তার মুখে খাঁটি নলেন গুড়ের ভবিষ্যত, আশঙ্কা শিউলিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২২ নভেম্বর ঃ শিউলির অভাব, ভবিষ্যতে আর নাও পাওয়া যেতে পারে খাঁটি নলেন গুড়। শীত পড়তেই কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ, মাজদিয়া গ্রামের পথঘাট। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় মিশে থাকে খেজুর রস জ্বাল দেওয়ার মিষ্টি গন্ধ। মাঠের ধারে বড় বড় চুল্লিতে পেতলের হাঁড়ি বসিয়ে ব্যস্ত সময় কাটান গ্রামের শিউলিরা। প্রতিদিন তারা গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে রওনা দেন সারা কৃষ্ণগঞ্জজুড়ে বিখ্যাত মাজদিয়ার গুড়ের হাটের উদ্দেশ্যে। খেজুর গাছের রস থেকে তৈরি এই গুড়ের জন্য সারা বছর শীতকালের অপেক্ষা করে থাকেন বাংলার মানুষ। কিন্তু এবারের শীতের গল্পটা অন্যরকম। অতি বর্ষার কারণে দীর্ঘদিন গাছ কাটা সম্ভব না হওয়ায় খেজুর রসের পরিমাণ এ বছর উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ফলে গুড়ের উৎপাদনও কমেছে আগের বছরের তুলনায় বহু গুণ। হাটে সরবরাহ কম থাকায় গুড়ের দাম কিলোপ্রতি ১০০ টাকা থেকে বেড়ে ১২০ টাকায় পৌঁছেছে। তবুও আশা হারাচ্ছেন না শিউলিরা। তাদের বিশ্বাস, শীতটা যদি জোরে পড়ে, রসও ভাল আসবে, গুড়ের মানও বাড়বে। এই সংকটের আরেকটি বড় কারণ - নতুন প্রজন্মের আগ্রহহীনতা। গ্রামের বয়স্ক অল্প কয়েকজন শিউলি ছাড়া আর কেউই আর এই পেশায় নামছেন না। শীতের রাতের ঠান্ডা হাওয়া কাটিয়ে গাছে ওঠা, রস নামানো, ভোরবেলা চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে গুড় জ্বাল দেওয়া - এই কঠিন পরিশ্রম আর নিতে চাইছেন না বর্তমান যুবসমাজ। মোবাইল আর দ্রুত আয়ের মোহে তারা বেছে নিচ্ছে সহজ পন্থা। ফলে শিউলি পেশায় পড়েছে তীব্র অভাব। যেখানে একসময় পরিবারে

পরিবারে খেজুর রসের হাঁড়ি জ্বলত, সেখানে আজ শুধু কয়েকজন অভিজ্ঞ শিউলির হাতেই টিকে আছে সেই ঐতিহ্য। শিউলি সংকটে আজ টলমল মাজদিয়ার গুড়েরহাট। আশঙ্কা এই পেশা হারিয়ে গেলে বাঙালির জীবন থেকে হারিয়ে যাবে খাঁটি নলেন পয়রা গুড়।

তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সামসেরগঞ্জ, ২২ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে ফের তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাবাসীর আতঙ্ক আরও বেড়েছে। শনিবার সকালে জোতকাশী এলাকার একটি আমবাগান থেকে বালতিভর্তি একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার করে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে বাগানে সন্দেহজনক বালতি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ গোটা আমবাগান ঘিরে ফেলে এবং কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে। পরে বোম স্কোয়াডকে ডেকে পাঠানো হয়, তাদের উপস্থিতিতেই বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার প্রস্তুতি চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কারা এই বিস্ফোরক আমবাগানে রেখে গেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-১০-২৫-২৬-আরটি১; তারিখ: ১৯-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং.:** এপি-ইএল-টিআরডি-১০-২৫-২৬-আরটি১; **কাজের নাম:** বিভিন্ন ধরণের বন্ড সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ "নিউ মাল জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল) - টিএসআর(পি) ৬৫.৮০০ টিকেএম" -এর জন্য। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৬৯,৩০,২৬০.৬৭/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৩৮,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫-১২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সনাতন পান, পিতা পঞ্চানন পান, সাং ও পোঃ- নারনা, থানা- ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া মহাশয় বিগত ইংরাজী- ১৯।০১।১৯৯৮ তারিখে ডোমজুড় সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১৬০ নং দলিল দ্বারা আনন্দ কুমার পান এবং দীনবন্ধু পান দিগর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অধীন নারনা মৌজায় জে. এল.- ৪০ নং ভুক্ত, এল. আর.- ৩৭২৬, ৫৬২ নং খতিয়ানে সাবেক ও এল. আর. ৪১৪৬ নং দাগে বাস্তু ১. আনায় ৫২ শতকের মধ্যে ১৪৪ বর্গফুট বা কমিবেশী ১ / ৩ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা দ্বয় বিগত ইংরাজী ১৯৯৮ সালে ডোমজুড় সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০১৩৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা দ্বয়ের পক্ষে পাঁচ কড়ি পান পিতা কালিপদ পান, সাং ও পোঃ- নারনা, থানা -ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও ডোমজুড় অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender
Ref: DHLYN/D/43/2025-2026)

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-Tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **20.12.2025 at 18:00 Hrs**.
For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org** and Office Notice Board

অ্যাশেজে ট্র্যাভিস হেডের ঝড়-৬৯ বলে সেঞ্চুরিতে রেকর্ড ভেঙে অস্ট্রেলিয়ার জয়

সংবাদসংস্থা, পার্থ, ২২ নভেম্বর ঃ অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে পারথের বাউন্সি, চ্যালেঞ্জিং পিচে ব্যাটারদের নাভিশ্বাস উঠছিল। পুরো ম্যাচ মিলিয়ে প্রথম তিন ইনিংসে মাত্র একটি হাফসেঞ্চুরি হয়েছিল-রান তোলা ছিল ভীষণ কঠিন। সেই পিচেই যেন ক্রিকেটের মঞ্চে বজ্রপাত হয়ে নেমে এলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটসম্যান ট্র্যাভিস হেড। ইংল্যান্ডের বাজবল দর্শনের গর্বকে মুহূর্তে থামিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন-আসল আগ্রাসন কাকে বলে। চতুর্থ তথা শেষ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার সামনে টার্গেট ছিল ২০৫। পারথের মেঘলা আবহাওয়া, দাগ কাটা পিচ, বলের নিখুঁত গতি-সব মিলিয়ে সাধারণ ব্যাটসম্যানের জন্য এ লক্ষ্য কঠিন বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু হেড শুরু থেকেই অন্য মেজাজে নামলেন। যেন পিচ তাঁর দাপটের সামনে নতি স্বীকার করছে। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে স্কোরবোর্ড ওপেনারদের হাতেই তুলে দিতে চেয়েছিল, আর সেই দায়িত্ব পেয়ে ঝড়ের গতিতে ম্যাচ বদলে দিলেন হেড। প্রথম ইনিংসে মাত্র ২১ রানে থেমে যাওয়া হেডকে শেষ ইনিংসে ওপেনিংয়ে পাঠানো হয়েছিল। আর সেই সিদ্ধান্ত ম্যাচের গতিপথই বদলে দিল। শুরুর পর থেকেই ইংল্যান্ডের বোলারদের উপর চেপে বসেন তিনি। অফ সাইডে দৃষ্টিনন্দন ড্রাইভ, লেগ সাইডে তীব্র পুল, উইকেটের সামনে দ্রুত ফুটওয়ার্ক-এমন আক্রমণাত্মক অথচ নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং যে কোনো দর্শককে মুগ্ধ করতেই বাধ্য। মাত্র ৩৬ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ট্র্যাভিস হেড-অ্যাশেজের ইতিহাসে এটি যৌথভাবে তৃতীয় দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি। কিন্তু এখানেই থামেননি তিনি। ব্যাট আরও তীব্র হয়ে ওঠে, শট সিলেকশন আরও আত্মবিশ্বাসী। প্রতিটি বাউন্ডারি ও ছক্কায় বোঝা যাচ্ছিল-আজ তাঁর ব্যাটেই ম্যাচের দিকনির্দেশ। শেষপর্যন্ত মাত্র ৬৯ বলে তাঁর সেঞ্চুরি, যা অ্যাশেজ ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। একইসঙ্গে এটি টেস্ট ক্রিকেটে পঞ্চম দ্রুততম শতরান। ১২৩ বছরের পুরনো গিলবার্ট জেসপের রেকর্ডও ভেঙে ফেললেন তিনি-জেসপ করেছিলেন ১৯০২ সালে ৭৬ বলে শতরান। সেই রেকর্ডকেও লজ্জায় ফেলে এগিয়ে গেলেন হেড। অ্যাশেজে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড এখনও অ্যাডাম গিলক্রিস্টের দখলে-২০০৬-০৭ অ্যাশেজে তিনি করেছিলেন মাত্র ৫৭ বলে শতরান। তবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা হেডের এ ইনিংস নিঃসন্দেহে অ্যাশেজ ইতিহাসে সোনায় মোড়া হয়ে থাকবে। এমনি নয়, ট্র্যাভিস হেডের এই সেঞ্চুরি টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য। ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে যৌথ দ্রুততম সেঞ্চুরি এটি। এর আগে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের বিরুদ্ধে ডেভিড ওয়ার্নারও করেছিলেন ৬৯ বলে শতরান-হেড এবার সেই রেকর্ডের পাশেই নিজের নাম জুড়ে দিলেন। ম্যাচের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় হেডের ইনিংস ছিল আরও মহামূল্যবান। ২০৫ রানের লক্ষ্য যেখানে মানসিক চাপে ফেলতে পারে যেকোনো দলকে, সেখানে তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং লক্ষ্যকে মুহূর্তে ছোট করে দেয়। ইংল্যান্ডের বোলাররা তাঁকে চাপে ফেলতে পারেননি এক মুহূর্তও। তাঁর ব্যাটিংয়ের সামনে বাজবলের গর্ব নিমেষেই গলে গিয়েছিল। হেডের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অন্য ব্যাটাররাও, তবে নেতৃত্বের আসল ঝুঁকি ছিল তাঁর মাথায়। মাঠের প্রতিটি কোণে তাঁর শটে বল উড়ে বেড়িয়েছে। ছক্কার পর ছক্কা, চারয়ে মাঠরক্ষীদের ব্যতিব্যস্ততা-শেষ ইনিংসে নিখুঁত টি-টোয়েন্টি মুডে তিনি চাপহীন ব্যাটিং করে ম্যাচের গতিপথ দ্রুত অস্ট্রেলিয়ার দিকেই ঘুরিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনবদ্য ব্যাটিংয়ের জোরেই মাত্র দুই দিনেই অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট জয় করে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচ শুরুর আগে কেউ হয়তো ভাবেনি, এই কঠিন পিচে এত দ্রুত জয় আসবে। কিন্তু হেড প্রমাণ করলেন-মহান খেলোয়াড়রা পরিস্থিতিকে জয় করেই খেলেন। সর্বোপরি, ট্র্যাভিস হেডের এই অপরূপ ইনিংস শুধু একটি জয় নয়-অ্যাশেজ ইতিহাসের অন্যতম সেরা মুহূর্ত হয়ে থাকবে। এই সেঞ্চুরি আবারও প্রমাণ করল, আধুনিক ক্রিকেটে আগ্রাসন, দক্ষতা ও শট নির্বাচনের নিখুঁত সমন্বয়ে কীভাবে এক ইনিংস পুরো ম্যাচের রূপ পাল্টে দিতে পারে।

গম্ভীরের বড় স্বস্তি, ওষুধ মজুত মামলা থেকে অব্যাহতি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃ কোভিড-১৯ মহামারির সময় ওষুধ মজুত ও অবৈধভাবে বিতরণের অভিযোগে প্রায় চার বছর ধরে চলা আইনি লড়াই থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ ও প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। দিল্লি হাইকোর্ট শুক্রবার জানান-গম্ভীর ও তাঁর পরিবার, সঙ্গে গৌতম গম্ভীর ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অপরাধমূলক মামলা সম্পূর্ণ ভাবে খারিজ করা হচ্ছে। এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিনের চাপ কাটিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন গম্ভীর। ২০২১ সালে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় দিল্লি সরকারের ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ অভিযোগ করেছিল, গম্ভীর এবং তাঁর ফাউন্ডেশন বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই ফ্যাবিফ্লু-সহ বেশ কিছু কোভিড প্রতিষেধক ওষুধ বড় পরিমাণে মজুত করেছিলেন এবং সেগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্টের ধারা ১৮(সি) ও ২৭(বি)(২) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছিল-যেখানে লাইসেন্স ছাড়া ওষুধ বিতরণ বা বিক্রির ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এই মামলায় গম্ভীরের পাশাপাশি সমন জারি করা হয়েছিল তাঁর স্ত্রী নাতাশা, মা সীমা এবং ফাউন্ডেশনের সিইও অপরাজিতা সিংয়ের বিরুদ্ধে। এরপরই তাঁরা ট্রায়াল কোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেন। সেপ্টেম্বর ২০২১-এ হাইকোর্ট প্রথমে ট্রায়াল কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দেয়। কিন্তু এপ্রিল ২০২৫-এ সেই স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হয়, যার ফলে মামলাটি আবার এগোতে শুরু করে। পরিস্থিতিতে গম্ভীর পুনরায় হাইকোর্টে আবেদন করেন এবং মামলা বাতিলের দাবি জানান। অভিযোগপক্ষের আইনজীবী যুক্তি দেন, গম্ভীরের ফাউন্ডেশন স্বীকার করেছে যে ওষুধগুলি বিতরণ করা হয়েছে, যদিও বিক্রি করা হয়নি। তাঁদের দাবি ছিল-লাইসেন্স ছাড়াই ওষুধ বিতরণ করাও আইনত অপরাধ। কিন্তু গম্ভীরের আইনজীবীরা জানান, মহামারির কঠিন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বক্তব্যে জোর দিয়ে বলা হয়-এটি ইচ্ছাকৃত অপরাধ বা আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে করা কোনও কাজ ছিল না। সব পক্ষের যুক্তি খতিয়ে দেখে জাস্টিস নীনা বংশল কৃষ্ণা শুক্রবার স্পষ্ট ঘোষণা করেন- গৌতম গম্ভীর, তাঁর পরিবার ও ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এই অপরাধমূলক মামলা সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করা হচ্ছে। এর পর গম্ভীর সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ায় লেখেন, বিচার ব্যবস্থার উপর আমার সব সময় আস্থা ছিল। ধন্যবাদ। মহামারির সময় অসংখ্য মানুষ অক্সিজেন, ওষুধ, হাসপাতালের বেড-

প্রতিটি জিনিসের জন্য লড়াই করছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে বহু ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠন নিজেদের সাধ্যমতো মানুষকে ওষুধপত্র জোগাড় করে সাহায্য করেছিলেন। গম্ভীর দাবি করেছিলেন-তাঁর ফাউন্ডেশনও সেই কাজে যুক্ত ছিল। কিন্তু বিতর্ক ওঠে যখন অভিযোগ আসে যে তাঁরা বৈধ অনুমতি ছাড়া ফ্যাবিফ্লুর মতো ওষুধ একত্রিত করেছিলেন। দীর্ঘ চার বছরের টানাপোড়েন, আদালত যাত্রা ও আইনি বিতর্কের পর অবশেষে এই মামলার ইতি ঘটল। আদালতের রায়ে বড় স্বস্তি পেল গৌতম গম্ভীর ও তাঁর পরিবার। একই সঙ্গে শেষ হল মহামারির সময়কার সেই চর্চিত ওষুধ বিতরণ বিতর্কও, যা দীর্ঘদিন ধরে গম্ভীরকে আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে রেখেছিল।

আরিয়াসকে নিষিদ্ধ ফিফার

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২২ নভেম্বর ঃ বিশ্বকাপে পানামা খেলার যোগ্যতা অর্জনের কয়েকদিন পর, ফিফা দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতিকে একজন মহিলা জাতীয় দলের তারকাকে মোটা-লজ্জা করার জন্য আরোপিত পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা সম্মান করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নিষিদ্ধ করে। ফিফা জানিয়েছে যে ম্যানুয়েল আরিয়াসকে ছয় মাসের জন্য ফুটবল-সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার প্রায় চার সপ্তাহ আগে শেষ হবে। ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ড্রতে আরিয়াসকে যোগ দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে, যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যোগদানের কথা রয়েছে। ফিফা জানিয়েছে যে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচারকরা জুলাই মাসে ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ।

ফ্লুতে মার্কাস রাশফোর্ড অনিশ্চিত, উদ্বেগে বার্সেলোনা

সংবাদসংস্থা, বার্সেলোনা, ২২ নভেম্বর ঃ বার্সেলোনার ফুটবলপ্রেমীদের অপেক্ষার শেষ হতে চলেছে। দীর্ঘ সংস্কারের পর স্পটিফাই ক্যাম্প নউ-তে ফিরছে বার্সেলোনা, আর সেই ঐতিহাসিক ম্যাচের আগেই দলের সামনে দেখা দিয়েছে বড় ধরণের শঙ্কা। ইংলিশ ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ড বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে অনুশীলনে যোগ দিতে পারেননি-যার ফলে অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে লা লিগার ফিরতি ম্যাচে তাঁর মাঠে নামা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বার্সা কোচ হ্যানসি ফ্লিক শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে রাশফোর্ডের শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে বলেন, মার্কাসের জ্বর রয়েছে। সে গতকালও ট্রেনিং করেনি, আজও পারেনি। কাল সে ফিরতে পারবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফ্লিক জানিয়েছেন, ম্যাচের আগমুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে আসার পর রাশফোর্ড ইতিমধ্যেই বার্সেলোনার আক্রমণভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ক্লাবের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ দশটি ম্যাচে একাদশে শুরু করেছেন তিনি। এ সময় তিনি ছয়টি গোল এবং আটটি অ্যাসিস্ট করেছেন। রাফিনিয়ার অনুপস্থিতিতে মূলত বাম দিকের আক্রমণেই তাঁকে নিয়মিত দেখা গিয়েছে। ফলে তাঁর অনুপস্থিতি বার্সার আক্রমণ-রসদে বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে দলের জন্য স্বস্তির খবর-দুই মাস ইনজুরিতে থাকার পর ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনিয়া অবশেষে ট্রেনিংয়ে ফিরেছেন। যদিও তিনি ম্যাচে শুরুর

একাদশে থাকছেন না। ফ্লিক বলেন, সবচেয়ে ভালো খবর হলো রাফিনিয়া ফিরে এসেছে। সে দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা সবাই জানে। কাল তাকে ১০, ১৫ বা ২০ মিনিটের জন্য মাঠে দেখা যেতে পারে। বেঞ্চে তার উপস্থিতিই আমাদের জন্য বড় পদক্ষেপ। এদিকে তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামালকেও নিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ফ্লিক। ইয়ামাল কুঁচকির সামান্য সমস্যার সঙ্গে লড়লেও তিনি ম্যাচের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানান কোচ। স্পেন জাতীয় দলের সাম্প্রতিক ম্যাচদুটি না খেলা তাঁর জন্য ভালো সিদ্ধান্ত ছিল বলেই মন্তব্য করেন ফ্লিক। সেই বিরতিতেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে লা রোখা। দলের গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়াও ফিট হয়ে ফিরছেন, যা রক্ষণভাগের জন্য দারুণ ইতিবাচক খবর। তবে মাঝমাঠে ধাক্কা রইল-ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারবেন না। পাশাপাশি পেদ্রি এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নন। ফ্লিক জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চেলসির বিরুদ্ধে বা তার পরের ম্যাচে পেদ্রি ফিরতে পারেন-তবে এখনই নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে শনিবারের এই ম্যাচটি শুধুমাত্র লিগ টেবিলের হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি বার্সেলোনার জন্য আবেগঘনও বটে। দীর্ঘ সংস্কার কাজের কারণে ২০২৩ সালে দলকে আপাতত মন্টজুইক অলিম্পিক স্টেডিয়ামে সরে যেতে হয়েছিল। প্রায় দুই বছর পর নিজেদের ঘরের মাঠে ফিরছে তারা। যদিও স্টেডিয়ামের পূর্ণ সংস্কার শেষ হতে ২০২৭ পর্যন্ত সময় লাগবে। এখনই কেবল ৪৫ হাজার দর্শক প্রবেশের অনুমতি রয়েছে। তারপরও ফ্লিক জানালেন, তাঁর দল এই মাঠেই খেলতে সবচেয়ে স্বস্তি পায়। কোচের ভাষায়, আমরা ক্যাম্প নউতেই খেলতে বেশি পছন্দ করি। দু'সপ্তাহ আগে খোলা অনুশীলনে মাঠে ওঠার মুহূর্তটা ছিল অবিশ্বাস্য। চারদিকে সমর্থকদের দেখা-এটাই ফুটবল। আমরা সবাই আনন্দিত যে আবার নিজেদের ঘরের মাঠে ফিরছি। এই পরিবেশ দলকে বাড়তি শক্তি দেবে। এই ম্যাচে জিতলে বার্সেলোনা অস্থায়ীভাবে লা লিগায় শীর্ষস্থানেও উঠে যেতে পারে। সেই সম্ভাবনা দলের মনোবল আরও বাড়িয়েছে। অন্যদিকে রিয়াল মাদ্রিদ রবিবার খেলবে এলচের বিরুদ্ধে। এদিকে সাংবাদিকরা ফ্লিককে জিজ্ঞেস করেছিলেন মেসির সাম্প্রতিক বার্সা-ভ্রমণ নিয়ে এবং ভবিষ্যতে তাঁকে কোচিং করার সম্ভাবনা নিয়ে। জবাবে ফ্লিক বলেন, মেসি গত দশক বা তারও বেশি সময়ের সেরা ফুটবলার। তাঁকে খেলতে দেখা প্রতিবারই আনন্দের। যে কোনো দলের জন্যই তিনি ব। সম্পদ। তবে তার চুক্তি ২০২৮ পর্যন্ত, আর আমারটা ২০২৭-এ শেষ হবে-তাই এখনই এমন প্রশ্নের জায়গা নেই। সর্বোপরি, দলের শক্তি-সামর্থ্যে ইতিবাচক খবর থাকলেও রাশফোর্ডের ফিটনেসই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন। তিনি খেলবেন কি না, সেই উত্তরই নির্ধারণ করতে পারে বার্সেলোনার আক্রমণ ছকের আকার-আকৃতি, আর অ্যাথলেটিকের বিরুদ্ধে ফিরতি ক্যাম্প নউ ম্যাচের ভাগ্যও অনেকটা সেখানেই নির্ভর করছে।

গুয়াহাটির টেস্টে ব্যাট-বলের টানটান লড়াই, প্রথম দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ ২৪৭

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর ঃ গুয়াহাটির বরষাপাড়া স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টের সূচনা থেকেই যে জমজমাট লড়াইয়ের আভাস মিলেছিল, দিনের শেষে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইডেনের ২২ গজের প্রশংসা করলেও, শহরে এসে কোনও বিশেষ পিচ-চাহিদা জানাননি ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। মাঠকর্মীরা স্বাধীনভাবে পিচ তৈরি করেছেন এবং সেই পিচেই ব্যাটার ও বোলার-দু'পক্ষই সমান সুবিধা পেয়েছেন। যার প্রতিফলন, প্রথম দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ ২৪৭৬। টস ভাগ্য এবারও ভারতের পক্ষে এল না। নেতৃত্ব বদলালেও-শুভমন গিলের হাত থেকে ঋষভ পন্থের কাছে-টস জেতা হলো না। টস জিতে অজানা পিচে প্রথমে ব্যাটিং নিয়েই শুরু করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। শুরু থেকেই ঝুঁকি কম রেখে খেলতে চেয়েছেন তাঁদের দুই ওপেনার এডেন মার্করাম এবং রায়ান রিকলটন। ধীর লয়ে জমিয়ে খেলতে খেলতেই প্রথম উইকেটে ৮২ রান তুলে ফেলেন তাঁরা। এডেন মার্করাম ৩৮ রানে বুমরাহর বলে ফিরলেও, তার আগে একবার জীবন পেয়েছিলেন-লোকেশ রাহুল সহজ ক্যাচ ফেলে দেন স্লিপে। চা-বিরতির পরেই রিকলটনকেও (৩৫) ফেরান কুলদীপ যাদব। দ্রুত দুই উইকেট পালেও বাভুমা ও ট্রিস্টান স্টাবস ভারতীয় বোলারদের আর সুযোগ দিচ্ছিলেন না। তাঁদের ৮৪ রানের জুটি একসময় ভারত শিবিরকে চাপে ফেলে দিচ্ছিল। অধিনায়ক বাভুমা ৪১ রানে পৌঁছে ১০০০ টেস্ট রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন। তবে দীর্ঘক্ষণ টিকতে পারেননি। জাডেজার বলে আউট হয়ে ফেরত যান তিনি। অর্ধশতরান থেকে একধাপ দূরে থামলেন স্টাবসও। ৪৯ রানে তাঁর ইনিংস শেষ হয় কুলদীপের বলে। উইয়ান মুল্ডারও (১৩) সুবিধা করতে পারেননি। ২০১ রানে ৫ উইকেট পড়ে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস সামাল দেন টনি ডি জোরজি এবং সেনুরান মুথুস্বামী। তাঁদের জুটি যখন জমে উঠছিল, তখনই জোরজিকে আউট করে জুটি ভাঙেন মহম্মদ সিরাজ। দিনের শেষে মুথুস্বামী ২৫ এবং ভেরেনে ১ রানে অপরাজিত। ভারতীয় বোলাররা প্রথম দু'সেশনে মাত্র ১ উইকেট করে পেলেও শেষ সেশনে ঘুরে দাঁড়ান। কুলদীপের ঘূর্ণিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা সবচেয়ে বেশি ভুগেছেন-৪৮ রানে তিনি ৩ উইকেট দখল করেন।

লক্ষ্যের ঐতিহাসিক ফাইনাল, ভারতীয় ওপেনে আনাহাত-জোশনার মধ্যে দ্বন্দ্ব

ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন আবারও প্রমাণ করলেন তাঁর লড়াকু মানসিকতা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার সিরিজে দুর্দান্ত ম্যাচে চমকে দিলেন বিশ্বের ছ'নম্বর চীনা প্রতিদ্বন্দ্বি লু গুয়াংজুকে। সেমিফাইনালে সরাসরি সেটে জয় তুলে নিয়ে লক্ষ্য পৌঁছে গেলেন টুর্নামেন্টের ফাইনালে। দিনের শুরুতেই এই ঐতিহাসিক জয় ভারতের ক্রীড়া জগতে এনে দিল উত্তেজনার স্রোত। লক্ষ্য সেনের পারফরম্যান্স ছিল আক্রমণাত্মক এবং নির্ভুল। ম্যাচের শুরু থেকেই দ্রুত পয়েন্ট সংগ্রহ করে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দেন তিনি। চীনা খেলোয়াড় লু গুয়াংজু তাঁর দ্রুতগতির খেলা এবং স্ম্যাশের জন্য পরিচিত হলেও লক্ষ্য দুর্দান্ত রিটার্ন ও নিখুঁত ফুটওয়ার্ক দিয়ে প্রতিটি আক্রমণ মোকাবিলা করেন। প্রথম গেমটি জেতার পর আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ে, দ্বিতীয় গেমে আরও স্বচ্ছন্দে খেলেন ভারতীয় তারকা। শেষ পর্যন্ত ২১-১৫, ২১-১৬ ব্যবধানে জিতে তিনি নিশ্চিত করেন ফাইনালের টিকিট। এই জয়ের ফলে শুধু র‍্যাঙ্কিং নয়, লক্ষ্য সেনের মনোবলও আরও শক্তিশালী হল। গত কয়েক মাস ধরে নানা চোট-আঘাত এবং ফর্মের ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তাঁর ধারাবাহিকতা দেখিয়ে দিল-লক্ষ্য আবারও শীর্ষ পর্যায়ের ব্যাডমিন্টনে নিজের জায়গা তৈরি করে নিচ্ছেন। আগামী ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ কে হবেন তা নিয়ে এখনই উত্তেজনা তুঙ্গে ভারতীয় ভক্তদের মধ্যে। এদিকে, স্কোয়াশেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাফল্যের গল্প। ভারতীয় ওপেন স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের বিভাগে ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন দেশের দুই তারকা আনাহাত সিং এবং জোশনা চিনাপ্পা। এই ফাইনাল হবে একেবারে 'ইন্ডিয়া শোডাউন', যা ইতিমধ্যে নজর কেড়েছে স্কোয়াশ-প্রেমীদের। আনাহাত সিং, যিনি ভারতের উদীয়মান প্রতিভা হিসেবে পরিচিত, দারুণ খেলেছেন সেমিফাইনালে। তাঁর গতি, রিফ্লেক্স এবং আক্রমণাত্মক র‍্যাকেট কন্ট্রোল প্রতিপক্ষকে বারবার বিপাকে ফেলেছে। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক

মানের খেলোয়াড়দের বিপক্ষে তাঁর পারফরম্যান্স অনেককেই বিস্মিত করেছে। অন্যদিকে অভিজ্ঞ জোশনা চিনাপ্পা দেখিয়েছেন তাঁর ক্রিজের পরিপক্কতা এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুচারু ব্যবহার। তাঁর বৈচিত্র্যময় শট এবং কৌশলী নেট প্লে সেমিফাইনালে জয় এনে দেয় সহজেই। ফলে ভারতীয় ওপেন স্কোয়াশে এই ফাইনাল হতে চলেছে দুই প্রজন্মের লড়াই-একদিকে তরুণ প্রতিভা, অন্যদিকে দেশের অন্যতম অভিজ্ঞ তারকা। সেই ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে, বিশেষ করে ভারতীয় স্কোয়াশের ভক্তদের মধ্যে। ক্রীড়া বিশ্বে ২২ নভেম্বর দিনটি তাই ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে বিশেষ হয়ে থাকল। ব্যাডমিন্টনে লক্ষ্য সেনের ঐতিহাসিক জয় ও স্কোয়াশে আনাহাত-জোশনার সর্বভারতীয় ফাইনাল-দিনের দুই বড় সাফল্যই তুলে ধরল ভারতের নতুন উত্থান। বিভিন্ন খেলায় ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা যে বিশ্বমঞ্চে আরও প্রভাব বিস্তার করতে চলেছেন, এই দুই ম্যাচ তারই শক্ত ইঙ্গিত দিল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কে-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor : Aloke Kumar Naskar/ Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166, E-mail: dailydurantabarta@gmail.com